বাংলাপিডিএফ

বড়দের বই

ওয়েষ্টার্ন

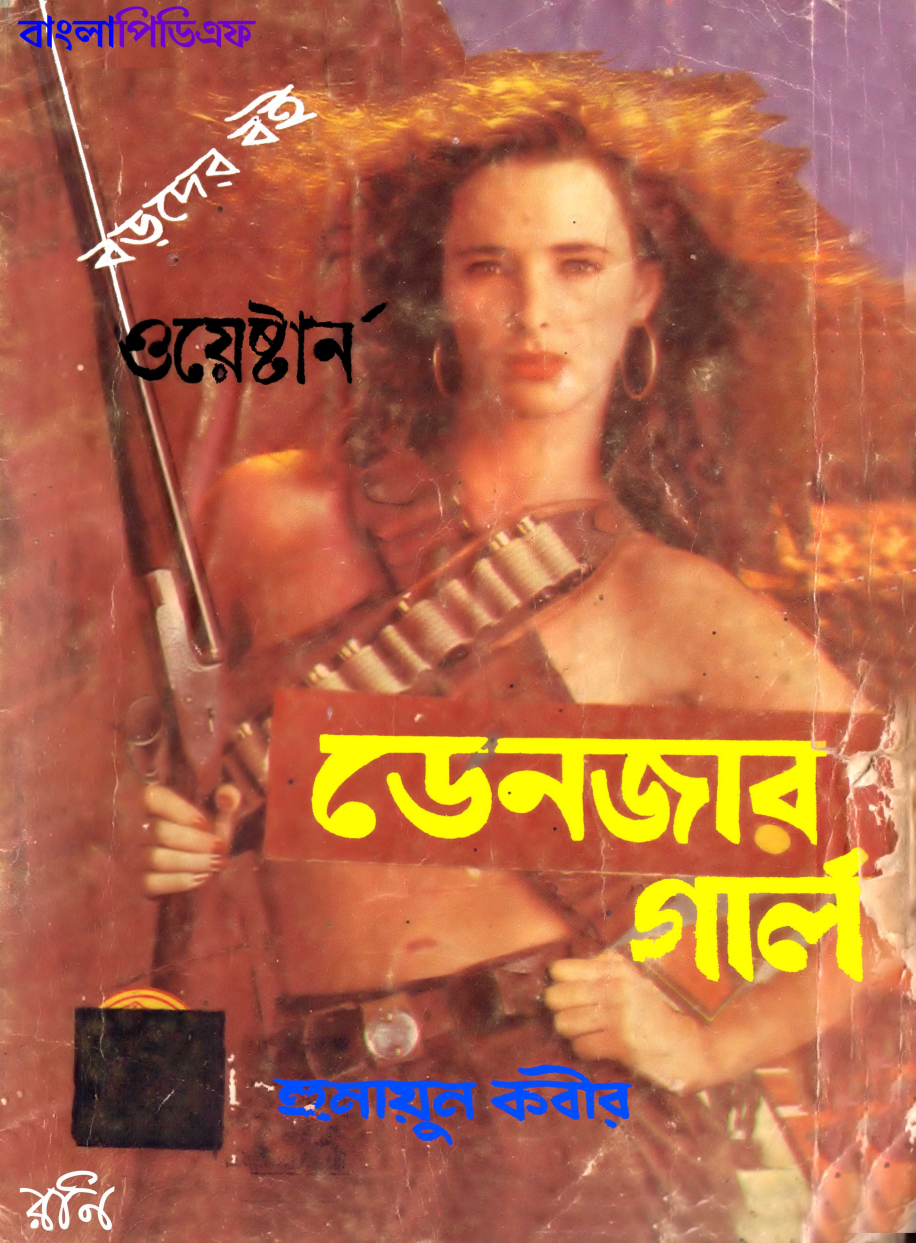

ডেনজার গার্ল

হুমায়ূন কবীর

রনি

বাংলাপিডিএফ

একখণ্ডে সমাপ্ত ওয়েস্টার্ন

ডেনজার গার্ল

হুমায়ুন কবীর

মহা ঝামেলায় পড়ে গেলো মার্শাল হ্যারী। খুন হয়ে গেছে সেথ গল। আবার ওর জীবনের উপরই হামলা চালাচ্ছে অজানা আততায়ী !!

এদিকে শেরিফ টম গ্রান্ট, আইনের মানুষ হয়েও ওর উপর মহা খাপ্পা। প্রতি পদে পদেই বাধা দিচ্ছে ওর কাজে।

এসেছে চঞ্চলা যৌবনবতী রহস্যময়ী তরুণী ট্রেসী ওয়াটসন। সে জ্বলন্ত যৌবনের ফাঁদে ফেলতে চায় সবাইকে।

এসেছে নিষ্পাপ মেয়ে আইরিন গল। সে প্রেমের মোহময় বন্ধনে বাধতে চায় মার্শাল হ্যারীকে।

ধ্বংস, ক্রোধ, লোভ, রক্তপাত আর হিংসার আগুনে অস্ত্র হাতে গর্জে উঠেছে এক ডেনজার গার্ল।

একা এতসব কি করে সামলাবে মার্শাল হ্যারী?

বিশ টাকা মাত্র

লিনা প্রকাশনী

লিনা প্রকাশনীর বই
ভিন্ন স্বাদের বই
নিজে পড়ুন, অন্যকে পড়তে দিন।

যোগাযোগ : লিনা প্রকাশনী, ১১১, রায়ের বাজার (পূর্ব), ঢাকা-নয়

রনি

এক খণ্ডে সমাপ্ত ওয়েস্টার্ন

ডেমজার গার্ল

হুমায়ুন কবীর

দুষ্প্রাপ্য বই/ Rare Collection

মোঃ রোকনুজ্জামান রনি
ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা
বই নং-.....
বই এর ধরন-.....

প্রকাশনী

প্রকাশক ঃ
মোঃ আনোয়ার হোসেন

লিনা প্রকাশনী
১১১, রায়ের বাজার (পূর্ব) ঢাকা—নং

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯

প্রচ্ছদ অংকণে : মহসীন কবীর

মুদ্রণে : পাবনা প্রিন্টার্স
ঢাকা।

রচনা : বিদেশী কাহিনী ছায়া অবলম্বনে

ম্যানেজার : মীর হাফিজুর রহমান

এক

মানুষ খুন করার কত কিছুই তো রয়েছে দুনিয়ায়। ছুরি, চাকু, রাইফেল, পিস্তল, ফাঁসির দড়ি, মুষ্ঠাঘাত এবং আরো কতো কি। তেমনি খুন করার পদ্ধতিও রয়েছে হরেক রকমের। কিন্তু সবচেয়ে ঘৃণ্য, নীচ, এবং কাপুরোষোচিত পদ্ধতি হলো পেছন থেকে খুন করা।

যে লোকটা পড়ে আছে তাকেও সেই নীচ পদ্ধতিতে মারা হয়েছে। পেছন থেকেই গুলি করা হয়েছে।

লাশটার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে র‍্যাঞ্চার মাইক কার্ণিস ও মার্শাল হ্যারী হার্ট।

বেঁটে খাটো র‍্যাঞ্চার মাইকের শক্ত সমর্থ চেহারা। প্রায় পঁয়তাল্লিশের মতো বয়স। গ্রীন রিভার কাউন্টির ডাকসাইটে র‍্যাঞ্চার হিসেবে বেশ নাম ডাক। গোটা ভল্লাটে তার মতো জেদি আর একগুঁয়ে লোক নেই বলে জানে সবাই।

শান্ত শিষ্ট চেহারার মার্শাল হ্যারি হার্ট দীর্ঘদেহী। ছ'ফুটের মতো হবে লম্বা। প্রশান্ত এবং দৃঢ় একটা ভাব রয়েছে ওর অবয়বে। এই মুহূর্তে কর্তৃত্ব এবং দায়িত্বের একটা ভাব ফুটে উঠেছে চোখেমুখে।

'স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে,' অবিচল ভংগিতে বলে উঠলো মাইক, 'ওকে পেছন থেকেই গুলি করা হয়েছে। খাট্রাস মারার দশাই হয়েছে সেথের। খুনী কোন সুযোগই দেয়নি তাকে।'

পড়ে আছে যার লাশ, তার নাম সেথ। সেথ গল। এলাকারই আর এক বাথান মালিক।

'কিংবা,' কুঁবড়ে পড়ে থাকা সেথের লাশটার দিকে তাকালো মার্শাল হ্যারী, 'এও বলা যায়, খুনী চায়নি সেথ তাকে দেখে ফেলুক। দেখে ফেললে সেথ তাকে চিনতে পারতো।'

কিছু বললো না মাইক। সেথের মৃত্যুটা নিয়ে ভাবলো ও। মার্শালকে খবর দিয়েছে ওই। মার্শালের প্রতিক্রিয়াটা আন্দাজ করতে চেষ্টা করলো ও।

হঠাৎ ঘুরে মাইকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো মার্শাল, 'তুমিই বা কিভাবে একে এখানে সনাক্ত করলে?'

'গরু গুলোর সর্টিং শেষ করে আসছিলাম এদিকে। প্রতি সামারেই এ কাজটি নিজে করি আমি। গরমের মৌসুমে।'

'হ্যাঁ, আমি তা জানি।' সায় দিলো মার্শাল।

'এই ট্রেইলটা ধরেই আসছিলাম আমি,' নড়েচড়ে দাঁড়ালো মাইক, 'এখান থেকে শ'দেড়েক ফুট দূরে থাকতেই আমার ওয়াগন

ঘোড়া হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েই ডাক ছাড়লো। পথ ছেড়ে এদিকে এসে মাটিতে খুরের আঘাত করতে লাগলো। ব্যাপার কি দেখার জন্যে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলাম আমি। এসে দেখি এই লাশ —তেমনি পড়ে আছে, যেভাবে তুমি এখন দেখতে পাচ্ছো।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ মার্শাল, এই হচ্ছে ঘটনা। আমি কোন গুলির শব্দও শুনিনি, কাউকে ঘোড়ায় চড়ে পালাতেও দেখিনি। কিন্তু সেথ এখানে কি জন্যে এসেছিলো তাও বুঝতে পারছি না। ওর ঘোড়াটাই বা গেল কোথায়?'

মাইকের কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। পকেট থেকে একটা চুরুট বের করে ধরালো। তারপর একটা টান দিয়ে চাইলো মার্শাল হ্যারি হার্টের দিকে।

হ্যারিকেও বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে। এই খুন খারাবি একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার। অপরাধীকে খুঁজে বের করে শাস্তি অবশ্যই দিতে হবে। সে যতো চালাকই হোক, হ্যারী তাকে ছাড়বে না। গ্রীন রিভার কাউন্টিতে সে ডেপুটি মার্শালের দায়িত্বে রয়েছে। ডেনভার থেকে ফেডারেল ইউ এস মার্শাল তাকে ডেপুটি করে পাঠিয়েছে। নতুন দায়িত্বে এসেই এই অনাকাংক্ষিত ঝামেলার মুখোমুখি হলো ও।

'আমি অবাক হচ্ছি,' বেশ ভরাট কণ্ঠ হ্যারীর। মাইকের দিকে তাকালো, 'সেথকে এভাবে মারলো কেন?'

ঠোঁট দুটো কুঞ্চিত হলো মাইক কানিসের, 'গড নোজ?'

সেথ গলের মৃত্যুটা তাকেও ভাবিয়ে তুলেছে। কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না ও। সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার পেছন আদিগন্ত দুর্গম পাহাড়ী এলাকা। পাইন আর ফারের জংগলে ঢাকা। সেই গ্রানাইট শৃংগখণ্ডের ফাঁকে ফাঁকে স্বপ্নময় সব ঘাসে ঢাকা উপত্যকা। শুনেছে এখনো দেখেনি মাইক। সেই রহস্যময় উপত্যকাগুলো দুর্দান্ত ইণ্ডিয়ানদের বাসভূমি।

নিজের ঘোড়া দুটোর দিকে নজর গেলো মাইকের। কেমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢুলছে ওদুটো।

মার্শাল হ্যারী ট্রেইলটার দিকে দৃষ্টি ফেরালো। ট্রেইলটা বিশাল এক উপত্যকার উপর দিয়ে এগিয়ে গেছে। হ্যারীর দৃষ্টি ট্রেইলের মুখে গিয়ে স্থির হলো।

'আমার কিছু কথা বলার আছে মাইক,' মাইকের উদ্দেশ্যে বললো হ্যারী, 'সেথ এখানে উঠে আসেনি।'

মুখ তুললো মাইক, 'এখানে উঠেনি মানে? তাহলে এলো কি করে ও এখানে? উড়ে?'

ঘুরে দাঁড়ালো হ্যারী। তার নীল চোখ জোড়া একটু যেন ঝিক করে উঠলো। দৃঢ় কণ্ঠে বললো, 'এইমাত্র আমিও ট্রেইলটা ধরে এসেছি মাইক। আমার চোখে পড়েছে শুধু দুটো ঘোড়ার ট্র্যাক উঠে এসেছে উপরে। এবং তা হলো তোমার।'

একথায় স্পষ্টতই হতবুদ্ধি হলো মাইক। কি বলবে হঠাৎ বুঝে উঠতে পারলো না। ঘাড়ের পেছনটা হাত দিয়ে চুলকাতে চুলকাতে লাশটার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকালো। তারপর হাত

নেড়ে দিক নির্দেশ করলো, 'তাহলে সে বনপথেই এসেছে মার্শাল। পুব দিক থেকে গাছ পালার ভেতর দিয়ে এখানে এসেছে।'

মাথা দুলালো হ্যারী, 'ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করো মাইক। স্পষ্টই আমরা দেখতে পাচ্ছি সেথের দেহ পড়ে আছে এখানে। এই জায়গায় ওর জলজ্যান্ত উপস্থিতিতে কোন সন্দেহ নেই। আর এটাও স্পষ্ট ট্রেইলটা ব্যবহার করেনি ও। আর তুমি যে বললে জংগল পথেই এসেছে সেথ। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল কেন? সহজ পথ থাকতে এখানে আসার জন্য ওই দুর্গম বন পথ ব্যবহার করবে কেন সেথ গল?'

'জানিনা মার্শাল। বুঝতে পারছি না।'

'শুনেছি তোমার সাথে নাকি সেথের শত্রুতা ছিলো মাইক?' জানতে চাইলো হ্যারী।

অবাক হয়ে চোখ বড় বড় করলো মাইক কানিশ, 'তারমানে আমাকে সন্দেহ করছো? আমি খুন করেছি সেথকে?'

'আমি শুধু জিজ্ঞেস করলাম মাইক। কিছু জানতে চাওয়াই আমার কাজ। আমাকে প্রশ্ন করতে হবে নইলে জানতে পারবো না কি থেকে কি হয়েছে। তা যা বলছিলাম, সেথ তো তোমার পড়শী ছিলো তাই না?'

'হ্যাঁ, পড়শী ছিলো, তাতে কি?'

'আসলে কি ধরনের সম্পর্ক ছিলো তোমাদের মধ্যে?'

'সাধারণ প্রতিবেশীদের মধ্যে যেরকম থাকে। যেমন সেথ কোন কিছু ধার চাইলে আমি না করতাম না। তবে তার সাথে ঘনিষ্ঠতা

বলতে যা বোঝায় তা ছিলো না আমার। আর যদি বলো ওকে পছন্দ করতাম কিনা? তাহলে বলবো, না।'

'এর কি কোন বিশেষ কারণ ছিলো?'

'না মার্শাল,' চুরুটটায় শেষ টান দিয়ে ফেলে দিলো মাইক। 'আসলে ঠিক কেন আমি সেথকে পছন্দ করতাম না তা আমি নিজেও জানিনা। এটা একেকজনের একেক রকম চারিত্রিক বৈশিষ্ট বলতে পারো।'

'আচ্ছা তোমার সাথে কি সেথের কোন কিছু নিয়ে কখনো তর্ক হয়েছিলো? কিংবা তোমার বেড়া ভিঙানো বা তোমার ঘাস মাড়ানোর মতো কোন কাজ করেছিলো সেথ?'

হ্যারী কথা শেষ করার আগেই হাত তুলে প্রতিবাদ জানালো মাইক, 'আগে আমার কিছু কথা শুনতে হবে মার্শাল। প্রথম কথা হলো আমি লোভী নেই। যথেষ্ট আছে আমার। সাত হাজার একরের মতো জমি। প্রচুর পরিমাণ গরু। আপাতত কিছুরেই অভাব নেই আমার। একা মানুষ। যা আছে তা অতিরিক্তই বলা যায়। আমি বলতে চাচ্ছি এর বেশি আমি কিছু চাই না। আমার জীবন যাপনে এক সুখী মানুষ আমি। ঝামেলা এড়িয়ে চলতেই পছন্দ করি।'

'বুঝলাম তোমার অবস্থা,' মাথা নাড়লো সে, 'আর সেথ গল···?'

'হ্যাঁ, সেথের কথা বলতে গেলে বলতে হয় একটু উচ্চভিলাষী টাইপের। নিজের জমি কম নয় ওর। তবুও অপরের গুলোর

প্রতি চোখ বুলাতে অমনোযোগী ছিলো না। কিছু কিছু লোক আছে পৃথিবীতে সাম্রাজ্য গড়তে চায়, সেথ অনেকটা সে ধরনের লোক। তুমি হেনরী ফ্রন্টেনেলকে জিজ্ঞেস করতে পারো। সেও সেথের এক প্রতিবেশী। সেথের পশ্চিম এবং দক্ষিণের সীমানায় আমি আর পুব আর উত্তরের সীমানায় হেনরী।'

মাইক কার্নিসের কথা কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য তা এখনো জানে না হ্যারী। তবে সেথের মৃত্যু রহস্যটা বেশ জটিল বলেই মনে হচ্ছে। সেথ গল কি ধরনের মানুষ ছিলো তা নিয়ে ভাবছে না এখন হ্যারী। তার চিন্তাধারা এখন একটা ব্যাপারে ঘুর পাক খাচ্ছে। সেথ মাইবের এই এলাকায় কি করছিলো? কেন সে এখানে মরে পড়ে আছে!

'তুমি লাশটা কি সাথে নিয়েই যাবে?' একসময় জানতে চাইলো মাইক।

মাথা দুলালো হ্যারী, 'একটা ওয়াগন পাঠিয়ে দেবো আমি। ওকে সাথে নেয়ার কোন ব্যবস্থা এখন আমার সাথে নেই।'

'আমি তোমাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারি।' বললো মাইক, 'বিকেলের দিকে শহরের দিকে যাবো ভাবছিলাম। কিছু ময়দা, কফি আর চিনি আনতে হবে।'

'তাহলে তো ভালোই হয়,' ঘুরে দাঁড়ালো হ্যারী, 'আমার একটা উপকার করা হয় তোমার। খুশিই হবো।' নিজের ঘোড়াটার কাছে এগিয়ে গেলো হ্যারী।

ব্যাপারটা আর একবার খতিয়ে দেখার চেষ্টা করলো হ্যারী।

একটা জিনিস স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে সেথ গল ট্রেইলটা ধরে এই জায়গায় আসেনি। মাইকের কথা মত যদি জংগল পথে এসে থাকে তাহলে কোন ট্র্যাক চোখে পড়বে না। তবে হ্যারীর দৃঢ় বিশ্বাস সেথ নিজে এখানে আসেনি। তাকে বয়ে আনা হয়েছে। কারণ যেখানে সেথ পড়ে আছে সেখানে একফোঁটা রক্তও চোখে পড়েনি হ্যারীর। খুনী আজ কোথাও তাকে খুন করে উদ্দেশ্য-মূলক ও ইচ্ছাকৃতভাবে লাশটা বয়ে এনে এখানে ফেলে রেখেছে একটা ডাইভারসন তৈরি করার জন্যে। এই ব্যাপারটা নিয়ে মন উসখুশ করছিলো বলে এতোক্ষণ মাইক কার্সির সাথে সেথের সম্পর্ক নিয়ে জেরা করছিলো ও। আসলে হ্যারী বুঝতে পেরেছে মাইক খুন করেনি সেথকে। তবে কেউ একজন চাইছে সন্দেহটা মাইকের দিকে থাকুক। এভাবে ঘটনাটা সাজিয়েছে চক্রান্তকারী।

একটা লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়তে চড়তে মাইকের দিকে তাকালো হ্যারী, 'শহরে গিয়ে আমার সাথে একটু দেখা করো। একটা ড্রিংক পাওনা রইলো তোমার।'

ট্রেইলটা ধরে নিচু ভূমির দিকে এগিয়ে গেলো হ্যারী। খুব সতর্ক চোখে প্রতিটি গাছপালা এবং চিহ্ন দেখতে দেখতে চললো ও। জংগলের সীমানা পেরিয়ে নিচে সমতলে সবুজ ঘাসে ঢাকা প্রান্তরে এসে দাঁড়ালো। কোন নতুন চিহ্ন বা ট্র্যাক চোখে পড়লো না হ্যারীর। কিছু উইলো গাছের গোড়া ঘেঁষে একটা স্রোতস্বিনী বয়ে চলেছে কুলুকুলু স্বরে। তার ডানে সারি সারি উইলো গাছের ছায়ার ফাঁকে মাইকের লগ হাউসটা চোখে পড়লো।

ঢাউস ঢাউস গাছের গুড়ি দিয়ে থামার ঘরগুলো বানিয়েছে মাইক। এছাড়া চারপাশের প্রকৃতি কেমন আদিম অনবদ্য। মনে হচ্ছে পাঁচশো বছর আগে যেমন ছিলো ঠিক তেমনিই রয়ে গেছে। কোন পরিবর্তন হয়নি। কেউ কোন জমি চাষ করেনি, ছোট্ট স্রোতস্বিনীটা ঠিক তেমনিই বয়ে চলেছে। ওটার গতিও পরিবর্তিত হয়নি। এখানকার জমির মালিক ছিলো ইণ্ডিয়ানরা। ইণ্ডিয়ানরা দেশটায় শুধু বাস করেছে কোন পরিবর্তন আনেনি বা প্রকৃতির স্বাভাবিকতায় হস্তক্ষেপ করেনি। তাদেরকে তাড়িয়ে পরে শ্বেতকায়রা জমির মালিক বনেছে। আধুনিক অস্ত্রের জোরে। কথাটা ভাবলো হ্যারী। স্বাধীনচেতা ইণ্ডিয়ানদের ও চেনে। আর যাই হোক অন্তত বেঈমানী জিনিসটা ওদের মাঝে দেখেনি ও। কথার মূল্য দিতে জানে ওরা।

ইতিমধ্যে দুপুর গড়িয়েছে। ঝক ঝকে হলুদ সূর্যটা পশ্চিমা আকাশে হেলে পড়েছে। তবে গরম রয়েছে এখনো। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের মতো গরম না পড়লেও সূর্যাস্ত পর্যন্ত উত্তাপের আমেজটা থেকে যাবে এখানে। গ্রীন রিভার কউন্টিতে কিছু দানবীয় গ্রানাইট পর্বত রয়েছে। গ্রীষ্মের মৌসুমে ও তুষারের মুকুট পরে পর্বতের চূড়াগুলোর মাথা উঁচু রাখে। বাতাস চূড়ার সেই বরফ থেকে ঠাণ্ডা আমেজ বয়ে এনে গরম আবহাওয়াটাকে সহণীয় এবং আরামদায়ক করে রাখে। তাই মধ্যরাতেও এই অঞ্চলে খোলা আকাশের নিচে রাত কাটানো যায়।

ঝরণাধারাটা বেয়ে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেল হ্যারী। মুড়ি

পাথরে ভরা অগভীর একটা অংশে গিয়ে ঘোড়াটাকে পানি খাওয়ালো। হাত বাড়িয়ে পাশের একটা ঝোপ থেকে পরিচিত এক ওষুধি গুল্মের একটা ডগা ছিঁড়ে নিয়ে মুখে পুরে চিবুতে লাগলো।

খুনটা নিয়েই চিন্তা করছে হ্যারী। খুন খারাবী এমনিতেই ঝামেলার কাজ। তার উপর এই খুনটার রহস্য জট পাকিয়ে আছে। কোন ক্লুই আপাতত খোঁজ পাওয়া যায়নি। এরকম পরিস্থিতিতে খুনীকে পাকড়াও করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

আবার ঘোড়ায় চাপলো হ্যারী। স্মিথ গল, মাইক কার্নিশ, হেনরি ফ্রন্টনেলের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়লো শেরিফ টমের কথা। টম গ্রান্ট। গ্রীন রিভার কাউন্টির শেরিফ।

পঞ্চাশোর্ধ বয়েস শেরিফ টম গ্রান্টের। ছ ফুট লম্বা দশাসই শরীর তার। সবসময় একটা অকুতোভয় ভাব বজায় রাখতে চেষ্টা করে। স্বাভাবিকভাবেই মার্শাল হ্যারীর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। তার এলাকায় কোন সরকারী ল'মেন এসে নাক গলাক তা মনে প্রাণে চায় না টম। ইয়ংসভিল শহরে আসার পর থেকেই ব্যাপারটা লক্ষ্য করছে হ্যারী। যা হওয়া উচিত ছিলো পারস্পারিক সহযোগীতা তা না হয়ে শেরিফের সাথে মার্শালের রেশারেশি সৃষ্টি হলো। কেন? কেউ জানে না। এটাই হয়তো মানুষের স্বভাব।

দুই

প্রথম দিকে একটা মরমন বসতি হিসেবেই গড়ে উঠেছিলো ইয়ং-সভিল। আসলে ওয়াইয়োমিং অংগরাজ্যের সীমারেখা যখন নির্ধারণ করা হচ্ছিলো গ্রীন রিভার কাউন্টি তখন শ্রেফ মরুভূমির একটা অংশ ছিলো মাত্র। বিশাল মরুভূমি হলো মরমনদের এলাকা। তাই কাউন্টির প্রথম দিকের সরকারী কর্মচারীরা ছিলো মরমন। রুক্ষ এবং দুর্দান্ত বলে একটা পরিচিতি আছে এই মরমনদেরকে। দুর্গম মরু প্রকৃতির সাথে এদের আবার আচরণও সম্মিলিতভাবে গড়ে উঠেছে। বিল হিকাম নামে এক মরমনের কথা এখনো অনেকের মনে পড়ে। বিল একবার তার এক গোপন কর্তার নির্দেশে এক লোককে হত্যা করেছিলো। একটা ব্লাংকেটে তার পাশেই শুয়েছিলো লোকটা। অতি সহজভাবেই ক্যাম্প কুঠারটা তুলে নেয় বিল। এবং নির্দ্বিধায় এক কোপ বসিয়ে খুলিটা দু'ফাঁক করে দেয় লোকটার। এবং কিছুই হয়নি এমনি ভংগিতে রক্তাক্ত কুঠারটা

একপাশে রেখে শুতে চলে যায়।

এখনো কিছু কিছু সেই কঠিন প্রকৃতির মরমন হয়ে গেছে। তাদের হাতে এখন পুরো ক্ষমতা নেই। তবে প্রাচীন মরমন স্মৃতির স্বাক্ষর হয়ে আছে স্বয়ং ইয়ংসভিল শহর। বিখ্যাত মরমন নেতা ব্রাইহাম ইয়ং এর নামানুসারে এই শহরের নাম রাখা হয় ইয়ংসভিল। এছাড়া দুটি মরমন চার্চ বিল্ডিংও শহরের শোভা বর্ধন করে আছে।

ছোট শহর হিশেবে মন্দ নয় ইয়ংসভিল। ইটের তৈরি ঘর বাড়ি আর গাছপালার ছায়াঘেরা সুন্দর পরিবেশ। শহরের উপর পাশে প্রাচীন ওক কাঠের গুড়ির তৈরি দুর্গ রয়েছে। মূল্যবান বলতে কিছু এখন আর অবশিষ্ট নেই দুর্গে। দরজা জানালার ফ্রেম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী উধাও হয়েছে অনেক আগে। স্থানীয় বিভিন্ন লোকের ঘর বাড়িতে শোভা পাচ্ছে এখন ওগুলো। এখন মূল দুর্গের কাঠের দেয়ালে পঁচন ধরেছে। কোথাও কোথাও ভেঙে পড়েছে ধ্বংসে। ভেতরে ইঁদুর আর চামচিকারা আস্তানা গেড়েছে।

এছাড়া শহরে রয়েছে একটা ব্যাংক, একটা সাদা রঙ করা কাঠের তৈরি হোটেল। প্রধান সেলুনটার নাম আইরন স্পাইক। এবং এই সেলুনের দরজার সোজাসুজিই ওপারে শেরিফের অফিস।

শহরের দক্ষিণ দিকে মার্শাল হার্টের অফিস। একেবারে কর্ণারে। সিটি ফাদারেরা অবশ্য মনে মনে এতে বেশ খুশি। টম আর হ্যারীর অফিস পরস্পরের কাজ থেকে দূরে দূরে হওয়াই ভালো

হয়েছে। ঘন ঘন দুজনকে পরস্পরের মুখোমুখি হতে হবে না।

হ্যারীর অফিসের পিছনেই একটা আস্তাবল। এবং অফিস বিল্ডিং এর সাথে লাগোয়া একটা ষ্টীল রডের তৈরি মোটা খাঁচা। এটা জেলখানা। শহরে এসে হ্যারী এটা নতুন সংযোজন করেছে। টম তো প্রথমে তীব্র প্রতিবাদে ফেঁটে পড়েছিলো। শহরে একটা জেলখানা থাকতে আর একটা সেলের কি দরকার। কিন্তু তার কথায় কান দেয়নি হ্যারী। সেই থেকে হ্যারীর প্রতি একটা চাপা অসন্তুষ টমের। তার ধারণা স্থানীয় ক্রীয়াকাণ্ডে শেরিফের ভূমিকাই মূল। মার্শাল এসে সেখানে নাক গলাবে কেন?

আসলেও হ্যারীর কোন মাথা ব্যথা ছিলো না স্থানীয় খুন খারাবী নিয়ে। ওসব শেরিফের এ খতিয়ানে। কিন্তু সেথের হত্যা-কাণ্ডটা ঘটনাচক্রে মার্শাল হ্যারীকে জড়িয়ে ফেলেছে দুটি মাত্র কারণে। প্রথমতঃ মাইক কানিশ যখন সেথের লাশ দেখতে পায় তখন শেরিফ টম গ্রাণ্টকে খবর দেয়নি, দিয়েছে মার্শাল হ্যারীকে। দ্বিতীয়তঃ সেথ সরকারী মহলে একজন পরিচিত লোক ছিলো। সে সরকারের নির্ধারিত ইণ্ডিয়ান কণ্টাক্টে গোসত সাপ্লাই দিতো। সেই জন্যে লোকটার মৃত্যুতে সরকার ও উদ্বিগ্ন অনুভব করছে। এবং শেরিফের উপর একাকী নির্ভর না করে খুনের তদন্তের ভার দিয়েছে মার্শালকেও।

নিজের অফিসের সামনে এসে ঘোড়া থামালো হ্যারী। কোরালে ওটাকে আটকে রেখে অফিস ঘরে ঢুকলো ও। জানালা-গুলো খুলে দিতেই ভ্যাপসা ভাবটা চলে গেলে। হ্যাটটা খুলে

টেবিলে রাখতে রাখতে হ্যারীর একটা কথাই শুধু মনে হলো সেথের খুনের রহস্য তাকেই উৎঘাটন করতে হবে। তার উপর ভরসা করেই ডেনভার থেকে সরাসরি তার উপর দায়িত্ব বর্তানো হয়েছে। তবে এটাও বুঝলো অনেক অপ্রীতিকর পরিস্থিতির ও মুখোমুখী হতে হবে তার। টমের তর্জন গর্জন এবং তার স্থানীয় সমর্থক দলের অসহোযৌতা এসব তো থাকবেই।

ডেস্কে বসে জরুরী একটা নোট লিখলো হ্যারী। তারপর উঠে দাঁড়ালো। গলাটা কেমন খুশ খুশ করছে ভিজিয়ে নেয়া দরকার। অফিস থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো ও। রাস্তাটার দুপাশে দেখে নিলো। রাস্তায় নেমে সেলুনের উদ্দেশ্যে হাঁটা দিলো।

হঠাৎ চোখে পড়লো মেয়েটাকে। রাস্তার ওপাশে হার্ড উইকের স্যাডলহাউসের সামনের একটা বেঞ্চিতে বসে আছে। স্যাডল হাউসের ঝুল সান শেডের ছায়া ঘিরে রেখেছে মেয়েটাকে। তারপরও স্পষ্ট অবয়ব দেখা যাচ্ছে তার। সোনালী চুলের ফ্রেমের মাঝখানে ধারালো একটা মুখ। সুন্দরী। পরণে কাউবয় পোষাক। পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে মাঝে মাঝে চোখ তুলে লোকজন চলাচল দেখছে। আর আপন মনে ছুরি দিয়ে বেঞ্চের কাঠ খোঁচাচ্ছে।

মেয়েটার ফর্সা লম্বা লম্বা আঙ্গুলগুলো চোখে পড়লো হ্যারীর। সুন্দর। কাউবয়দের ঢঙে একটা হ্যাট সে পড়েছে মাথায়। রাস্তার দিক বদলে মেয়েটার দিকে এগিয়ে গেলো হ্যারী। কৌতূহল মাথা

চাড়া দিয়ে উঠেছে ওর।

মেয়েটাকে সপ্তাহখানেক আগে থেকেই দেখা যাচ্ছে শহরে। এই শহরের কেউ জানেনা তার আসল পরিচয়। তবে হাবভাবে বেশ স্মার্টনেস দেখা গেছে তার। প্রয়োজন ছাড়া কারো সাথে তেমন কথা বলে না। সাথে সব সময় পিস্তল রাখে। দেখে বুঝা যায় বন্দুক চালাতে দক্ষ হবে এই মেয়ে। বয়স বেশী নয় মেয়েটার। দেখতে সুন্দরী বটে কিন্তু ওর চাহনীটা লোকজনের কাছে ভীতিকর মনে হয়। তাই ইচ্ছা থাকলেও যুবকেরা তেমন সাহস পায়নি এপর্যন্ত আগ বাড়াতে। সকলের মনে প্রচ্ছন্নভাবে একটা কৌতূহল সব সময় মেয়েটাকে ঘিরে বিরাজ করছে। এই ক'দিন প্রায় সময়েই ওকে দেখা গেছে চুপচাপ বসে বসে লোকজনের চলাফেরা দেখছে নয়তো সেলুনের এক কোণে বসে একাকী বিয়ার নিয়ে বসেছে। একদিন কেউকেই সাথী হবার আমন্ত্রণ জানায়নি। লোকজন এতে অবাক হয়েছে। মেয়েটাকে ঘিরে রহস্য ক্রমেই দানা বেঁধে উঠেছে। মতলবটা কি ওর?

মার্শাল হ্যারীও কম অবাক হয়নি। মেয়েটার ব্যাপারে শেরিফ টমের সাথে আলাপও হয়েছে তার। সেদিন সেলুনে মদের টেবিলে নতুন মেয়েটি সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলো হ্যারী।

গুরু গম্ভীর দশাসই টমের প্রতিক্রিয়া ছিলো নির্বিকার। 'বেশ্যা টেশ্যা হবে হয়তো,' বলেছিলো টম, 'মাগীগিরি ফলাতে এসেছে এই শহরে। ওর চিন্তা বাদ দাও তো হ্যারী। মেয়েটা নিশ্চয় পয়সাঅলা কাকে পাকড়াও করার তালে আছে। লোকজনকে

দেখছোনা কেমন নাক লাগিয়ে আছে। শালার মানুষ আজকাল মেয়ে দেখলেই বুঝি মাথা খারাপ হয় ওদের। মাগীটা আসার পর থেকে অনেকের রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখেছো?'

টমের কথাটায় মনে মনে হেসেছিলো হ্যারী। ও মেয়েটা সম্পর্কে এরপর আর কিছু জানতে চায়নি টমের কাছে।

হ্যারীর লম্বা ছায়াটা মেয়েটার মুখের উপর পড়তেই মুখ তুলে চাইলো সে। হাতের আঙুলগুলো নেমে গেলো। পলক পড়লো চোখে। মার্শালকে নিশ্চয় চিনতে পেরেছে ও। এতোদিন হয়ে গেলো ও এই শহরে এসেছে। পরিচয় না হলেও মানুষের কথা-বার্তা শুনেও একটা মানুষের পরিচয় প্রকাশ হতে এতোদিন লাগে না। যদি হ্যারীর বুক পকেটে আটকানো মার্শালের ব্যাজটা চোখে না ও পড়ে তবুও তো একটা শহরের মার্শালকে আন্দাজ করে নেয়া যায়।

হ্যারীর ব্যাজটার দিকে চোখ ঘুরিয়ে একবার তাকালো মেয়েটা। তারপর সরাসরি প্রশ্নবোধক দৃষ্টি তুলে চাইলো হ্যারীর দিকে।

কাছ থেকে মেয়েটাকে যথেষ্ট সুন্দরীই মনে হলো হ্যারীর। হ্যাটের পাশ দিয়ে সোনালী চুলগুলো বেরিয়ে আছে। কোমরের গান বেল্টটা মজবুত করে বাঁধা। পরনের প্যান্টটা একটু নোংরা হয়ে আছে। পুরোদস্তুর একটা জাঁদরেল কাউবয় বলেই মনে হচ্ছে মেয়েটাকে।

'এই যে মিস,' মেয়েটার দিকে চেয়ে হাসলো হ্যারী, 'একটু

বসতে পারি ? কিছু মনে করবে নাতো ?'

চট করে দৃষ্টিটা নামিয়ে নিলো মেয়েটা। বললো, 'বসতে পারবে না কেনো ? এই বেঞ্চটা তো আর আমার নিজের সম্পত্তি নয়।'

বসলো হ্যারী। মেয়েটার পাশে বেঞ্চের উপর চোখ গেলো। বেশ নিখুঁতভাবে একটা উইনচেস্টারের ছবি এঁকেছে সে কাঠের বুকে। ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে।

'দারুণ তো,' ছবিটার দিকে চেয়ে বললো হ্যারী। 'তুমি তো বেশ আঁকতে পারো দেখছি।'

'তাই নাকি ?' আর একবার চোখ তুলে চাইলো মেয়েটা। ছোট ছুরিটা ভাঁজ করে পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো। হ্যাটের ফাঁক দিয়ে এক গোছা চুল কপালের উপর এসে পড়েছে।

মেয়েটার মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ঠিক যেনো বর্ণনা করা যায় না। মেয়ে হলেও চেহারায় একটা অকুতোভয় ভাব। ঠিক যেনো মেয়েলী লাজুকতাটা নেই। আছে দৃঢ়তা। হাতগুলোও দেখতে বেশ মজবুত এবং শক্তিশালী মনে হয়। বয়স তেমন বেশি হবে না। বড়জোর বিশ বা বাইশ। লম্বা চওড়া ও কম নয়। হ্যারীর চেয়ে দু'এক ইঞ্চি কম হবে মাত্র। মেয়েদের মাপে বেশ লম্বাই বলা যায়।

হ্যারী মনে মনে ভাবছে এই মেয়ে কাউবয় হলো কেনো ? দেখেই বুঝা যাচ্ছে ঝড় ঝাপটার সাথে সহবাস এই মেয়ের। আকর্ষণীয় রহস্যের গন্ধ পাচ্ছে ও।

চট করে রাস্তার উত্তর দিকটা দেখে নিলো হ্যারী। কোন লোকজনই চোখে পড়লো না। একটা গাড়ী বা ঘোড়াও না। একেবারে ফাঁকা। মাইক কার্ণিসের ওয়াগনের কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। ও পথেই তো সেথ গলের লাশ নিয়ে আসার কথা মাইকের।

সেলুনের দিকে চোখ গেলো হ্যারীর। অলস বাউণ্ডুলেগুলো সানশেডের ছায়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্পে মেতে আছে। বেশির ভাগ রাউডার। কাছাকাছি কোথাও থেকে এসেছে। এরা আসে তামাক কিনতে কিংবা অন্য কোন রসদ পত্র কিনতে। সে সুযোগে বন্দুকবাজদের সাথে দেখা আর মদ খাওয়াটাও হয়ে যায়।

'কিছু বলবে নাকি মার্শাল?' অবশেষে জানতে চাইলো সেই মেয়েটা।

তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফিরিয়ে চাইলো মার্শাল, হাসলো, 'না তেমন কিছু না। জাস্ট কৌতূহল। ভাবলাম তোমার সাথে একটু পরিচয় হওয়া দরকার। নাম কি, কোথা থেকে এলে, কি করো—এই আর কি। ল'মেন হিসেবে সাধারণত সবাই যা করে।'

'আমি ট্রেসী। ট্রেসী ওয়াটসন।' শান্ত কণ্ঠে বললো মেয়েটা, 'এখানে বসেছি, কারণ জায়গাটা ঠাণ্ডা এবং আরামদায়ক।'

মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিলো হ্যারী, 'নিশ্চয়। এবং বেশ যুতসই জায়গা।' উদ্দেশ্যমূলকভাবে হাসলো সে, 'এখান থেকে পুরো শহরটায় চোখ বুলানো যায়। কে কোথা থেকে আসছে, যাচ্ছে। কি বলো, ঠিক না?'

তারপর হঠাৎ উত্তরের অপেক্ষা না করেই পা সোজা করে উঠে দাঁড়ালো হ্যারী। দৃষ্টিটা ওর ফিরে গেছে সেলুনের দিকে।

'আবার দেখা হবে ট্রেসী, এখন চলি।' ব্যস্ত হয়ে পা বাড়ালো ও সেলুনের দিকে। টমকে সেলুনে ঢুকতে দেখেছে ও।

হঠাৎ এভাবে মার্শালকে চলে যেতে দেখে ট্রেসী বেশ অবাক হলো। একটা তীর্যক দৃষ্টি হেনে অগ্রসরমান মার্শাল হ্যারীকে পর্যবেক্ষণ করলো। দ্রুত পায়ে ধূলো উঠা রাস্তাটা পেরিয়ে সেলুনে অদৃশ্য হলো মার্শাল। হালকা মৃদু একটা ক্রুর হাসি ধীরে ধীরে ফুটে উঠলো ট্রেসীর ঠোঁটে।

উঠে দাঁড়ালো ট্রেসী। হাতের ঘড়িটায় চট্ করে একবার সময়টা দেখে নিলো। তারপর হেঁটে এগিয়ে গেলো গোলাবাড়ীর দিকে। একটা ঘরে ঢুকে অদৃশ্য হলো ও।

বারে ঢুকেই দেখলো হ্যারী, কয়েকজনের সাথে গল্পগুজবে মেতে উঠেছে টন গ্রাণ্ট। বারটেণ্ডারের দিকে ঘাড় বাঁকালো হ্যারী, 'আইসক্রীম আর এক পেগ ভালো কিছু।'

হ্যারীর কণ্ঠে ঘাড় ঘুরিয়ে চাইলো টম। তার বিশাল ঝুলানো কপালটা একটু কুঁচকে গেলো। শ্লেট পাথরের মতো ধূসর চোখ দুটো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানলো। মার্শালকে উদ্দেশ্যে করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো টম। কিন্তু হ্যারীর হাবভাব দেখে আর সাহস হলো না। ফিরে আবার বন্ধুদের সাথে আলাপে মশগুল হয়ে উঠলো। ওদের একজন কি একটা মন্তব্যে করায় মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো টম। মদের গ্লাসটা তুলে চুমুক দিলো।

টমের টেবিলের থেকে কিছুটা দূরে একটা খালি টেবিলে বসলো হ্যারী। বয় এসে তার আইসক্রীম আর হুইস্কি সার্ভ করে গেলো।

চামচ দিয়ে আইসক্রীম মুখে তুলতে তুলতে আবার চিন্তাটা উদয় হলো তার মনে। কারা সেথ গলের শত্রু হতে পারে? কে এই ধূর্ত শেয়াল যে নিপুণ কৌশলে হত্যাকাণ্ডের সন্দেহটা মাইক কার্ণিসের দিয়ে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে? আড়চোখে একবার টম গ্রান্টের দিকে চেয়ে দেখলো। ওর সাথে এই ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করা দরকার। সে তো এখানকার শেরিফ।

'হেই মার্শাল,' দশফিট দূর থেকে স্থূলকায় টমের গলা গর্জনের মতো শোনালো, 'কিছু একটা হয়েছে মনে হচ্ছে? এনিথিং রং?'

এমনিতেই হ্যারীর ধীর প্রতিক্রিয়া ঘটে। তার উপর বুড়ো টমের মুডী কথাবার্তা ওর পছন্দ নয়। বিশেষ করে টম যখন মদ খায় তখন তার কোন কথায় গুরুত্ব দেয়না হ্যারী। এবার ও তার কোন ব্যতিক্রম হলো না। শুধু ঘাড় ঘুরিয়ে টমের দিকে একটা ধারালো দৃষ্টি হানলো। কিছুই বললো না।

'বিড়াল তার জিভের স্বাদ পেয়েছে,' চাপা হাসি হেসে মন্তব্য করলো টমের সাথে বসা ধূর্ত চেহারার উশৃংখল বেশধারী এক কাউবয়।

মদের গ্লাসে চুমুক বসাচ্ছিলো হ্যারী। থেমে গেল সে। ধীরে ধীরে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো লোকটাকে। মাপলো দৃষ্টি দিয়ে। তার

পর বললো, 'এই যে মিস্টার, ঐ কথাটা আর একটু বলবে নাকি?'

অবাক হয়ে কাউবয়টা ঘুরে তাকালো। শেরীফও একটু অবাক হলো যেন। কিন্তু ইতর লোকটা ভয় পেলো। মুহূর্তেই তার ধূর্ত চেহারাটা মিইয়ে এলো।

'না মার্শাল, এই একটু জোক করছিলাম।' বিড় বিড় করে বললো লোকটা। দ্রুত চেহারাটা ঘুরিয়ে নিলো ও। তারপর নিজের হাতে ধরা শূন্য গ্লাসটার দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো।

হ্যারীর রোদে পোড়া মসৃণ মুখটার দিকে চেয়ে মনে মনে ভীত হয়ে উঠলো টম। হ্যারীর চেহারায় প্রচণ্ড এক ঝড়ের পূর্বাভাষ ছায়া ফেলেছে। হ্যারীকে অনেকদিন থেকেই চেনে ও। তার সাথে কত সময় কত হাসি ঠাট্টা করেছে। কোনদিন রাগ দেখায়নি হ্যারী। অনেক সময় সেলুন ভর্তি লোকজনের সামনে ইচ্ছে করে অপমানকর উক্তিও করেছে দু'একটা। কিন্তু আশ্চর্য দক্ষতার সাথে এড়িয়ে গেছে সবকিছু হ্যারী। হাসি মুখে পরিস্থিতিকে সামলে নিয়েছে। তাই বলে টম মনে করে না যে মার্শাল হ্যারী একটা কাপুরুষ। বরং মনে মনে হ্যারীর ব্যক্তিত্বকে ভয় পায় ও। এমন কিছু কিছু লোক আছে পৃথিবীতে যারা একেবারে সাধাসিধে চেহারার আড়ালে প্রচণ্ড শক্তিমত্তাকে লুকিয়ে রাখতে পারে। অন্তত হ্যারী তেমন একজন লোক। এই ধরণের লোক একবার যখন বিস্ফোরিত হয় তখন সব কিছু তছনছ করে দেয়।

অবস্থাটা টের পেয়ে চট করে পরিস্থিতি আয়ত্বে আনতে সচেষ্ট

হলো টম।

'বাদ দাও ওসব হ্যারী,' হ্যারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো টম, 'ও জাস্ট তামাশা করছিলো আমার সাথে। ও নিয়ে মাথা গরম করো না তো।'

সেলুনের অন্যান্য সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো ওদিকে। অনেকেই আশা করছে উত্তেজনাকর কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। যা সাধারণত এইসব সেলুনে হয়। কয়েকজোড়া চোখ রুদ্ধশ্বাসে হ্যারীর উপর নিবদ্ধ। তার প্রতিক্রিয়া কি হয় দেখার জন্যে অপেক্ষা করছে। কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে। অনেক সেলুন ছেড়ে চলে যাবার জন্যে উসখুশ করছে। এই ধরণের পরিস্থিতিতে যে কোন দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

একসময় হ্যারী তার দৃষ্টিটা কাউবয়টার উপর থেকে ফিরিয়ে নিলো। নিজের আধখাওয়া মদের গ্লাসটা তুলে নিলো। তারপর শব্দ করে সবটুকু মদ গলায় ডেলে দিয়ে ঠক করে টেবিলের উপর রেখে দিলো গ্লাসটা।

সেলুনের সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। যাক বাঁচা গেল। অনেকেই চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ফেললো। ঠিক এমনি সময়েই বাইরে কার জোর গলার চিৎকার শোনা গেলো। কাকে যেন কেউ ডাকছে। মুহূর্তেই ঘরের মধ্যে আবার পিন পতন নিস্তব্ধতা নেমে এলো।

ব্যাপার কি দেখার জন্যে কয়েকজন দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো। অনেকে দরজার সামনে ভীড় করে উঁকি দিয়ে বাইরে দেখার

চেষ্টা করছে ব্যাপারটা কি? একজনকে শার্টের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসতে দেখা গেলো। দরজার ভীড় ঠেলে সেলুনের ভেতরে ঢুকলো সে। মাইক কাণিস।

ঢুকেই ভেতরে টম আর হ্যারীকে দেখতে পেলো মাইক। টমের দিক থেকে চোখ সরিয়ে সোজা এগিয়ে গেলো ও মার্শাল হ্যারীর দিকে।

'মাইক,' মাইকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করলো শেরিফ টম, 'বাইরে চেঁচানি শুনলাম। তুমি নাকি?'

বারের পাশে হ্যারীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো মাইক। কোন কিছু না বলে যাবার সময় টমের উদ্দেশ্যে শুধু হ্যাঁ সূচক মাথাটা নাড়লো। তারপর বারটেণ্ডারকে ইশারা করে মদের অর্ডার দিলো। টমের সাথে কথা বলার বা তার প্রতি কোনরূপ আগ্রহ দেখাবারও চেষ্টা করলো না।

হ্যারী ঘুরলো টমের উদ্দেশ্যে, 'ও নয় টম। বাইরে গিয়ে ওয়াগনটায় চোখ বুলাও। তারপর বুঝতে পারবে কে, কেন, চেঁচিয়েছে।'

ঝট করে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো শেরিফ। সাথে সাথে তার সাথে বসা লোকজনও। একযোগে সবাই দরজা পথে বাইরে তাকাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু টমের আগেই অন্যরা বাইরে বেরিয়ে এলো ব্যাপার কি তদন্তের জন্যে। সবার শেষে সেলুন থেকে বেরুলো শেরিফ টম গ্রাণ্ট।

ড্রিংক আসতেই এক চুমুকে ওটা শেষ করলো মাইক। তারপর

রি-ফিলের জন্যে আবার বাড়িয়ে ধরলো গ্লাস।

'মার্শাল,' বারটেণ্ডারের দিক থেকে চোখ না সরিয়েই হ্যারীকে উদ্দেশ্যে করে বললো মাইক, 'টমের অবস্থাটা কেমন হবে বলতে পারো? ওয়াগনে করে কি বয়ে এনেছি আমি, আর তা যদি দেখে টম, পাছায় ছাল উঠা ভাল্লুকের মতো লাফাতে লাফাতে আসবে এক্ষুনি। শুরু করবে তর্জন গর্জন।'

ওয়ালেট থেকে মানিব্যাগটা বের করলো হ্যারী। গুণে গুণে বিলটা মিটিয়ে দিলো বারটেণ্ডারকে। তারপর পিছন ফিরে হেলান দিলো বারের টেবিলে। দুই কনুয়ে ঠেস দিলো। ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে। মাইক যা বলেছে ঠিকই বলেছে। পাহাড়ী গ্রিজলী ভাল্লুকের মতো ছুটে আসবে এখুনি টম। এমনিতে মাইকের অপমানটা বদহজম হয়ে আছে ওর ভেতরে। মাইক সেলুনে ঢুকে শেরিফ টমকে পাত্তা না দিয়ে সোজা মার্শাল হ্যারীর কাছে ছুটে গেছে। অথচ গ্রীন রিভার কাউন্টির নির্বাচিত শেরিফ টম গ্রাণ্টের কাছেই প্রথম যাওয়া উচিত ছিলো মাইক কার্পিসের।

ঘাড় ঘুরিয়ে মাইকের দিকে চাইলো হ্যারী, 'দুশ্চিন্তা করো না, তুমি ঠিক কাজই করেছো।'

'হুঁহ,' বললো মাইক, 'তুমি আর আমি হয়তো ঠিক মনে করেছি। কিন্তু টম গ্রাণ্ট কি তাই মনে করবে?'

বাইরে উচ্চস্বরে বুড়ো টমের তর্জন গর্জন শোনা গেলো। জনতার কলকাকলী ছাপিয়ে ওর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো ওদের কানে।

'চুপচাপ শুধু দেখে যাও মাইক,' তেমনি দরজার বাইরে

দৃষ্টি হ্যারীর, 'মনে রেখো তুমি শুধু মৃতদেহটা আবিষ্কার করেছো। বাকী সবকিছু আমার উপর ছেড়ে দাও। কি ভাবে কি করতে হবে আমার ভালোই জানা আছে।'

দুজনের আর কেউ কোন কথা বললো না। চুপচাপ যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলো। সেলুনে ওরাই শুধু একা রয়েছে। আর বাকি সবাই বাইরে ছুটেছে কৌতূহল মেটাতে।

বেশ শান্তশিষ্ট ভাবেই ফিরলো টম। দৃঢ় পায়ে সেলুনে এসে ঢুকলো। দেখলো মাইক মদের গ্লাস নিয়ে ব্যস্ত। তার দিকে একটা তীব্র দৃষ্টি হেনে বারের টেবিলে জোরে একটা চাপড় মেরে ড্রিংকের অর্ডার দিলো। তারপর মাইকের মাথার উপর দিয়ে মার্শাল হ্যারীর দিকে তাকালো।

হ্যারী ভেবেছিলো বোমার মত ফেঁটে পড়বে শেরিফ। কিন্তু তা করলো না দেখে মনে মনে একটু অবাক হলো।

'এবার আমরা আলোচনায় আসতে পারি,' দৃঢ় শোনালো টমের কণ্ঠ, 'সেথকে মারলো কে? কোথায়? এবং কেন?'

স্পষ্ট বুঝতে পারলো হ্যারী জোর করে নিজেকে সংযত রাখছে শেরিফ। যা তার স্বভাবের সাথে খাপ খাচ্ছে না। যা জানে খুব সংক্ষেপে টমের প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিলো ও। আসলেও ও যা জানে তা অতি সামান্যই।

টমের বন্ধু বান্ধবরা ফিরে আসতে শুরু করলো। একটা শক পেয়েছে ওরা। চেহারা সুরত কেমন যেনো গম্ভীর থমথমে। টমের কাছাকাছি থাকলোনা ওরা। বারের এদিক সেদিকে ছড়িয়ে

পড়লো।

হ্যারীর সাথে সেথ হত্যার ব্যাপারে আলাপ শেষ করে মাইকের দিকে ফিরলো টম। তীব্র ভ্রুকুটি হেনে ওর দিকে তাকালো। তেমনি নির্বিকারভাবে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে মাইক কার্ণিস।

'মাইক,' ঘড় ঘড় করে উঠলো টমের গলা, 'এখন বলো প্রথমে আমার কাছে এলে না কেন তুমি? তুমি নিশ্চয় জানো এটা আমার কাউন্টি? আমি এখানকার নির্বাচিত অফিসার। ইউ এস মার্শালের কোন দরকার আছে কি লোকাল ব্যাপারে নাক গলানোর? আমি রয়েছি কি এখানে ঘোড়ার ঘাস কাটতে?'

ধীরে সুস্থে নিজের গ্লাসটা শেষ করলো মাইক। একপাশে রেখে দিলো গ্লাসটা। তারপর বেশ শান্ত স্বরে বললো, 'টম, আমি ভালো করেই জানি তুমিই এখানকার শরীফ। কিন্তু কেনো যেনো আমার প্রথমে মার্শালের কথাই মনে হলো। মার্শাল উপস্থিত থাকতে তার কাছে না যেয়ে পারলাম না। প্রতি দিনতো আর আমি মরা আবিষ্কার করি না। এবং আমি চাই.....'

'অতো ব্যাখ্যার দরকার কি।' মাঝথেকে মাইককে থামিয়ে দিলো হ্যারী, 'টম, ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করো। কে মৃত-দেহ আবিষ্কার করলো সেটা বড়ো কথা নয়। এখন সেথ গলের মৃত্যুটা নিয়েই ভাবা দরকার। তোমার কাছে প্রথমে যাওয়া না যাওয়া নিয়ে মাথা ঘামানোটা উচিত নয় তোমার। ওটা একটা

ছেলে মানুষি।'

'ওহ,' নাক দিয়ে জোরে একটা শব্দ করলো টম, 'নিশ্চয় নিশ্চয়।' সরাসরি তাকালো হ্যারীর দিকে, 'তা তোমার এতো কিসের ইন্টারেষ্ট মার্শাল? সেথ গল তো ফেডারেল গভর্ণমেন্টের মাথা ব্যথা নয়। সে তো কোন সরকারী হোমরা চোমরাও নয়। তাহলে তার মৃত্যু নিয়ে তোমার এতো মাথা ব্যথা কিসের?'

'অবশ্যই মাথা ব্যথা আছে টম। সেথ একবার আমাকে বলেছিলো সরকারের সাথে একটা বিষয়ের কন্ট্রাকট আছে ওর। সেক্ষেত্রে সেথ সরকারের ইন্টারেষ্ট।'

'ভালো, তাতে কি হয়েছে?'

'সঠিক কিছু আমি এখনো জানিনা। সম্ভবত ওই ব্যাপারের সাথে এই হত্যাকাণ্ডের কোন সম্পর্কই নেই তাই বলেতো আর হাল ছেড়ে দিতে পারিনা আমি। যতোক্ষণ পর্যন্ত এই রহস্যের সমাধান না হচ্ছে ততক্ষণ আমিও তদন্ত চালিয়ে যাবো।'

নিজের গ্লাসটা তুলে একটা চুমুক দিলো শেরিফ টম। তার পর ঘেউ করে উঠলো, 'তোমার তদন্ত! ফুঃ, তুমি কি তদন্ত করবে আমার জানা আছে মার্শাল। সেই জংগলে জংগলে ঘুরবে আর ট্রেইলে পদচিহ্ন খুঁজে বেড়াবে।' আর এক চুমুকে গ্লাসের মদটুকু শেষ করে ঠক করে রেখে দিলো টেবিলে, 'আমিই খুঁজে বের করবো কে খুন করেছে সেথ গলকে। এবং তখন তোমাকে জানাবো আমি।'

'মাইক যেখানে গলকে পেয়েছে ওখানে আসলে খুন হয়নি

সেথ গল?' শান্ত কণ্ঠে বললো মার্শাল হ্যারী।

টম আর মাইক এক সাথেই চোখ ঘুরিয়ে তাকালো হ্যারীর দিকে মাইকের চোখে স্পষ্ট বিস্ময়।

'হ্যাঁ,' মাথা নাড়লো হ্যারী, 'একটু ভালো করে মাথা খেলালেই ব্যাপারটা বুঝা যায়। সেথকে পেছন থেকেই গুলি করা হয়েছে। তার পিছনে শার্টে এবং ফতুয়ায় রক্ত লেগে আছে। অথচ যে জায়গায় ও পড়েছিলো ওখানে কোন রক্তের চিহ্ন ও নেই। আর একই বিষয় টম। তুমি গেলেই দেখতে পাবে। যেই সেথ গলের লাশটা মাইকের এলাকায় এনে রাখুক সে ট্রেইলটা ব্যবহার করেনি।'

'বুঝলাম খুনীরা সেই ট্রেইল ব্যবহার করেনি,' শেরিফের কণ্ঠে বিদ্বেষ, 'তুমি হলেও নিশ্চয় তাই করতে। করতে না?'

'তুমি যেভাবে বুঝছো খুনী ঠিক তাই করেনি। সে যেমন চেয়েছে কেউ যেন তাকে না দেখে ঠিক তেমনই এটাও চেয়েছে তার ট্র্যাক যেন কেউ টের না পায়। নিদেন পক্ষে তোমার মতো একজন বুড়ো ট্রেকার হয়তো লোকটার ট্র্যাক পেলেও পেতে পারো সেই বনের ভেতরে। একাজ করার সময় তোমার নজরে পড়বে এক সেট ট্র্যাক কার্পিসের দিকে গেছে এবং আর একটা ট্র্যাক ওখান থেকে এসেছে। এগুলোই খুনীর ট্র্যাক।'

'তুমি বলতে চাইছো সেই পূর্বদিকের বনের কথা?' অবাক হলো টম গ্রান্ট। চোখ দুটো তার সংকুচিত হলো।

শ্রাগ করলো হ্যারী, 'আমি তাই অনুমান করছি। তবে

আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো খুনী নিজের এলাকাতেই সেখকে খুন করেছে সম্ভবত এবং সেথের এলাকা হলো মাইকের পূর্বে।'

মাথাটা নিচু করলো মাইক। এক মুহূর্তের মধ্যে একটু দৃষ্টিপাত করলো নিজের হাতে ধরা খালি গ্লাসে। তারপর আবার তুললো মাথা। হ্যারীর কথার সায় জানালো উপর নিচে মাথা দুলিয়ে।

জ্বলজ্বলে চোখে মাইকের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলো টম। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলো না। আবার হ্যারীর দিকে ফিরলো।

'আর কিছু জানা আছে নাকি তোমার?' বললো টম, 'আততায়ীটা কে অনুমান করতে পারো?'

বিরক্ত হলো হ্যারী। ও যা জানে তাতো বলেছেই আবার এই প্রশ্নের কোন মানে হয়না। এই শেরিফ লোকটার মাথাটা একটু মোটা। মনে মনে ভাবলো ও।

'অনুমান করতে পারলে তো এতোক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে তোমার সাথে বকবক করতাম না,' বললো হ্যারী, 'সোজা গিয়ে ধরে নিয়ে আসতাম।

কান খাড়া করে বারম্যান কাছে এগিয়ে আসছিলো। টমের ভ্রু কুটি খেয়ে আবার নিজের জায়গায় ফিরে গেলো।

হ্যারীর দিক থেকে চোখ সরিয়ে বারের দিকে ফিরলো টমের বিশাল ধড়টা। ডেস্কের উপর বিশাল আঙুলগুলো দিয়ে তাল ঠুকতে লাগলো। আড়চোখে আর একবার হ্যারীর দিকে চাইলো।

তাকেই উদ্দেশ্য করে বললো, 'তুমি যদি কিছু করতেই চাও তাহলে সেথের কোন আত্মীয়কে চিঠি লিখে জানাও।'

'আমি তো তাদের চিনি না,' সেলুন থেকে বেরিয়ে যেতে প্রস্তুত হ্যারী, 'তুমি চেনো নাকি?'

'অবশ্যই। আমি না চিনলে আর চিনবে কে? একজন ল' মেনের কাজই হলো চেনা, জানা।'

'তাহলে এর ভার তুমিই নাও শেরিফ,' ঘুরে দাঁড়ালো হ্যারী, 'ভালো করে চিনে রাখো।' গটগট করে হেঁটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো ও। বাইরে রাস্তায় নেমে এদিক ওদিক একবার দেখে নিলো। মাইকের ওয়াগনটা ঘিরে বিশ পঁচিশ জন লোক জটলা পাকিয়েছে। ওয়াগনে রাখা সেথ গলের লাশটা দেখছে ওরা। এবং নানান ধরনের মন্তব্য পাল্টা মন্তব্য শোনা যাচ্ছে ওদের তরফ থেকে।

ওয়াগনটার পাশ কেটে এগিয়ে গেলো মার্শাল হ্যারী। বিকেল গড়িয়ে গেছে। রাস্তার পূর্ব পাশের কয়েকটা বাড়ীর দেয়াল সোনালী আলোর ছটা লেগে ঝিক মিক করছে। তাকে দেখে ওয়াগনের পাশের লোকগুলোর মাঝে একটা গুঞ্জন উঠলো। তার দিকে অনেকে ফিরে চাইলো। হ্যারী কিন্তু থামলো না। তার অফিস মুখে এগিয়ে গেলো ও। লক্ষ করলো হার্ড উইকের সামনে বসা সেই মেয়েটি নেই। নাম যেনো কি বলেছিলো? ও হ্যাঁ, ট্রেসী। ট্রেসী ওয়াটসন। মনে পড়লো হ্যারীর। মেয়েটা একটা রহস্য। সেথ গলের খুনের সাথে ট্রেসীর কোন সম্পর্ক নেই

তো।

একটু পরেই সেলুন থেকে বেরিয়ে এলো মাইক কার্পিস। সোজা ওয়াগনের কাছে এলো। জনতা দূরে সরে দাঁড়ালো। কারো সাথে কোন কথা না বলে লাগাম টেনে ঘোড়া ছুটালো ও।

প্রথমে তাকে যেতে হবে ডক ফার্ণ ওয়ার্থের লাশ খানায়। ওখানে সেথের লাশটাকে একটু সুগন্ধি টুগন্ধি মাখিয়ে নিতে হবে। তারপর কিছু চিনি, ময়দা এবং কফি কিনে রওয়ানা দেবে সেথের র‍্যাঞ্চের উদ্দেশ্য। লাশটা রেখে এসে নিজের র‍্যাঞ্চে ফিরতে হবে। মোট কথা অনেক কাজ।

হ্যারী যখন তার অফিস ঘরে পা রাখছিলো তখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো মাইকের ওয়াগন। ফিরে চাইলো হ্যারী। কিন্তু মাইকের সাথে কথা বলার চেষ্টা করলো না। সে জানে সেথের লাশ ঠিক ভাবেই পৌঁছে দেবে মাইক। রাস্তা দিয়ে অনেক রাই ডারকে ঘোড়া নিয়ে আসতে এবং যেতে দেখা যাচ্ছে। অনেক পথচারী রাস্তার এপার ওপার হচ্ছে। হঠাৎ একটা দৃশ্যে চোখ আটকে গেল হ্যারীর।

মাইকের ওয়াগনের আড়াল থেকে হঠাৎ একটা অশ্বারোহীকে উদয় হতে দেখা গেলো। লম্বা পা-অলা বেশ চমৎকার একটা বে গিল্ডিংয়ে চড়ে এলো ও। ওয়াগনের পাশে পাশে কিছু দূর এগিয়ে গেলো এবং যাবার সময় ওয়াগনে সেথের লাশটা বার-বার লক্ষ্য করতে লাগলো। দেখেই চিনতে পারলো হ্যারী অশ্বা-

রোহীকে। ট্রেসী!

ভালো করে খেয়ালি করলো হ্যারী। সেথের লাশ দেখেও তেমন কোন অভিব্যক্তি ধরা পড়ছে না ট্রেসীর চেহারায়। তেমনি ঘোড়া নিয়ে ওয়াগনের পাশে পাশে এগিয়ে গেলো। মাইক কিন্তু অতোসব খেয়াল করছে না। সে একটা বাঁকে এসে ওয়াগন ঘুরালো। সাথে সাথে এক পাশে সরে এসে ঘোড়া থামাতে বাধ্য হলো ট্রেসী। এবং কোন কারণে হয়তো বা শিকারীদের স্বভাবজাত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের নির্দেশে ফিরে চাইলো ট্রেসী।

হ্যারীর চোখে চোখ পড়লো ট্রেসীর। এক দৃষ্টে চেয়ে থেকে ঘোড়ার পিঠে অনড় বসে রইলো মেয়েটা—একটু ক্ষণের জন্যে। তারপর আচমকা ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে গোলা বাড়ীগুলোর দিকে ছুটিয়ে দিলো। একটু পরেই অদৃশ্য হলো ট্রেসী আর তার ঘোড়া।

নিজের অফিসের খোলা দরজার সামনে এক পা ভেতরে ও এক পা বাইরে রেখে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে হ্যারী। অপলক চোখে ট্রেসীর অপসৃয়মাণ অবয়বটা লক্ষ্য করলো। ট্রেসী চোখের আড়াল হতেই ঘুরলো। নিজের অফিসে ঢুকলো। দরজাটা আর বন্ধ করলো না। খোলাই রেখে দিলো। বাইরে অসহ্য গরম। একটু বাতাস ঢুকুক। নইলে এই গরমে ভ্যাপসা ভাবটা গোরপাক খাবে ঘরের ভেতর।

মাথা থেকে হ্যাটটা খুলে চুলে আঙুল চালালো হ্যারী। কেমন যেনো ক্লান্ত মনে হচ্ছে নিজেকে। ট্রেসী ওয়াটসনের চিন্তাটা ঘুর-

পাক খাচ্ছে মাথার ভেতর। এখন সন্দেহটা আরো গাঢ় হতে শুরু করেছে। সেথ গলের খুনের সাথে মেয়েটা কোন না কোনভাবে নিশ্চয় জড়িত। ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে হ্যারীর মনটা খুশী হয়ে উঠলো। রহস্য তার ঘোমটা খুলতে শুরু করেছে। তবে তার এই সন্দেহের ব্যাপারটা কাউকেই বলবে না বলে ঠিক করলো মার্শাল। ও দেখতে চায় কার দৌড় কতদূর।

ঘুরে চেয়ারের দিকে এগুতে যাবে হ্যারী এমন সময় কার যেন গলা শোনা গেলো, 'হেই মার্শাল!'

দরজা দিয়ে ভেতরে এসে ঢুকলো মাইক।

প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তু'চোখ তুলে চাইলো হ্যারী। মাইককে দেখে অবাক হলো ও।

'ডাক্তার মিয়াকে পেলাম না,' বললো মাইক, 'কোথায় কোন এক মহিলার বাচ্চা হবে সেখানে গেছে। বললো আমাকে ডাক্তারের বউ। তার লাশখানা তো তালা মারা। বউ জানে না চাবিটা কোথায় রাখে ডাক্তার। তবে বললো তোমার কাছে নাকি একটা চাবি আছে লাশ খানার?'

সত্যিই হ্যারীর কাছে একটা চাবি ছিলো। পকেট হাতড়াতেই বেরিয়ে এলো চাবিটা। চাবিটা মাইকের দিকে বাড়িয়ে দিলো।

চাবিটা হাতে নিয়ে একবার চোখ বুলালো। তারপর পকেটে ভরতে ভরতে হ্যারীর দিকে তাকালো, 'একটা ব্যাপারে আমার মনে খটকা লেগে গেছে মার্শাল। ঠিক বুঝতে পারছি না।

আচ্ছা ওয়াগনে সেথের লাশ নিয়ে টাউনে আসার পর তার পয়েন্ট ফরটি ফাইভটা কি তুমি নিয়ে নিয়েছো ?'

মাথা নাড়লো হ্যারী, 'কই, আমি তো সেথের সাথে কোন পিস্তল বা বন্দুক দেখিনি ?'

'হুঁম !' গম্ভীর হয়ে গেলো মাইক। কি যেন ভাবলো। তারপর বললো আবার, 'আচ্ছা মার্শাল, তুমি সেথকে কতটুকু জানো বলো তো আমাকে ?'

'কেনো ? ও প্রশ্ন কেন করছো ?'

'দেখো, আমি অনেকদিন ধরেই সেথের প্রতিবেশী। অন্য অনেকের চেয়ে আমি ওকে ভালো করে চিনি জানি। এবং সব সময়ই দেখে আসছি—তার সাথে সাথে ঝুলছে গানবেল্ট। বন্দুক ছাড়া কোনদিন দেখিনি আমি তাকে। আজ এই প্রথম দেখলাম।'

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না মাইক। সেথকে ভালো করে চিনিই না আমি। দু'একবার সেলুনে তার সাথে দেখা হয়ে ছিলো আমার। তাতেই যা আলাপ, সেকি কি বিবাহিত না অবিবাহিত তাও জানিনা।'

'আমার মতোই অকৃতদার ছিলো বেচারা,' মাথা দুলিয়ে বললো মাইক, 'কোনদিন বিয়ে করেনি। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি বন্দুকের ব্যাপারে। মার্শাল তুমি কি মনে করো সেথ তার বাড়িতেই খুন হয়েছে ? নিজের বন্দুক ছাড়া সাধারণত এই পশ্চিমে কোন লোক কোথাও বের হয় না।'

'আমি সকালে ও জায়গাটায় আর একবার যাবো মাইক।

ভালো করে একবার খুঁজতে হবে। হয়তো তোমার প্রশ্নের কোন জবাব খুঁজে পাবো আশে পাশে কোথাও। এখন দেরি না করে তুমি লাশটা নিয়ে ডাক্তারের ওখানে চলে যাও। পঁচার আগেই একটু রোদ খাওয়াতে পারলে ভালো হয়।'

মাথা ঝাঁকালো মাইক। ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। হ্যারী দরজা পর্যন্ত এগিয়ে মাইকের চলে যাওয়াটা দেখলো। একটা সাইড রোড দিয়ে বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেলো কর্মিতকর্মা মাইক।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে মনে মনে কি যেন ভাবলো হ্যারী। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে অফিস ঘরের দরজাটা বন্ধ করলো। এবং আবার ঘুরে আস্তাবলের দিকে এগিয়ে গেলো। মাইককে মিথ্যে বলেছে ও। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না ও। এখুনি সে জায়গাটায় এক বার চক্কর দিয়ে আসা দরকার। ইচ্ছে করলে সে মাইককেও সাথে নিতে পারতো। কিন্তু ও জানে যতই একাকী কোন কাজ করা যায় ততই তাতে আত্মসন্তুষ্টি থাকে। বিশেষ করে তার মত এক জন গোয়েন্দা অফিসারের জন্যে। মার্শালদের অনেক সময় প্রয়োজনে গোয়েন্দাগিরিও করতে হয়।

আস্তাবল থেকে ঘোড়াটা বের করলো হ্যারী। স্যাডলব্যাগগুলো সাজিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলো। তারপর রওয়ানা দিলো। মনে মনে ঠিক করলো সেথের খুনের জায়গাটায় যখন যাবেই এই ফাঁকে হেনরী ফ্রন্টেনেলের র‍্যাঞ্চেও একটা চক্কর দিয়ে আসবে। হেনরীকে ভালো করে চেনে ও। গত বছর হেনরীর

একটা উপকারও করেছে ও। দুজন গরু চোর হেনরীর এক পাল গরুকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। তাদের পিছু ধাওয়া করে গরুগুলো উদ্ধার করে এনেছিলো হ্যারী। সাথে অবশ্য হেনরীও ছিলো।

হেনরী ফ্রন্টেনেল জাঁদরেল এক র‍্যাঞ্চার। এধরণের লোককে ভালো করে জানতে হলে এদের সাথে থাকতে হয়। মানুষ শিকারে বা গরু শিকারে বেরুতে হয়। পশ্চিমের এই সব দুর্ধর্ষ কাউম্যানদের সাথে পরিচিত হবার ভালো কোন পথ হয়তো নেই। অ্যাকশনের মাঝেই যেনো ওদের জীবনগড়া।

হেনরীকে বলতে গেলে বুড়োই বলা চলে। ষাটের কোটা পেরিয়েছে তা অনায়াসে বোঝা যায়। বউ মারা গেছে হেনরীর আগে। দুটো বিশালবপু তামাটে রঙের ছেলে আছে তার। অনেকদিন আগে ফরাসী কানাডা থেকে এই পশ্চিমে এসেছে হেনরী। ইণ্ডিয়ানদের সাথে যুদ্ধ করেছে ও। যুদ্ধ করেছে আউট ল'দের সাথে। মাঝে মাঝে ফ্যানাটিক মরমনদের সাথেও সংঘর্ষ বেধেছে ওর। এবং টিকে গেছে হেনরী। খুব শক্ত হাতে নিজের র‍্যাঞ্চ গড়ে তুলেছে ও এখানে। এই যুদ্ধ বিগ্রহের সময় মারা গেছে ওর বউ। শুনেছে হ্যারী হেনরীর বউটা নাকি ছিলো ইবকোইস ইণ্ডিয়ান মেয়ে। বিগ ডিভাইড রেঞ্জ পেরিয়ে এখানে আসার পথে ওই মেয়েকে নিয়ে এসেছিলো ও। তবে এসম্পর্কে সঠিক কেউ কিছু জানে না। সবই শোনা কথা। এব্যাপারে হেনরীও কারো কাছে কিছু বলেনি।

তবে হ্যারী বুড়ো হেনরীর উপর আস্থা রাখে। এ রকম অভিজ্ঞ এক লোক নিশ্চয় অনেক কিছুর খবর রাখবে। হেনরী সম্পর্কে মার্শাল হ্যারীর অন্তত তাই ধারণা। ও জানে হেনরী এমন একজন লোক যে কোন বিষয়ে স্থির নিশ্চিত না হয়ে ফালতু কথা বলে না।

সূর্য ডুবতে আর বেশি দেরি নেই। চারদিকে শেষ বিকেলের লম্বা ছায়া। শহর থেকে উত্তর দিকে প্রধান যে রাস্তাটা বেরিয়ে এসেছে সেই পথ এড়িয়ে গেলো হ্যারী। বদলে সরু একটা গলি পথে শহর থেকে বেরিয়ে এলো ও। প্রধান রাস্তাটা ধরলে টম বা সেই ট্রেসী মেয়েটা বুঝতে পারতো কোন দিকে যাচ্ছে মার্শাল। তাই ইচ্ছে করে ওদের চোখকে ফাঁকি দিতে এই চোরা পথটা বেছে নিলো হ্যারী। ও চায় মাইকের মতো অন্যরা ও মনে করুক যে সে সকালেই তার কাজে বেরুবে। কারণ তার আগে কেউ জানতে বিপদের সম্ভাবনা আছে।

উত্তর দিগন্ত রেখায় আকাশে দিকে মাথা তুলে আছে অনেকগুলো পর্বত চূড়া। বাঁকানো ড্যাগারের মাথার মতো কমলা রঙের আকাশের পূর্ব ভূমিতে মাথা তুলে আছে। দিনের গরমটা একদম কমে গেছে। সাধারণত সূর্য পাটে বসার সাথে সাথে এদিকের এলাকায় গরমটা কমতে থাকে। সূর্য ডোবার অনেক পরেও আলোর আভা থেকে যায়, কিন্তু উত্তাপটা থাকে না।

পুরানো জীর্ণ একটা বাকস্কিন জ্যাকেট হ্যারীর পিঠে ঝুলানো।

ডান পাশে স্যাডলব্যাগের পাশেই মাথা বের করে ঝুলে আছে ওর কারবাইনটা। একটা জিনিসই শুধু সাথে নেই হ্যারীর। তা হলো গরু ঘোড়া বাঁধার আলাদা এক চাক দড়ি। প্রায় হর্স রাইডাররাই এই ধরনের এক বাণ্ডিল দড়ি সাথে রাখতে পছন্দ করে। এই দড়িই ল্যাসোর কাজ করে।

মাইল দুয়েক পথ পেরিয়ে আসার পর শহরের দিকে একবার ফিরে চাইলো হ্যারী। ভারিক্কি চালে ধুলো উড়িয়ে একটা ওয়াগনকে শহরের শেষ মাথা পেরোতে দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত মাইকের ওয়াগনই হবে। এদিক ওদিক অন্য কোন রাইডার বা ওয়াগন দেখা গেলো না। চারদিকে কেমন সুমসাম প্রকৃতি। এটাই স্বাভাবিক। এই সময়টা লোকজনের চলাফেরার সময়ও নয়। একটু পরেই সাপার খাবার সময়।

কিছুদূর আসতেই একটা নতুন রাস্তা আবিষ্কৃত হলো। উত্তর পূর্ব দিকে। ওই পথটা দিয়েই ঘোড়া ছুটালো হ্যারী। আধ মাইল আসার পর নজরে পড়লো একটা বুড়ো ওক গাছ। গাছটার গায়ে একটা ইংরেজী 'জি' অক্ষর মার্কিং করা। ভালো করে খেয়াল করেই বুঝলো হ্যারী লোহার গরম ব্রাণ্ডিং শিক দিয়ে পুড়িয়ে গাছের বুকে 'জি' র দাগটা কাটা হয়েছে।

এখানে এসে রাস্তাটা খুব বেশি এবড়ো খেবড়ো মনে হলো। গাড়ীর চাকার গভীর দাগগুলো ছুয়ে গেছে ঝড় বৃষ্টির ক্ষয়ীভবনের মাধ্যমে। অনেক খাদ, গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। মোট কথায় চলাচলের অনুপযোগী। ঠিক এই রাস্তাটার দশফিট

ঘুরেই আর একটা নতুন রাস্তার চিহ্ন রয়েছে। এটাই মনে মনে আশা করেছিলো হ্যারী। নতুন রাস্তাটা অনেক দিন ধরে অব্যবহৃত। এই রাস্তা ধরে মাইল চারেক গেলেই সেথ গলের র‍্যাঞ্চ হাউজ।

মোঃ রোকনুজ্জামান রনি
ব্যাক্তিগত সংগ্রহশালা
বই নং-.....
বই এর ধরন-.....

তিন

মানুষ এমন কাজও করে যার জন্যে নিজেকে আর ক্ষমা করতে পারে না। অনেক সময় নিজের কাজেই নিজে লজ্জিত হয়।

হ্যারী ও নির্বিকারভাবে এগুতে গিয়ে সেই কাজটাই করলো। সেথ গলের র‍্যাঞ্চ হাউসের নিকটে এসে সোজা ঘরগুলোর দিকে এগিয়ে গেলো ও। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। মনে মনে আশা করছে ঘরের ভেতর কোন আলো জ্বলবে। কারণ সাঁজ পেরিয়ে কিছুক্ষণ হলো আঁধার নেমেছে। নিশ্চয় বাড়ীতে লোকজন থাকবে। কিন্তু এখানেই ভুলটা করলো ও। অন্য সময় হলে অবশ্যই দূরে থাকতে থমকে দাঁড়াতো হ্যারী। ঘোড়া থেকে নেমে সন্তর্পণে নিজের গা বাঁচিয়ে এগিয়ে যেতো।

আলোর একটা স্ফুলিঙ্গ ঠিকই দেখতে গেলো হ্যারী। তবে সেই আলো কোন সাঁজ বাতির নয়। রাইফেলের। সাথে সাথে প্রচণ্ড শব্দ। স্ফুলিংগ চোখে পড়ার সাথে সাথেই বিদ্যুৎ খেলে গেলো হ্যারীর শরীর। চট্ করে মাথা নিচু করে এক পাশে

কাত হয়ে ঘোড়ার জিন থেকে ছিটকে মাটিতে পড়লো ও। ওর পাশ ঘেষে বাতাস কেটে গেলো একটা বুলেট।

ঘোড়াটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চিঁহি শব্দ করে উঠলো। এক পাশে সরে গিয়ে গোলাবাড়ীর দিকে ছুট লাগালো। হ্যারীর কারবাইনটা জিনের বুটে আটকানো রয়ে গেছে। মনে মনে প্রমাদ গুণলো হ্যারী।

কিন্তু দ্বিতীয়বার কোন গুলির আওয়াজ হলো না। ধূলি ধূসরিত রাস্তার উপর তেমনি অনড় পড়ে রইলো হ্যারী। সে জানে সম্ভাব্য আততায়ী তাকে এ অবস্থায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ইচ্ছে করলে ধীরে সুস্থে আর একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিতে পারে হ্যারীর গায়ে। কিন্তু আর কোন গুলি করছে না অদৃশ্য লোকটা। হয়তো ভেবেছে এক গুলিতেই চিৎ পটাং হয়েছে সে। কাজেই আর দরকার কি। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে হ্যারী। এ অবস্থায় নড়াচড়া করলেই নিশ্চিত বুলেট খেতে হবে।

মিনিট দশেক পরে একটা ঘোড়া ছুটে যাবার শব্দ শোনা গেলো। চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ফেললো হ্যারী। মাথাটা তুললো ও। পূর্ব দিকে অশ্বারোহীর শব্দ মিলিয়ে গেলো। উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের ধূলো ঝাড়লো হ্যারী। কি বোকামীটাই না করলো ও! কারবাইনটাও খুলে নিতে পারেনি। স্রেফ ভাগ্য জোরে বেঁচে গেছে ও। ক্ষণিকের জন্যে মনটা সংকুচিত হলো ওর।

গোলাবাড়ীর ভেতরে ঘোড়াটাকে দেখলো হ্যারী। বেশ নিশ্চিন্তে খড় চিবুচ্ছে। হ্যারীকে টের পেয়ে ঘুরে তাকালো একবার ঘোড়াটা।

আদর করে একটা ছোট গাল পাড়লো হ্যারী। কারবাইনটা টান দিয়ে উঠিয়ে নিলো। গোলাবাড়ীটা ভালো করে ঘুরে ফিরে আবার বাইরে বেরিয়ে এলো। আশপাশের মোড়গুলোয় টুঁ মারলো। একটা ঘরে নাল লাগানো হয় আর একটা ওয়ার্ক শপ। একটা খালি মুরগীর ঘর ও পাওয়া গেলো। একপাশে একটা বাংক হাউজ। ওটাও খালি। এই সব শেডে কিছুই পেলো না ও। প্রধান বসত ঘরটার দিকে রওয়ানা দিলো হ্যারী।

উঠোন পেরিয়ে ঘরটার দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো হ্যারী। হুড়কো খোলার জন্যে হাতের ঠেলা পড়তেই হাট করে ভেতর দিকে খুলে গেলো দরজার দু'পাল্লা মৃদু ক্যাচ ক্যাচ কোন শব্দ শোনা গেলো না। কারণ ঘরটা গতকালও ব্যবহৃত হয়েছে।

মৃদু একটা বারুদ পোড়ার গন্ধ এসে ধাক্কা খেলো হ্যারীর নাকে। কিছুক্ষণ আগে এখান থেকেই গুলিটা করেছে আততায়ী।

ঘরের ভেতর পা বাড়ালো হ্যারী। বড় বড় কড়ি বর্গার মতো খুঁটিঅলা একটা টেবিলে কয়লা তেলের একটা বাতি জ্বলছে চিমনিটা হাত দিয়ে স্পর্শ করলো হ্যারী। গরম। হাত সরিয়ে নিলো ও তার মানে অনেকক্ষণ ধরে জ্বলছে ল্যাম্প।

ঘরটার চারদিকে একবার চোখ বুলালো। এটা সেথ গলের পারলার। ঘরের মধ্যে রাজ্যের যত জঞ্জাল চোখে পড়লো। ভাঙা জিন এবং বর্মের টুকরো এদিক সেদিক ছড়ানো। পালিশ করা টেবিলের উপরে একটা পোড়া চাকা দাগ দেখা গেলো। কেউ গরম কফির কেটলী রেখেছিলো। ফায়ারপ্লেসটার সামনে একটা

মোটা পায়াঅলা সোফা।

ঘরের এক কোণে একটা পোকায় কাটা ইণ্ডিয়ান বল্লম ও একটা যুদ্ধ আচ্ছাদন। প্রাচীন যুগের স্মৃতি বহন করছে। এক পাশের দেয়ালে একটা গানর‍্যাক। রাইফেল বন্দুক রাখার জন্যে সেদিকে এগিয়ে গেলো হ্যারী। একটা মসৃণ কাঠের কীলে ঝোলানো আছে একটা বুলেট বেল্ট। একটা হোলস্টারও দেখতে পেলো ও। কিন্তু ওট খালি। পিস্তলটা নেই ওখানে। বুলেটের বেল্টটা আস্তে নামিয়ে নিলো হ্যারী।

সেথের বেডরুমটা তেমনি নোংরা আর অগোছালো মনে হলো। বিছানাটা দেখে মনে হলো দশ বছর আগে একবার পাতা হয়েছিলো। লেপ তোষকের গা থেকে গন্ধ বেরুচ্ছে। বিছানার পিছনে জানালাটা ভাঙা। সেখানে একটা ওক কাঠের পুরনো ড্রেসিং টেবিল। চার দিকে ভালো করে চোখ বুলালো হ্যারী। কাপড় চোপড় কাগজপত্র, এবং অন্যান্য জিনিষপত্র এলোমেলো ভাবে এদিক ওদিক ছড়ানো। দেখে মনে হচ্ছে, কেউ একজন আঁতিপাঁতি করে কিছু খুঁজেছে। যে লোকটা ওর প্রতি গুলি ছুঁড়েছে ও নিশ্চয় এই ড্রেসিং টেবিলটার ড্রয়ারগুলো তল্লাসী করছিলো। তাকে ঘোড়া নিয়ে আসতে দেখে গুলি চালিয়েছে।

কাছে গিয়ে ড্রয়ারগুলো সব খুলে দেখলো হ্যারী। উল্লেখ যোগ্য তেমন কিছুই দেখলো না। বেডরুম থেকে রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকলো ও। এটাও সাংঘাতিক নোংরা এবং অপরিচ্ছন্ন। ওখান থেকে বেরিয়ে এলো হ্যারী। আবার ফিরে এলো পারলারে।

পারলারের এক পাশে একটা ডেস্ক দেখা গেলো। ওটার ড্রয়ারগুলোও খোলা। কাগজপত্র ঘাটাঘাটি করার প্রমাণ পাওয়া গেলো এখানেও। আততায়ী নিশ্চয় এমন কিছু খুঁজছে যা অত্যন্ত দরকারী। কি হতে পারে। ভাবলো হ্যারী। টাকা পয়সা হয়তো বা। কিন্তু শুধু টাকা পয়সা ও নয়। আর অন্য কিছু হতে পারে। কারণ হ্যারী খেয়াল করলো দু একটা চিঠি খোলা অবস্থায়। কেউ একজন যত্ন করে টেবিলের কাছে গিয়ে আলোতে চিঠি পড়ার চেষ্টা করেছে। টেবিলের পাশেই একটা চেয়ারও দেখা গেলো। অবস্থা দেখে বুঝা যাচ্ছে শুধু টাকা পয়সাই নয় আরো কিছু খুঁজছে আততায়ী।

ঘরের বাইরে চলে এলো হ্যারী। বাড়ীর পিছনে আশে পাশে ঘুরে ফিরে দেখলো। যে জায়গাটায় ঘোড়া বেধেছিলো সে জায়গাটাও নজরে পড়লো মার্শালের। এমন জায়গায় ঘোড়া বেঁধেছিলো লোকটা যে সহজেই যে কারো চোখে পড়বে। তার মানে লোকটা নিশ্চিত ছিলো যে এ সময়ে কেউ আসবে না। অথবা সে জানতো সেথ গলও আসবে না।

কেসটা বেশ ইন্টারেসটিং মনে হচ্ছে হ্যারীর কাছে। বেশ বুঝতে পারছে ও সে এবং মাইক কার্ণিস ছাড়াও আরো এক জন সেথের মৃত্যুর খবর জানে। শহরের কেউ এত তাড়াতাড়ি এখানে আসতে পারবে না। সেই সবার আগে এসেছে। তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে যেই সেথকে খুন করে থাকুক সে এদিকে কোথায়ও এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং এমন কিছুর জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছে

যা সেথ গলের জীবিত থাকাকালীন সময়ে পায়নি। এখন পাওয়ার চেষ্টা করছে।

আবার বাড়ীর সামনে ফিরে এলো হ্যারী। থমকে দাঁড়ালো। কিসের যেন শব্দ শোনা যাচ্ছে। সামনের দিকে মাথা তুলে তাকালো ও। দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে কিসের যেন শব্দ শোনা যাচ্ছে। একটু পরেই বুঝতে পারলো কয়েকজন রাইডার ঘোড়ায় চড়ে আসছে। অশ্ব খুরের শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

দৌড়ে গোলাবাড়ীতে এসে ঢুকলো হ্যারী। ঘোড়াটাকে খুলে টেনে নিয়ে গেলো একেবারে কর্ণারে একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন শেডের আড়ালে। একটা ওকের শাখায় ঘোড়াটাকে বেঁধে আবার ফিরে এলো। সাথের উইনচেস্টার কারবাইনটা ঠিক মতো ধরে রাখলো। তারপর মুরগীর ঘরটার একটা কোণে ঠিক মতো পজিশন নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

উঠোনে ঢোকার আগে অশ্বারোহীরা গতি কিছুটা মন্থর করলো। হ্যারী দেখলো মোট চারজন ওরা সামনের দানব সদৃশ্য লোকটাকে দেখেই চিনতে পারলো ও। শেরীফ টম গ্রান্ট। আর তিনজনকে ভালো করে চেনা যাচ্ছে না। ওরা উঠানের মাঝখানে থমকে দাঁড়ালো। মুখ ঘুরিয়ে এদিক ওদিক বাতাসে কিসের যেনো গন্ধ শোকার চেষ্টা করছে। কোন বিপদের আশংকা করছে নিশ্চয় ওরা। একজন মুখ ঘুরাতেই চিনতে পারলো হ্যারী হেনরী ফ্রনটেনেল। অপর দুজন তার দুই ছেলে।

বেশ অবাক হলো এতে হ্যারী। টম যদি তার সাথে সাথে

ও শহর থেকে বেরোয় তাহলেও এতো তাড়াতাড়ি হেনরীর ওখানে গিয়ে ওকে সাথে নিয়ে এখানে পৌছানো অসম্ভব।

বাড়ীর সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামলো টম। গর্জন করে কিছু একটা বললো অন্যদের। দেউড়ি টপকে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর খুললো দরজা। তখুনিই ঘরের ভেতর ঢুকলো না ও। ফিরে তাকালো। হেনরীদের উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়লো, 'মাইরি বলছি হেনরী। স্পষ্ট বারুদের গন্ধ পাচ্ছি আমি।'

ঘোড়া থেকে নেমে বুড়ো হেনরী আর তার এক ছেলে এগিয়ে এলো। টমের পাশে এসে বাতাসে নাক ঘুরাতে লাগলো।

ঠিক শেরিফ,' বুড়ো হেনরীর খর খরে ভাঙা গলা, 'বারুদেরই গন্ধ। একদম তাজাই মনে হচ্ছে। আমার মনে হয় বাড়ির আশ পাশে আগে একটু ঘুরে দেখা দরকার।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে ছেলে দর নির্দেশ দিলো হেনরী। তাগড়া দুই ছেলে বিনা বাক্য ব্যয়ে পিতার নির্দেশ পালনে তৎপর হলো। দুই ভাই একযোগে এগিয়ে গেলো বাংক হাউস আর লাকড়ি ঘরের দিকে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে হেনরী আর টম। দুজনের কারো হাতেই রাইফেল নেই তবে হোলষ্টারে ঠিকই রেডি আছে সিক্স শ্যুটার। পিস্তল দুজনেরই হাতের কাছাকাছি।

টমের পাশে দাঁড়িয়ে উসখুশ করছে হেনরী। এক সময় সে বললো, 'শেরিফ, আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে। বয়স তো কম

হলো না আমার। আমার এই বয়সে লোকে গন্ধ শুকে জিনিষ চিনতে পারে। আমি হলপ করে বলতে পারি কেউ একজন আমাদের আশে পাশেই আছে। কোন ইণ্ডিয়ান গুপ্তচর ও হতে পারে।'

ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করে ঘাড় ফেরালো ভাল্লুক সদৃশ্য টম গ্রাণ্ট। কিছুই বললো না। চোখ তুলে দেখলো দুই ছেলে আশ পাশ খুঁজে ফিরে আসছে। ঘুরে ঘরের ভিতর ঢুকলো ও। দেশলাই ঘষে টেবিলের উপর ল্যাম্পটা জ্বালালো।

মুখটা বিকৃত হলো ঘাপটি মেরে থাকা মার্শাল হ্যারী হার্টের। আততায়ী আশে পাশে কোথাও যদি থাকে তাহলে আলো দেখে অনায়াসে আলোকধারী লোকটাকে খতম করতে পারে গুলি ছুঁড়ে। কিন্তু তেমন কিছু ঘটলো না।

ওদের অনুসন্ধান বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। বেজার মুখেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো শরিফ। হেনরীর উদ্দেশ্যে বললো, কিছু বুঝতে পারলে হেনরী? বারুদের গন্ধে মনে হচ্ছে বেশিক্ষণ হয়নি গোলাগুলি হয়েছে। কিন্তু আমরা আসার সময় তো কাছে পিঠে কোন গুলির শব্দ তো শুনিনি? তুমি শুনেছো নাকি?'

ঝাকড়া চুল ভর্তি মাথাটা নাড়লো বুড়ো হেনরী। ডানে বাঁয়ে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো। তারপর টমকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'শেরিফ আমার মনে হয় ওরা দুজন ছিলো। ঐ সোনাটা নিয়ে দুজনের মাঝে গোল বেঁধেছিলো এবং পরিণতিতে একজন গুলি খেয়ে মরেছে।'

মুরগীর ঘরে হাঁটুগুড়ি দেয়া অবস্থায় হ্যারী কানখাড়া করে ওদের কথাবার্তা শুনছিলো। হেনরীর কথা শুনে চমকে উঠলো ও। সোনা! আবার উৎকর্ণ হলো ও। টম গ্রাণ্ট কথা বলছে।

'হতে পারে,' বললো শেরিফ টম। বারান্দা থেকে উঠোনে নেমে এলো ও, 'তোমরা কি ঘরে ফিরবে?' হেনরীর দিকে চোখ তুলে তাকালো ও, 'নাকি আবার শহরের দিকে যাবে?'

'হাঁ, বাড়ীর দিকেই যাবো।' বললো হেনরী, 'অনেক দেরি হয়ে গেছে এমনিতেই।'

ব্যাপারটা এতোক্ষণে বুঝতে পারলো হ্যারী। হেনরী ফ্রনটেনেলরা প্রথমে ইয়ংসভিলে গিয়েছিলো। ওখান থেকে শেরিফকে নিয়ে এদিকে এসছে। কিন্তু সোনায় ব্যাপারটা তো আরো জট পাকানো হয়ে গেলো।

শেরিফ টম নিজের গিয়ে নিজের ঘোড়ায় চড়ে বসলো। 'তাহলে আমি চললাম,' বললো সে হেনরীর উদ্দেশ্যে। তারপর লাগাম টেনে ঘোড়ার মুখটা ঘুরিয়ে দিলো। পেটে পায়ের একটা গুঁতো খেয়েই আবছা অন্ধকারে ছুটে গেলো ওর ঘোড়া।

তেমনি স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে আছে বুড়ো হেনরী আর তার দুই ছেলে। এক দৃষ্টে টমের অপসৃয়মান মূর্তিটার দিকে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর নড়ে উঠলো। নিজেদের ঘোড়াগুলোর দিকে এগিয়ে গেলো তিনজনই।

ঠিক তখুনই মুরগী ঘরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো মার্শাল হ্যারী হার্ট। সন্তর্পণে ওদের পেছনে এসে দাঁড়ালো।

'এক মিনিট, হেনরী,' বললো হ্যারী।

চরকার মতোই ঘুরলো তিনজন। তবে কেউ বন্দুক বের করেনি। কিন্তু হাতগুলো ওদের সতর্ক।

মার্শালকে চিনতে পেরে ওদের দৃষ্টি সহজ হয়ে এলো। অভ্যস্থ একটা স্বস্তি বেরিয়ে আসলো হেনরীর গলা দিয়ে। হ্যারীকে দেখে তীব্রভাবে ভ্রূ কুঁচকালো।

'এ রকম একটা পরিস্থিতিতে মানুষ খুন না করার কোন কারণ দেখি না আমি মার্শাল।' স্বাভাবিক খর খরে গলায় বলে উঠলো হেনরী ফ্রন্টেনেল।

কাছে এসে থমকে দাঁড়ালো হ্যারী। সোজাসুজি তাকালো হেনরীর চোখে। 'সোনার ব্যাপারে কিছু বলো হেনরী,' বললো হ্যারী। অন্য দুছেলের দিকে তার কঠিন দৃষ্টিটা হানলো। ওরা চাখ পিট পিট করে তাকিয়ে রইলো শুধু। কোন ভাবান্তর হলো না।

'বলার তেমন কিছু নেই,' বললো বুড়ো, 'সেথ তার শেষ ডেলিভারিটা নিয়েছিলো সরকারের কাছ থেকে সোনায়। গরুর গোশত সাপ্লাইয়ের টাকা। সোনাটা লুকিয়ে ফেলেছে সেথ।'

'সেথ কি বলছে সে কথা তোমাকে?'

'হ্যাঁ, আমি আর ছেলেরা যখন শহরে পৌঁছলাম তখন ঘটনাটা শুনলাম। তারপর টমের সাথে এখানে এসেছি আমরা।'

'এবং টম পেলোটা কি বাড়িতে?'

'কিছুই না,' বললো হেনরী, 'কিন্তু তুমি তো ছিলে এখানে

মার্শাল। তোমার তো জানার কথা।'

'আচ্ছা হেনরী, আর কে কে এই সোনার কথা জানে বলতে পারো?'

মৃদু কাঁধ ঝাঁকালো হেনরী, 'কি করে বলবো। আমাদের যখন বলেছে তখন অন্যদের ও যে বলেনি তার কি বিশ্বাস। হয়তো কোন আউট ল কথাটা শুনে ওকে খুন করে সোনা নিয়ে পালিয়েছে।'

'না', শান্ত স্বরে বললো হ্যারী, 'আমার তা মনে হয় না হেনরী।'

হেনরীর এক ছেলে বেশ শ্লেষ মেশানো সুরে বলে উঠলো, 'তাহলে মার্শাল, বলেই ফেলো কে করেছে কাজটা?'

ছেলেটার বিদ্রূপে পাত্তা দিলো না হ্যারী। তেমনি হেনরীর দিকে নজর রাখলো, 'তোমার এলাকায় এর মধ্যে কোন অপরিচিত কেউকে দেখেছো হেনরী?'

মাথা নাড়লো বুড়ো, 'মনে হয় না মার্শাল, আমাদের সাথে কারো দেখা হয়নি। লুকিয়ে থাকলেও ধরা পড়তো। কারণ মানুষ লুকাতে পারে কিন্তু ট্র্যাক ঢাকতে পারে না।'

'শুধু আমাদের এলাকার কথা আসছে কেন।' হেনরীর আরেক ছেলে ফস করে জিজ্ঞেস করলো, 'মাইক কার্নিসের এলাকা ও তো আছে। তাছাড়া সেথ গলের লাশটাও মাইকের এলাকায় পাওয়া গেছে?'

'বুঝলাম তোমার কথা,' বললো হ্যারী, চোখ ঘুরিয়ে তাকালো

ও ছেলেটার দিকে, 'বলছি শোন, আমি যখন ঘোড়ায় চড়ে এদিকে আসছিলাম তখন এখানে আগে থেকে এক লোক ছিলো। আলো ও জ্বেলেছিলো। বাড়ীর ভেতর আমার সাড়া পেয়ে আমাকে গুলি করে পালিয়েছে, এবং ঘোড়ায় চড়ে সে উত্তরে পশ্চিমে বা দক্ষিণে কোন দিকে যায়নি। গেছে সোজা পুবদিকে তোমাদের এলাকার দিকে।'

ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করে মাথা নাড়ালো হেনরী ফ্রন্টেনেল, 'তাইতো বলি বারুদের গন্ধ এলে কোত্থেকে। তা মার্শাল লোকটাকে চিনতে পেরেছো?'

'না। তবে ঘরের ভেতরটা তন্ন তন্ন করে খোঁজ করে গেছে লোকটা।'

ঘোড়ার জিনে একটা হাত ঠেস দিয়ে রাখলো হেনরী, মাটিতে দৃষ্টি নত করে কি যেন ভাবতে লাগলো। হ্যারীর উপর থেকে ছেলেটা ও চোখ সরিয়ে নিলো।

'কত পরিমাণ সোনা লুকিয়ে রেখেছে সেথ?' অবশেষে প্রশ্নটা করলো মার্শাল।

'দশ হাজার সোনার মোহর।' চোখ না তুলেই বললো হেনরী ফ্রন্টেনেল, 'আচ্ছা মার্শাল তুমি কি কোন কিছু পেয়েছো ঘরের ভিতর?'

'হ্যাঁ, একটা গরম হয়ে যাওয়া ল্যাম্প, এবং তছনছ করা একটা ড্রেসিং টেবিল ও তার ড্রয়ার।' আবার হেনরীর দিকে তাকালো, 'আচ্ছা হেনরী বলতে পারো সেথ গল কিরকম মানুষ

ছিলো ?'

ফ্রন্টেনেলরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করলো।

'ভালো কথা মার্শাল;' মুখ খুললো বুড়ো 'সেথ গল সম্পর্কে যা জানি তা হলো সে একটু লোলুপ টাইপের লোক ছিলো। এবং তুমি তো জানোই বেশীরভাগ লোকজনই এই ধরনের লোক পছন্দ করে না। মোট কথা টাকার কাঙাল ছিলো গল।' একটু থেমে মাথা দুলালো হেনরী, 'কিন্তু সোনাগুলোর ব্যাপারে তাকে খুন করতে পারে এমন লোক আমাদের তল্লাটে দেখছি না আমি। আমার মনে হয় কোন আউট ল'দের কাণ্ড হবে।'

'না,' দৃঢ় প্রতিবাদ জানালো হ্যারী, 'অডিট ল'রা যদি হতো তাহলে আগে সোনাগুলো হাতিয়ে নিতো তারপর তাকে খুন করতো।'

'কি করে বুঝলেন যে সোনা হাতিয়ে নেয়নি খুনী,' অভদ্রের মতো গলা বাড়িয়ে এক ছেলে জা-তে চাইলো, 'তারা নিশ্চয় সেথকে সোনা দেখিয়ে দিতে বাধ্য করেছে। তারপর তাদের চিনতে পারবে বলে পেছন থেকে গুলি করে একেবারে খতম করে দিয়েছে।'

মাথা নেড়ে হাত উঠিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে নির্দেশ করলো হ্যারী, 'গতকাল কোন একসময় খুন হয়েছে সেথ গল। আজ রাতে তার ঘর তল্লাসী হয়েছে।'

হঠাৎ হেনরী মাথা দুলিয়ে সায় দিলো, 'তুমিই ঠিক মার্শাল,

আমারও তাই মনে হয়।'

'আরো বুঝিয়ে বলতে হবে?' ছেলেটার প্রতি চেয়ে বললো হ্যারী, 'তাহলে মন দিয়ে শোন। কোন আউট ল'ই যাবার পথে কাউকে খুন করে আবার সেই লাশ বয়ে সাত মাইল দূরে মাইকের র‍্যাঞ্চে রেখে আসবে না। এতোসব ঝামেলার দরকারটাই বাকি তার।'

এই কথার সাথেও একমত হলো হেনরী, ছেলের প্রতি একটা তির্যক দৃষ্টি হেনে হ্যারীর দিকে চাইলো, 'মার্শাল তুমি কিন্তু শেরিফের চেয়ে এগিয়ে আছো। আমার মনে হচ্ছে ঠিক পথেই এগুচ্ছো তুমি।'

ভালো করে বুড়োকে লক্ষ্য করলো হ্যারী হেনরী অত্যন্ত অভিজ্ঞ এক র‍্যাঞ্চার। এবং নির্ভিক। এলাকার নাড়ি নক্ষত্র ওর চেয়ে ভালো আর কেউ জানবে না। গ্রীন রিভার কাউন্টির ভেতর বাইর সব তার নখদর্পণে।

'আমার জন্যে দুটো কাজ করতে বলবো আমি তোমাকে হেনরী,' বললো হ্যারী, 'আমি চাই তোমার এলাকায় তুমি ট্র্যাক খুঁজে দেখো।'

'নিশ্চয় খুঁজবো মার্শাল।'

'এবং আর একটা কাজ হচ্ছে—আমি চাই আগামী কাল শহরে এসো। আমার অফিসে আমার সাথে দেখা করো।'

'সেটা ও করবো আমি,' হাসলো বুড়ো, 'আর কিছু মার্শাল?'

হ্যারী ও হাসলো, 'হ্যাঁ, এখন বাড়ীর পথ ধরো এবং বিছানায় গিয়ে ঘুম দাও। কারণ আমিও এখন সেই কাজটা করতে রওয়ানা দেবো।'

হাসি মুখেই পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলো ওরা।

চার

মার্শাল হ্যারী কিন্তু সোজা শহরে ফিরলো না। কিছু দূর এসে বাঁক ঘুরে মাইকের ব্যাঙ্ক হাউসের উদ্দেশ্যে ঘোড়া ছুটালো। এবার কিন্তু কারবাইনটা রেডি রাখতে ভুললো না।

মাইক তখন গোলা ঘরে। ঘোড়ার শব্দে বাইরে এসে দাঁড়ালো। তখন মার্শাল হার্ট পৌঁছে গেছে। 'যেখানে আছো সেখানেই থাকো মিষ্টার', অন্ধকারে মাইকের গলা ভেসে এলো, 'আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি। ইচ্ছে করলে বন্দুকের দিকে হাত বাড়াতে পারো। সেটা তোমার ইচ্ছা।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে এক লাফে নামলো মার্শাল হ্যারী, 'আমি হ্যারী হার্ট।'

বন্দুক অলরেডি উঁচু করে ফেলেছিলো মাইক। মার্শালের গলা শুনে নামিয়ে আনলো হাত। এগিয়ে এলো উঠোন পেরিয়ে। হ্যারীকে দেখে বললো, 'কি ব্যাপার মার্শাল এতো রাতে? আবার

কোন মড়া বয়ে নিতে হবে নাকি ?'

একটা কিছু মাইকের দিকে বাড়িয়ে ধরলো হ্যারী, 'চিনতে পারো এই গান বেল্টটা ?'

এক পাশে কারবাইনটা রেখে দিলো মাইক। কোতূহলী চোখে দেখলো গানবেল্টটা। তারপর হাত বাড়িয়ে নিলো ওটা। তারপর মৃদু আলোয় উল্টে পাল্টে দেখলো বেল্টটা। তারপর ফিরিয়ে দিলো আবার হ্যারীর হাতে।

'এটাই মার্শাল,' বললো মাইক, 'এই গানবেল্টটাই সবসময় পরতো সেথ গল। বাকলের ওই ছড়ে যাওয়া অংশটা খেয়াল করেছো ? পাহাড়ে গরু তাড়াবার সময় ঘোড়া থেকে আছাড় খেয়ে পড়েছিলো একবার সেথ। আমি ছিলাম সাথে। পাথরে ঘষা খেয়ে বেল্টের ঐ দাগটা হয়েছিলো।'

মৃদু মাথা দুলালো হ্যারী। তারপর বললো 'কোন বন্দুক পিস্তল পাইনি মাইক। খালি বেল্টটাই খুঁজে পেলাম। সেথের পায়লারের দেয়ালে ঝুলানো ছিলো। কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারছি না—খুনীর কি দরকার পড়লো বেল্ট থেকে পিস্তলটা খুলে নিয়ে যেতে ?'

'সম্ভবত তার একটা পিস্তলের দরকার ছিলো।'

চোখ পিট পিট্ করে মাইকের দিকে চাইলো হ্যারী, 'তুমি যদি কোন লোককে তার ঘরে গিয়ে খুন করতে চাও তাহলে তোমার পিস্তল সাথে নেবে না ?'

এক পাশে মুখ ঘুরিয়ে এক দলা থুতু ফেললো মাইক। কোমরে

একটা হাত রেখে আবার হ্যারীর দিকে তাকালো, 'সেথ কি তার ঘরেই খুন হয়েছে মার্শাল?'

'তার সোফার গদিতে একটা ছিদ্র দেখেছি আমি। আর শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ।'

'তারমানে তুমি এর মধ্যেই ওখানে গিয়েছিলে? বলেছিলে—?'

মুখ বিকৃত করে মাঝখানে মাইককে থামিয়ে দিলো হ্যারী, 'এমনিতেই ঘুমাতে পারতাম না। তাই ভাবলাম রাতে একটু ঘুরে আসি। রাতটাও বেশ উষ্ণ এবং আরামদায়ক।'

অন্ধকারে হ্যারীর মুখাকৃতিটা ভালো করে দেখার চেষ্টা করলো মাইক. 'এবং তুমি আমাকে সন্দেহ করছো, তাই না মার্শাল?'

'সন্দেহ সবাইকে করছি আমি মাইক। তবে তোমাকে সবার চেয়ে কম সন্দেহ করি। এটা অন্তত বিশ্বাস করতে পারো।' হাত বাড়িয়ে মাইকের কারবাইনটা তুলে নিলো হ্যারী। গুলির চেম্বারটা খুললো। নাক বাড়িয়ে গন্ধ শুঁকলো তারপর আবার বন্ধ করে আগের জায়গায় রেখে দিলো 'নিকটবর্তী কোন সময়ে এটা থেকে ফায়ার হয়নি, আপন মনে যেনো বললো হ্যারী।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো মাইক, 'মার্শাল, আমি কোন আইনের লোক নই। কিন্তু পয়েন্ট ফরটি ফাইভের ছিদ্র দেখলেই আমি চিনতে পারি। সেথকে খুন করা হয়েছে সিক্স শুটার দিয়ে. কারবাইন দিয়ে নয়।'

'আমি সেথের কথা ভাবছি না,' বললো হ্যারী, 'আমি ভাবছি নিজের কথা। সেথের বাড়ী থেকে আজ রাতে আমাকে লক্ষ্য করে

কারবাইনের গুলি ছোঁড়া হয়েছে।'

শক্ত হয়ে গেলো মাইকের চোয়াল। অবাক চোখে তাকালো হ্যারীর দিকে। 'বলো কি মার্শাল?'

গানবেল্টটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো হ্যারী।

'তাই যদি হয় মার্শাল,' নরম স্বরে বললো বেটে খাটো কাউম্যান মাইক, 'আমি হলফ করে বলতে পারি লোকটা এখনো আশেপাশেই আছে।'

মাথা নেড়ে সায় দিলো হ্যারী, 'হ্যাঁ, সে আশেপাশেই কোথাও ঘুরঘুর করছে। যাকগে, আচ্ছা তুমি কি সেথের সোনা লুকানোর ব্যাপারে কিছু শুনেছো?'

'না। তোমাকে তো আমি বলেছি যে সেথের সাথে আমার তেমন ভালো সম্পর্ক ছিলো না। সোনা পেলো কোথায় ও? গরুর গোশত বেঁচে? কত?'

'হ্যাঁ, গরুর গোশত সাপ্লাইয়ের কন্ট্রাক্ট ছিলো ওর সরকারের সাথে। প্রায় তিরিশ হাজার ডলারের সোনা।'

'তাহলে তো বলতেই হয় ওই সোনার কারণেই খুন হয়েছে বেচারা। একজন মানুষ খুন হবার জন্যে এর চেয়ে কম সোনাই যথেষ্ট।'

'হতে পারে,' ঘুরলো হ্যারী, 'কিন্তু আমি মনে করি শুধু সোনার কারণে মারা যায়নি সেথ গল।' বিদায় জানিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলো মার্শাল। সেথের গানবেল্টটা জিনের একপাশে

আটকে রাখলো। উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা মাইকের দিকে একটা হাত নাড়লো, 'চলি।' তারপর ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে শহরের দিকে ছুটে গেলো।

চাঁদের আবছা আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তখনো স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে আছে মাইক কার্ণিস।

শহর মুখে চলতে চলতে হঠাৎ ব্যথাটা টের পেলো হ্যারী। হাঁটুর কাছে ছড়ে গিয়েছিলো সেথের খামার বাড়ীতে যখন ঘোড়া থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলো। এতোক্ষণ খেয়াল ছিলো না ব্যথার কথা। এখন টের পেলো। এবং সেই সাথে প্রচণ্ডভাবে অনুভব করলো ও দারুণ খিদেয় পেটটা জ্বলছে আর তেষ্টায় ফেটে যাচ্ছে বুক।

চিন্তাটা আবার ফিরে এলো ওর মধ্যে। সেথ গলের হত্যা রহস্যটা ক্রমে জটিল আকার ধারণ করছে। সোনার ব্যাপার যদি থাকে তাহলে রুটিন মাফিক খুন হয়েছে বলতে হবে। কিন্তু খটকা রয়ে যাচ্ছে এখানে। আততায়ী আবার কি খুঁজছে সেথের ঘরে তবে কি সোনা পায়নি? নাকি আরো কিছু চায় সে? তাছাড়া লাশকে সাত মাইল দূরে টেনে নিয়ে যাওয়ার কি মানে থাকতে পারে যেখানে সোফার গায়ের গুলি আর রক্তের দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে?

তার মানে একটা সম্ভাবনাই দেখা যায়। জিনের উপর নড়ে চড়ে বসলো হ্যারী। খুনী ঐ ছিদ্র আর রক্তের দাগ দেখতে পায়নি। কারণ রাতের বেলাই সেথকে গুলি করা হয়েছে।

ব্যাপারটা টের পেয়ে বেশ খুশী হয়ে উঠলো হ্যারী। স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে নিজের ঘরেই রাতে গুলি খেয়েছে সেথ। সেই রাত অবশ্যই গত কাল রাত। এখন দেখতে হবে সেথের বন্ধুদের (আদৌ তার কোন 'বন্ধু' থাকে) কে কোন সময় কোথায় ছিলো।

কিন্তু সমস্যা হলো কাউম্যানদের নিয়ে। কে কখন র‍্যাঞ্চে ছিলো, কখন গরু চড়াচ্ছিলো কিংবা অন্য কাজ করছিলো তা খুঁজে বের করা এক জটিল ব্যাপার।

শেষ রাত। শহরের অধিকাংশ আলোই নিভে গেছে। চাঁদের আলোয় প্রধান সড়ক পথে শহরে ঢুকলো হ্যারী। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে সেলুনের জানালার ফাঁক দিকে কমলা রঙের আলোর ছটা বাইরে বেরিয়ে এসেছে। টমের জেল হাউসেও আলো জ্বলছে। সোজা দক্ষিণ মাথায় তার অফিস ঘরের দিকে এগিয়ে গেলো হ্যারী। হঠাৎ চোখে পড়লো হার্ডউইকের দোকানের সামনে কে যেন সিগারেট খাচ্ছে। আবছা একটা ছায়ামূর্তি।

ঘোড়া থেকে নামলো হ্যারী। পাশের একট কানাগলির অন্ধকারে বেঁধে রাখলো ওটাকে। তারপর বেরিয়ে এসে বাড়ির দেয়ালের পাশে ওঁত পেতে দাঁড়ালো। লক্ষ্য দোকানের সামনের সেই ছায়ামূর্তি। মনে হচ্ছে মেয়ে মানুষ। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

একটু পরেই আর একটা ছায়ামূর্তিকে দেখা গেলো। আগের-টার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো দুজনের মধ্যে কি যেনো কথা হলো। তারপর দুজনেই এক সাথে এগিয়ে চললো গোলাবাড়ী গুলোর দিকে।

সন্তর্পণে ওদের পিছু নিলো হ্যারী। ছায়ামূর্তি দুটো একটা খালি গোলাবাড়ীর ভেতরে ঢুকে পড়লো। এগিয়ে গিয়ে কাঠের দেয়ালের একটা বন্ধ জানালার পাশে দাঁড়ালো মার্শাল। আজ রাতটা আদর্শ একটা গোয়েন্দা রাত হিসেবে বিবেচ্য হবে। বর্তমান রহস্যটা দেখবে ও।

ভেতর থেকে স্পষ্ট মেয়েলি গলার আওয়াজ ভেসে এলো। একটা দেশলাই জ্বালার শব্দ হলো।

'ল্যাম্পটা জ্বেলে নিই,' একটা পুরুষ কণ্ঠ।

খিল খিল করে হেসে উঠলো মেয়েটা। 'আঁধারে বুঝি যুত পাওনা স্কট?'

জানালার কাঠের ফাঁক দিয়ে আস্তে চোখ রাখলো মার্শাল হ্যারী। এবং দেখেই চমকে উঠলো। ট্রেসী! মেয়েটা আর কেউ নয় ট্রেসী ওয়াটসন। সাথের লোকটাকে চেনা গেলো না। নাম ট। বেশ তাগড়া চেহারার কাউবয়। এই ভল্লাটে আগে দেখেনি কখনো।

গা থেকে কাউবয় জ্যাকেটা খুলে ফেলেছে ট্রেসী মাথার হ্যাটটাও মেঝের এক কোণে রাখা। মেঝেতে পুরো খড় বিছানো। ট্রেসী তার সোনালী চুলের ঝাড় নেড়ে ঘরময় ঘুর বেড়ালো এক বার। তারপর স্কটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো

'ও দিককার খবর কি?' স্কটের গা ঘেষে দাঁড়ালো ট্রেসী। ওর চেহারায় একটা কামুকী ভাব ফুটে উঠেছে। দুহাতে স্কটের একটা কাঁধ আঁকড়ে ধরলো ও।

স্কট ল্যাম্পটা দেয়ালের এক দিকে খড়ের গাদার উপর যুত করে বসিয়ে রাখলো। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘুরলো। এক হাতে ট্রেসীর কোমরটা জড়িয়ে ধরলো, 'ওদিকের খবর ভালো। তুমি এখানে কিছুর আভাস পেলো।'

'ডাভকে কোথায় রেখে এলে?' জানতে চাইলো ট্রেসী। একটা হাত ওর স্কটের জ্যাকেটের চেন খুলছে।

'ডাভ আমার আগেই তো এসেছে এখানে। কেন তোমার সাথে দেখা হয়নি?'

'না,' স্কটের কোমল বুকে হাত বুলাচ্ছে ট্রেসীর ফর্সা আংগুল, 'আমি তো তোমার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে অধৈর্য হয়ে উঠ-ছিলাম ডার্লিং।'

'তাই নাকি?' স্কটের একটা হাত ট্রেসীর গেঞ্জির ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেলো, 'তাহলে বেচারা ডাভের কি হবে?'

'এখন ওসব ফাজলামো রাখো তো,' মৃদু মুখ ঝামটা দিলো ট্রেসী। নিজেকে লেপটে ধরলো স্কটের গায়ের সাথে, 'আমাকে আদর করো।'

ঘোঁত করে একটা শব্দ করে ট্রেসীকে জড়িয়ে ধরলো স্কট। ট্রেসীর কামনা মদির লাল ঠোঁট জোড়ায় মুখ নামিয়ে চুমু খেলো। বেশ কিছুক্ষণ ঠোঁটে ঠোঁট চুষলো দুজনে।

প্যান্টের বোতাম খুলে নিচে নামিয়ে আনলো ট্রেসী। তার ধবধবে ফর্সা নগ্ন দুই উরু বেরিয়ে পড়লো। উরুর নরম মাংসে স্কটের একটা হাতের আংগুল খামচে ধরলো। সিঁটিয়ে

উঠে স্কটের উরুতে নিজের উরু ঘষতে লাগলো ট্রেসী। ট্রেসীর গেঞ্জিটা উপর দিকে তুলে দিলো স্কট। ঝকঝকে মাংসল দুই স্তনের আভা উন্মোচিত হলো। ল্যাম্পের ম্লান আলোয় আশ্চর্য মোহন দুটো মাংসপিণ্ড যেন অপরূপ মহিমায় উদ্যত হলো। স্তন দুটোর খাড়া চূড়া উত্তেজনায় কাঁপছে তিরতির করে।

স্কট মুখ নামিয়ে একটা মাংসের ঢিবিতে কামড় বসালো।

জানালার ফাঁক থেকে চোখ সরিয়ে নিলো মার্শাল হ্যারী। রাত দুপুরে এই উত্তেজক দৃশ্য দেখে রক্ত গরম হয়ে উঠছে ওর। টমের কথাই ঠিক পেলো ও। ট্রেসী ওয়াটসন একটা মাগী ছাড়া আর কিছু নয়। গোলাবাড়ীর কাছ থেকে সরে এলো ও।

কানাগলির আড়াল থেকে ঘোড়াটা নিয়ে অফিস ঘরে ফিরে এলো মার্শাল। আস্তাবলে ওটাকে বেঁধে যেই সামনে পা বাড়াবে অমনি একটা ছায়া উদয় হলো।

'এই যে মার্শাল। এতো রাতে কোত্থেকে ফিরলে?' শেরিফ টম গ্রান্টের গলা। তার মুখ দিয়ে হুইস্কির কড়া গন্ধ বেরুচ্ছে।

টমের পাশ কাটিয়ে নিজের অফিস ঘরের দিকে পা বাড়ালো হ্যারী। কোন কথা বললো না।

শ্রাব্য একটা গালি সংবরণ করলো শেরিফ. দু'পা ফাঁক করে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ালো। তারপর বললো, 'আমার ব্যাপারে নাক গলানো থেকে দূরে থাকো মার্শাল। সেথ গলের খুনের মামলা তোমার দেখার বিষয় নয়।'

চট করে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকালো হ্যারী, 'যে কোন অন্যায় কাজ তদারকীই আমার বিষয় টম। তুমি এখন বেহেড মাতাল হয়ে আছো। সবচেয়ে ভালো করবে যদি বাড়ি গিয়ে একটা ঘুম দিতে পারো।'

হ্যারীর কাঁধে ঝুলানো গানবেল্টারের দিকে নজর গেলো টমের, 'ওটা কি?' আগ বাড়ালো টম, 'ওটা কোথায় পেলো তুমি মার্শাল? সেথ গানবেল্টটা নাকি?' হ্যারীর সামনে পথ আগলে দাঁড়ালো বিশাল দেহী শেরিফ।

'ওটাই,' আবারো নিজের পথে পা বাড়ালো হ্যারী।

'ওটা আমাকে দেখতে দাও', আবারো ঘড় ঘড়ে গলায় গর্জন করে উঠলো টম। ডান হাত বাড়িয়ে বেল্টটা নিতে চেষ্টা করলো। আধপাক ঘুরেই প্রচণ্ড ঘুষিটা বসিয়ে দিলো হ্যারী টমের প্রশস্ত চোয়ালে। টলে উঠে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়লো শেরিফের বিশাল ধড়।

নিজের আঙ্গুলের গাঁটগুলো মেসেজ করলো হ্যারী। টমের বপুটা এতে ভারী আর দৃঢ় যে রীতিমতো ব্যথা পেলো ও। সোজা হেঁটে নিজের অফিস ঘরে ঢুকলো। আলোটা জ্বাললো। তারপর আবার দরজার সামনে ফিরে এলো। দেখলো মাটিতে চার হাত পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে টম গ্রান্ট। গুলি খাওয়া ভাল্লুকের মতো ঘোঁত ঘোঁত করছে টম। সোজা হয়ে তাকালো সে হ্যারীকে দেখতে পেলো ও দরজার সামনে দাঁড়ানো। মাথাটা এক পাশে একটু কাত করলো টম। ডান হাতটা এগিয়ে

নিলো কোমরের কাছে।

'ও চেষ্টা করো না,' দরজার সামনে থেকে হুশিয়ার করে দিলো হ্যারী, 'তোমার এই অবস্থায় ঠিক হবে না কাজটা।'

থেমে গেলো টমের হাত। যুগপৎ বিস্ময় এবং রাগে ফুসছে। ও সে কল্পনাও করতে পারেনি মার্শাল হ্যারী হার্ট এভাবে তাকে আঘাত করতে পারে।

'এ জন্যে তোমাকে খুন করবো আমি।' চিবিয়ে চিবিয়ে বললো টম।

শ্রাগ করলো হ্যারী, 'চেষ্টা করতে পারো তুমি টম। তবে আমার মনে হয় গ্রীন রিভার কাউন্টির দুই ল'মেন যদি এভাবে ঝগড়া শুরু করে দেয় তাহলে তা হবে খুবই লজ্জাকর ব্যাপার।'

'তুমি আমাকে আঘাত করেছো মার্শাল।'

'টম, তুমি বলো আমার দোষটা কোথায়। এখানে এসেছিলে গোলমাল পাকাতে। শহরে আমাকে না দেখে মাথা খারাপ হয়ে গেছিলো তোমার। যখন আমাকে এতো রাতে ঘোড়ায় চড়ে ফিরতে দেখলে আরো চড়ে গেলো তোমার মেজাজ। পেট ভর্তি করে টেনে এসেছো আমার মুখোমুখি হতে। তোমার সব আশাই তো পূরণ হলো। তবে একটা জিনিষ জানতে বাকি রয়ে গেছে তোমার। তুমি যখন হেনরীদের সাথে সেথ গলের ওখানে গিয়েছিলে তখন আমি ওখানে। তোমরা পৌঁছার আগে কে একজন আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিলো। তারপর তো তোমরা গেলে। এই হচ্ছে ব্যাপার আর কিছু জানতে চাও তুমি?'

হাত দিয়ে নিজের চোয়ালটা মেসেজ করতে লাগলো টম, 'আমাকে আঘাত করার কারণটা বলোনি।' ঘুরে দাঁড়ালো শেরিফ। আর একটা কথা ও বললো না। সোজা হেঁটে চলে গেলো অন্ধকারে।

দরজার চৌকাট ধরে ঠিক তেমনি ঋজু ভংগীতে দাঁড়িয়ে রইলো মার্শাল। টমের চলে যাওয়াটা দেখলো। মনে মনে ও ভাবলো মদের নেশাটা কমে গেলেই রাগ পানি হয়ে যাবে শেরিফের।

পাঁচ

বিকেলে একটা স্টেজকোচ এসে থামলো ইয়ংসভিল শহরে। দুজন মাত্র আরোহী। এক রাইডার আর একটা অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে। দুজনেই হোটেলে উঠলো। কাউবয় রাইডারটা তার ওয়ার ব্যাগ আর একটা জিন টেনে হেঁচড়ে নিয়ে গেলো গোলাঘরের দিকে।

মেয়েটা মুখ হাত ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর এক লোকের কাছ থেকে জেনে নিয়ে শেরিফের অফিসের দিকে রওয়ানা দিলো।

নিজের অফিসে বসে বসেই সব দেখলো হ্যারী। মেয়েটা দারুণ সুন্দরী তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ রকম লাল ঠোঁটের কমনীয় মেয়ে খুব একটা আসেনি ইয়ংসভিলে। একটা ভালো লাগা নাড়া দিয়ে গেলো হ্যারী হার্টের মাঝে। হ্যারীর মতো তিরিশ পেরোনি এক লোকের ভালোবাসার সময় কি এখনো রয়ে গেছে? হ্যারীর তো সেরকম মনে হয় না।

নিজের অফিসের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হেনরী ফ্রন্টেনেলের

আসার অপেক্ষা করছিলো হ্যারী। তার দৃঢ় বিশ্বাস বুড়ো হেনরী কিছু না কিছু দরকারী খবর আনবে।

শেরিফের অফিসের দরজাটা খুলে গেলো। বেরিয়ে এলো টম গ্রান্ট। এবং এক হাতে দরজার পাল্লাটা ঠেলে ধরলো। যদিও ওই দরজাটা খোলা রাখার জন্যে পাল্লা ধরে রাখার দরকার নেই। কেন ব্যাপারটা একটু পরেই বের পেলো হ্যারী। টমের পিছু পিছু বেরিয়ে এলো সেই নতুন মেয়েটা।

টমের মাথায় একটা হ্যাট। তার পিছু পিছু অফিস বারান্দা থেকে রাস্তায় নামলো মেয়েটি। সোজা হ্যারীর দিকে এগিয়ে এলো টম। মার্শাল হ্যারী একটু অবাক হলো ওদেরকে তার অফিসের দিকে আসতে দেখে।

কাছে আসতেই মেয়েটাকে ভালো করে লক্ষ্য করলো হ্যারী। কাছ থেকে আরো সুন্দরী লাগছে মেয়েটাকে। ধূসর এক জোড়া বড় বড় চোখ। ঘন কালো ভ্রূ। পাতলা নাকের ডগাটা ঈষৎ খাড়া। ভরাট দুই গণ্ডে রক্তিম আভা। লম্বা ধূসর চুলের খোকা পিটের উপর ছড়ানো। লিপষ্টিক ব্যবহার করেনি মেয়েটা এমনিতেই ঠোঁট দুটো টুক টুকে লাল।

মেয়েটার দেহের অন্য অংশের দিকে নজর গেলো হ্যারীর। একটু অস্বাভাবিক স্ফীত তার স্তন জোড়া। নিতম্বটা মানানসই ভরাট। পা ফেলার ভংগিতে একটা আশ্চর্য দৃঢ়তা। বয়সটা অনুমান করলো বিশ থেকে বাইশের মধ্যে হবে নিশ্চয়ই।

হ্যারীকে দেখে সরাসরি তাকালো মেয়েটা। চোখের দৃষ্টিতে

একটা মার্জিত সম্ভ্রম ফুটে উঠেছে।

কেমন যেন একটু বিব্রতবোধ করলো হ্যারী। অবাক দৃষ্টিতে মেয়েটার চোখে চোখ রাখলো।

থেমে দাঁড়ালো টম। হ্যারীর দিকে চেয়ে আশ্চর্য নরম কণ্ঠে বললে শেরিফ, 'মার্শাল হার্ট, এই হচ্ছে—আইরিন গল। এসেছে ডেনভার থেকে। তোমাকে বলেছিলাম সেখের কোন আত্মীয়ের খোঁজ নিতে। পারোনি। আমি পেরেছি।' তারপর আইরিনের দিকে ফিরলো টম, 'আর ম্যাডাম এই হচ্ছে হ্যারী হার্ট, দক্ষিণাঞ্চলীয় ওয়াইওমিং টেরিটরীর ইউ এস ডেপুটি মার্শাল।'

আইরিন এতোক্ষণ হ্যারীকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলো।

হ্যারীর মনে হলো মেয়েটা বুঝি তাকে পছন্দ করছে না। হয়তো টমের কাছ থেকে যা তা শুনেছে ইতিমধ্যেই। আইরিনের দিক থেকে চোখ সরিয়ে শেরিফের দিকে তাকালো হ্যারী, 'ধন্যবাদ শেরিফ। পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যে।' দরজার সামনে থেকে একপাশে সরে দাঁড়ালো।

'আপনি কি ভেতরে আসবেন ম্যাডাম?' আইরিনের উদ্দেশ্যে বললো হ্যারী।

মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকলো আইরিন। টম ও ঢোকার জন্যে পা বাড়ালো। কিন্তু একটু মুচকে হেসে টমের চোখের উপরেই দরজার পাল্লাটা বন্ধ করে দিল হ্যারী। হুড়কো এটে ঘুরে দাঁড়ালো। একটা চেয়ার এগিয়ে দিলো আইরিনের দিকে।

কিন্তু বসলো না আইরিন। তার গভীর দুই চোখ দিয়ে

হ্যারীকে দেখতে লাগলো। সেই দৃষ্টির সামনে একটু যেনো বিব্রত বোধ করলো হ্যারী।

'শেরিফ গ্রাণ্ট বললো, মুখ খুললো আইরিন, 'যে চাচার গান বেল্টটা তোমার কাছে। তাছাড়া চাচার অন্যান্য জিনিস ও নাকি তোমার কাছে পাওয়া যাবে।'

বেশ মিষ্টি স্বরে কথা বলে আইরিন কয়েক পা হেঁটে নিজের ডেস্কের পিছনে চেয়ারে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো হ্যারী। মেয়েটা না বসলেও ও বসবে না ঠিক করলো।

'গানবেল্টটা আমার কাজেই আছে,' বললো হ্যারী, 'এবং ঐ একটা জিনিস ছাড়া তোমার চাচার আর কোন জিনিস আমার কাছে নেই। শেরিফ গ্রাণ্ট যদি অন্যান্য জিনিসপত্রের কথা বলে থাকে তাহলে সে হয়তো তা কোথাও ফেলে এসেছে। সেথ গল তাহলে তোমার চাচা?'

'হ্যাঁ, মার্শাল। সেই ছিলো আমার বাবার একমাত্র ভাই।'

'তাই নাকি? তাহলে তুমি ছাড়া তার উত্তরাধিকারী আর কে কে আছে?'

'কেউ না। এখন আমি ব্যাঙ্ক হাউসে একটু যেতে চাই। কোন আপত্তি আছে তোমার মার্শাল?'

চকিতে সোজা হয়ে দাঁড়ালো হ্যারী, 'আপত্তি থাকবে কেন মিস গল? তোমার চাচার ব্যাঙ্কে তুমি যাবে। তবে একটা ব্যাপারে তোমাকে আমি সাবধান করে দিতে চাই। সেথ গলের খুনী এখনো আশেপাশে ঘুর ঘুর করছে।'

ঠোঁট বাঁকিয়ে মধুর একটা ভংগী করলো আইরিন, 'শেরিফ আমাকে বলেছে সে কথা।'

মেয়েটার বলার ভংগীতে কেমন একটা দিক নির্দেশনা টের পেলো হ্যারী। শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেলো ওর। মুখে এক ঝলক রক্ত এসে ধাক্কা খেলো। সরাসরি আইরিনের চোখের দিকে তাকালো।

'শেরিফ গ্রাণ্ট সম্ভবত তোমাকে অনেক কিছুই বলেছে,' বললো হ্যারী, 'সে মনে করেছে তার তদন্তে আমি নাক গলাচ্ছি। আমি কারো সহানুভূতির জন্যে বসে নেই ম্যাডাম। টম গ্রাণ্ট কিভাবে কি করছে আমি জানি না। তবে আমি জানি আমি কি করছি। আমি একজন খুনীকে খুঁজছি ম্যাডাম। এবং এই সময়ে সেটাই আমার একমাত্র কাজ।'

হ্যারীর এরকম সিরিয়াস ভাব দেখে প্রায় হেসে ফেলার উপক্রম হলো আইরিনের। কোন মতে নিজেকে দমন করলো। হ্যারী কিন্তু ব্যাপারটা টের পেলো। কিন্তু তা মেয়েটাকে টের পেতে দিলো না। তেমনি দৃঢ় ভঙ্গিতে আইরিনের উদ্দেশ্য করে বললো, 'শোন বাবার সময় একটা পিস্তল বা অন্য কিছু সাথে নিও। গতরাতে আমি গিয়েছিলাম ওখানে। কেউ একজন তখন তোমার চাচার ঘর তল্লাশী করছিলো। আমাকে দেখে গুলি করে পালায়।' হেঁটে গিয়ে দরজাটা খুলে ধরলো মার্শাল হ্যারী, 'তুমি কি ওদিককার পথ চেনো?'

কিন্তু দরজার দিকে এগিয়ে গেল না আইরিন। বদলে হ্যারীর

দিকে তাকিয়ে রইলো। তাকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। অনেকক্ষণ ধরে একে অপরের দিকে এভাবে তাকিয়ে রইলো ওরা এবং আচমকা হ্যারীর অফার করা চেয়ারে চুপ করে বসে পড়লো।

মৃদু একটু ভ্রূ কোঁচকালো হ্যারী। শ্রাগ করে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিলো। তারপর ঘুরে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে পড়লো। নিশ্চয় আরো কিছু বলতে চায় মেয়েটা। ভালো করে আইরিনের দিকে দৃষ্টি দিলো হ্যারী।

কালো ঢেউ খেলানো একমাথা চুল আইরিনের। ক্রীম কালারের একটা ফ্রক আর বডিস পরেছে আইরিন। হাত দুটো ছোট ছোট আঙুলগুলো লম্বা এবং চিকণ। লম্বা নখগুলো সুন্দরভাবে রঙ করা। প্রশস্ত কপালটার সাথে মানানসই দুই ভ্রূ। মনে মনে স্বীকার করলো হ্যারী এরকম সুন্দরী মেয়ে আদৌ চোখে পড়েনি ওর।

আইরিন চোখ তুলে চাইলো, 'মার্শাল একটা কথা '

'বলো।' হ্যারীর কণ্ঠে আগ্রহ ঝরে পড়লো।

'বলছিলাম কি,' আমতা আমতা করলো আইরিন, 'চাচা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে তেমন বেশি মাথা ঘামায়নি।'

'তোমার সাথে আমিও একমত মিস আইরিন, সেথ গল এখানে তেমন জনপ্রিয় ও ছিলো না।'

'সেটা ভিন্ন কথা মার্শাল। আমি যখন একদম ছোট তখন

ওকে দেখেছিলাম। চাচা জিবীত থাকতে বাবা মার সাথে এক বার এখানে এসেছিলাম। আমরা তখন শেরেলীতে বাস করতাম। তারপর পাশ করে আমি ডেনভারে চলে যাই স্কুলে মাষ্টারী করতে। তুমি যেমন বললে ঠিক তেমনই অপ্রিয় ব্যক্তি ছিলো চাচা। তবে আমি বলতে চাইছি অন্য কথা।'

বেশ আগ্রহী হয়ে উঠলো হ্যারী। টেবিলের উপর দুহাত রাখলো।

আইরিন ঠিক তেমনি বলে চললো, 'তোমরা জানো, চাচা কখনো বিয়ে করেনি।'

'হ্যাঁ, ম্যাডাম। শুনেছি আমি।'

'হ্যাঁ, সবাই তাই বলে। কিন্তু ...' থামলো আইরিন. দীর্ঘ পল্লবিত চোখে পলক ফেললো, 'চাচার একটা ছেলে ছিলো। অনেকদিন আগের কথা। তার স্ত্রী সন্তান প্রসব করেই মারা গিয়েছিলো।'

মনে মনে বেশ অবাক হয়ে গেলো হ্যারী। এ কথা তো আগে কখনো শোনেনি ও। সেথ গলের মতো লোক অবশ্য এ ধরনের কাণ্ড ঘটাতে পারে। তা বিচিত্র কিছু নয়। চেয়ারে নড়েচড়ে বসলো ও।

'তারপর' আবার শুরু করলো আইরিন. চাচ ছেলেটাকে ত্যাগ করলো। পাঠিয়ে দিলো দূরে টেক্সাসে। এক পরিবারে খোরপোষের বিনিময়ে দিয়ে দিলো।'

টেক্সাস। সে তো অনেক দূর। ভাবলো হ্যারী। সেই ছেলের

সাথে এখানকার ঘটনাবলী কোন যোগসূত্র আছে নাকি? হয়তো বা।

হ্যারীকে নিরব দেখে আবার বলতে লাগলো আইরিন, 'আমার বাবার সাথে চাচার তেমন যোগাযোগ ছিলো না। কিন্তু ছেলে-টাকে নিয়ে চাচার আচরণে অসন্তুষ প্রকাশ করতে শুনেছি বাবাকে। নিজের সন্তানকে এভাবে ত্যাগ করতে চাচার উপর বাবা অসন্তুষ্টই ছিলেন।'

'বুঝলাম ম্যাডাম,' এতোক্ষণ পর মুখ খুললো মার্শাল হ্যারী, 'এখন তো তোমার চাচার বিশাল সম্পত্তি সব তোমার। এ সব নিয়ে কি করবে ভেবেছো?'

পলক পড়লো আইরিনের চোখে। 'আমি এখানে আসার কথাও ভাবিনি মার্শাল। এখন চাচাত ভাইকে খুঁজে বের করবো আমি। যার সম্পত্তি তারই পাওয়া উচিত।'

'ওদেরকে খবর দিয়েছো?' জানতে চাইলো হ্যারী, 'ছেলেটা কি জানে এই খবর?'

'গত বছর খৃষ্ট মাসে তাকে লিখেছিলাম। প্রায় বড়দিনেই তার কাছে লিখি আমি।'

'তারপর?'

'ওরা জানালো ডেভিড এর আগের বছর টেক্সাস ত্যাগ করে কোথায় গেছে তারা জানে না।'

'ডেভিড কে?'

'ওই ছেলেটার নাম। ডেভিড লর্ড। যে পরিবারে ও বড়

হয়েছিলো তাদের নামেই বড় হয়েছে ও।

'আচ্ছা!' মৃদু মাথা দুলালো হ্যারী, 'সেই ডেভিডকে এখন কোথায় খুঁজবে তুমি? এর আগে কখনো দেখেছো তাকে?'

'না মার্শাল। তবে ছোটবেলায় একবার দেখেছিলাম। এখন মনে নেই তার চেহারা।'

হঠাৎ আনমনা হয়ে গেলো হ্যারী। গত রাতে গোলা-বাড়ীর ঘটনাটা মনে পড়লো। সেই কামুকী কলগার্ল ট্রেসী ওয়াটসন আর স্কট নামের লোকটা। ওরা দুজনেই এই শহরে নতুন। ওরা দুজনেই টেক্সাস থেকে এসেছে। ডেভিড লর্ডের সাথে এদের কোন সম্পর্ক আছে কি? স্কট নামের লোকটার পরিচয় জানা দরকার। হঠাৎ আইরিনের কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙলো হ্যারীর।

'তুমি কিছু ভাবছো মনে হচ্ছে মার্শাল?' উৎসুক নেত্রে জানতে চাইলো আইরিন।

'হুঁম,' বললো হ্যারী 'দুই নতুন আগন্তুকের কথাই ভাবছি। ওরা নতুন এসেছে এখানে। টেক্সাস থেকে।'

'টেক্সাস থেকে?'

'হ্যাঁ, তবে এক মেয়ে আর এক ছেলে। ছেলেটা ডেভিড নয়। ওর নাম স্কট।'

'ডেভিডের সাথে এদের কোন যোগাযোগ আছে বলে তোমার মনে হয়?'

'না ম্যাডাম,' অনিশ্চিত হ্যারীর কণ্ঠ, 'তবে লোকটাকে পেলে

তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো আমি।'

'আজ কি ওদের সাথে দেখা করা যায়।'

'এখন কোথায় আছে জানি না। তবে দেখা পেলে অবশ্যই তোমাকে জানাবো আমি।'

উঠে দাঁড়ালো আইরিন। মৃদু একটা কাষ্ঠ হাসি হেসে হ্যারীর দিকে চোখ তুলে চাইলো, 'তোমার অনেক সময় নষ্ট করলাম মার্শাল। তোমার সাথে আলাপ করে খুশি হলাম। সে জন্য ধন্যবাদ।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো হ্যারী এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে ধরলো, 'তুমি একটা চমৎকার মেয়ে মিস আইরিন। তোমাকেও ধন্যবাদ।'

হ্যারীর কথা শুনে দুই গাল ক্ষণিকের জন্যে আরক্ত হলো আইরিনের। কোন কথা বললো না। নিরবে বেরিয়ে গেলো মার্শাল হ্যারীর অফিসে থেকে।

আইরিন গল রাস্তার ওপাশে অদৃশ্য হয়ে যেতেই নিজেও অফিস থেকে বেরিয়ে এলো হ্যারী। হার্ডউইকের জিনের দোকানের দিকে এগিয়ে এলো। ওখানে প্রায় সময় দেখা যায় ট্রেসী ওয়াটসনকে। মেয়েটার সাথে দেখা করা দরকার। দোকানের সামনে ট্রেসীকে পাওয়া গেলো না। সেলুনে একবার ঢুঁ মারলো। ওখানেও নেই মেয়েটা। আবার ফিরে এলো হ্যারী। অফিসে ঢোকার মুখেই টমের সাথে দেখা হয়ে গেলো। হ্যারী খেয়াল করলো টমের শেভ করা চোয়ালে একটা নীলচে দাগ। গত রাতের ঘুসির

ফল।

'মার্শাল,' কোন ভূমিকায় গেলো না টম, 'আমি তোমার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ ফাইল করেছি। গ্রীন রিভার কাউন্টির শেরিফের কর্মকাণ্ডে নাক গলানোর অপরাধে। প্রথম স্টেজ কোচেই রওয়ানা দেবে চিঠিটা ডেনভারের ইউ এস মার্শালের ঠিকানায়।' তীব্র দৃষ্টিতে জ্বলজ্বল করছে ভাল্লুক সদৃশ্য শেরিফের দুই চোখ. 'কি, বাধা দেবে মনে হচ্ছে? একদম থামোশ .য? গতরাতের মতো আবার শুরু করছো না যে?'

তীর্যক একটা দৃষ্টি হেনে অধিকতর বিরাটবপু মোটা টমকে দেখলো হ্যারী। একজন শেরিফকে অবজ্ঞা করে না সে, কিন্তু টম গ্রাণ্টকে অবজ্ঞা করে।

'টম' বললো হ্যারী, 'তোমার যা ইচ্ছা তাই করেছো তুমি। এখন একটা কথা বলো আমাকে। এই এলাকায় একটা মার্ডার হয়েছে। কেন আমরা দুই জন মেন একসাথে কাজ করছি না?'

'তুমিই বলো।' তেমনি শ্লেষ টমের কণ্ঠে. 'দরকারটাই কি?'

'কারণ' সিরিয়াস কণ্ঠ হ্যারীর, 'এই খুনটা প্রথম খুন মাত্র। অচিরেই আরো খুন হতে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আমাদের উচিত এক-সাথে কাজ করা।'

সন্দেহ নেই টম প্রকৃতিগতভাবে একটু উগ্র মেজাজের আচ-রণে সে রূঢ় প্রকৃতির অনেক সময় মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। কিন্তু একজন অফিসার হিসেবে নিজ দায়িত্বের প্রতি সচেতন টম গ্রাণ্ট। যথাসাধ্য সততা আর নিষ্ঠার সাথে কাজ করে ও। এই

মুহূর্তে হ্যারীর নমণীয় মনোভাব তার ভেতরেও পরিবর্তন এনে দিলো। কেন যেন ধীরে হ্যারীর উপর থেকে অহেতুক রাগটা উবে গেল ওর। মনে মনে হ্যারীর প্ল্যান প্রোগ্রামের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠলো।

অপরদিকে হ্যারী হলো খুব অনুভূতি প্রবণ এবং সোজা সরল। এই মুহূর্তে টমের প্রতি সহানুভূতিশীল। সে আবারও টমকে সুযোগ দিতে প্রস্তুত। মনে মনে সে ভেবেছে টম যতোই অসহ্য প্রকৃতির হোক না কেন সেথ গহের হত্যা রহস্য উৎঘাটিত না হওয়া পর্যন্ত টমের সাথে কাজ করতে হবে ওর।

টম,' বলতে লাগলো হ্যারী, 'ব্যাপারটা এইভাবে একটু ভাবো। খুনী যে শুধু সোনার জন্যেই সেথকে খুন করেছে তা আমার বিশ্বাস হয় না। তাহলে সেথ মরে যাবার পর ও তার বাড়ী তল্লাশী করতো না খুনী।'

'বলে যাও,' বেশ নরম সুরে বললো টম গ্রান্ট। চোখের দৃষ্টিটাও ওর সহজ হয়ে এসেছে।

'ভেবে দেখো সেথের লাশ মাইকের এলাকায় রাখলো কেন খুনী? কারণ মাইকের বিরুদ্ধে কিছু পেয়েছে খুনী। তাই এখন যদি আমরা মাইককে খুনের দায়ে বা আটকাই তাহলে খুনী তা জানবে। কারণ সে আশে পাশেই আছে। কাজেই···'

'খুনী মাইকের পেছনেও চেষ্টা চালাবে।' কথাটা শেষ করলো টম গ্রান্ট।

মাথা নেড়ে সায় দিলো হ্যারী। তারপর বললো, 'তাহলেই

বুঝো কি করা উচিত।'

একটা হাই তুললো টম। তারপর একটা হাত তুলে চিবুক চুলকালো। অবশেষে বললো, 'কেউ একজনকে তাহলে যেতে হয় মাইককে এ্যারেষ্ট করতে যদি তাকে জীবিত রাখতে চাই।'

'সেটাই ওর জন্যে ভালো হবে,' বললো হ্যারী। 'তুমি যেতে চাও?'

'অসুবিধা নেই।'

'তাহলে তাই করো। তবে বন্দী করার সময় মাইককে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ো। নইলে বেচারা মানসিক কষ্টে ভুগবে।'

এমন সময় দেখা গেলো উত্তর দিকের রাস্তা বেয়ে হেনরী ফ্রন্টেনেল ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে আসছে। প্রমাদ গুণলো হ্যারী। টমের সামনে হেনরীর সাথে আলাপ করতে চায় না ও। তাতে সব লেজে গোবরে এক হয়ে যাবে।

হ্যারী টমকে উদ্দেশ্য করে তাড়াতাড়ি বললো, 'তোমার দেরি করা ঠিক হবে না টম। যত তাড়াতাড়ি পারো মাইক কার্নিসকে আগে নিয়ে এসো।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে আস্তাবলের দিকে এগিয়ে গেলো টম যেতে যেতে বললো, 'আমি মাইককে আনতে যাচ্ছি। তুমি আফসে আমার সাথে দেখা করো। অল রাইট?'

'অলরাইট' খুশি হয়ে বললো হ্যারী। হেনরী যে এদিকেই আসছে তা খেয়াল করেনি সে ঠিক।

হ্যারী ঘুরে তার অফিস ঘরের দিকে এগিয়ে গেলো।

হেনরীর ঘোড়া ও তার পিছু পিছু গিয়ে থামলো, ঘোড়া থেকে নামলো বুড়ো। মুখ তুলে চাইলো হ্যারীর দিকে, 'টম দেখছি চলে গেলো। আমি কি বলি শুনতে পছন্দ করতো ও।'

কোন কথা না বলে অফিসের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো হ্যারী। পিছু পিছু এলো হ্যারী। একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো।

ছয়

ঘোড়া থেকে নামলো মার্শাল হ্যারী। দ্বিতীয় বারের মতো এসেছে সে সেথ গলের র‍্যাঞ্চে। এখন দিনের বেলায়। হেনরী ফ্রন্টেনেল গুরুত্বপূর্ণ অনেক খবরের সাথে সেথের হারিয়ে যাওয়া পিস্তলটাও উপহার দিয়েছে হ্যারীকে। ওই পয়েন্ট ফরটি ফাইভের তিনটা বুলেট খরচ হয়েছে। তারই প্রমাণ খোঁজার জন্যে আজ আবার এসেছে ও সেথ গলের খামার বাড়ীতে।

একটু খুঁজতেই ঘরের ভেতর প্রমাণ পাওয়া গেলো। সামনের দেয়ালে দুটো আর দরজার গায়ে একটা মোট তিনটা গুলির আঘাতই আবিষ্কৃত হলো। পারলারে দাঁড়িয়ে ভাবছে হ্যারী। সব কিছু দেখে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হলো হ্যারী। সেথ গল সেই রাতে কারো আসার শব্দে দরজা খুলেছিলো। আগন্তুকের সাথে তর্ক হয়েছে। রেগে মেগে তাকে গুলি ছুঁড়েছে সেথ। আগন্তুক মরে গেছে ভেবে পেছন ফিরে সোফায় বসেছে ফায়ার প্লেসের সামনে। এবং ঠিক এই সময়েই পেছন থেকে আহত বা অক্ষত

আগন্তুক গুলি করেছে সেথকে।

তবে আগন্তুক আহত হয়েছিলো কিনা সঠিক বলা যায় না। কারণ তেমন কোন রক্তের দাগ পারলারে বা আঙিনার কোথাও পাওয়া যায়নি।

ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো হ্যারী। বারান্দার লম্বা সান শেডের ছায়ায় দাঁড়ালো। চারদিকে চোখ বুলিয়ে তাকালো। একবার। কেমন শান্ত স্থির চারদিক। বাতাসে গাছের পাতার মৃদু মর্মর ধ্বনি ছাড়া কোথাও থেকে আর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। ঘুরে দাঁড়িয়ে বারান্দার ছায়া ধরে বাড়ীর পিছন দিকে হাঁটা দিলো হ্যারী, কয়েক পা মাত্র এগিয়েছে অমনি প্রচণ্ড গুলির শব্দের সাথে একটা বুলেটের শীষ কাঁটার শব্দ। এক মুহূর্ত আগে যেখানে ছিল ও ঠিক তার সোজাসুজি কাঠের দেয়ালে ছিলকা তুলে ঢুকে গেলো শিশার বুলেট।

বিদ্যুত গতিতে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পজিশন নিলো হ্যারী। হাতে বেরিয়ে এসেছে পিস্তল। সেই অবস্থাতেই ক্রল করে একটা গাছের গুড়ির আড়ালে আশ্রয় নিলো।

কোন দিক থেকে গুলি এসেছে ঠিক ঠাহর করতে পারলো না হ্যারী। এখনো তার পজিশন যে কোন দিক থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এখন আরো ভালো আড়ালে যাবার সময় নেই। অসহায়ের মতো পড়ে রইলো হ্যারী। এবং পর মুহূর্তে আর একটা বুলেট এসে আঘাত করলো হ্যারীকে। দুলে উঠলো প্রকৃতি চোখের সামনে। কালো একটা পর্দা নেমে এলো যেন। জ্ঞান

হারাবার আগে একটুক্ষণের জন্যে দেখলো উঠোনের পাশে গোলাবাড়ীর খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে বারুদ পোড়ার ধোঁয়া উঠলো।

কে যেনো মাথাটা ধরে নাড়ছে আর মুখে পানি ছিটাচ্ছে। চোখ মেলে চাইলো হ্যারী। সাথে সাথে কড়া রোদ এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো। চোখ পিট পিট করে ঝুঁকে একটা মুখ দেখার চেষ্টা করলো। ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে এলো দৃষ্টি। উদ্বিগ্ন কিন্তু সুন্দর একটা মেয়েলী মুখ চোখে পড়লো, আইরিন গল। আতংকে সাদা হয়ে আছে মেয়েটার মুখ।

'একটু উঠতে চেষ্টা করো,' বললো আইরিন, একটা হাত হ্যারীর কাঁধের নিচ দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে ওকে উঠাতে চেষ্টা করলো, 'চলো, ঘরের ভিতর নিয়ে যাই তোমাকে।'

পা দু'টো প্রথমে নাড়লো হ্যারী। হাতটায় গুলি লেগেছে। দেখলো এখনো নাড়তে পারছে ওটা। আইরিনের সাহায্যে উঠে দাঁড়ালো। এবং মেয়েটার কাঁধে ভর দিয়ে কোন মতে ঘরের ভেতর এসে ঢুকলো। ফায়ার প্লেসের সামনের সোফাটার উপর গাটা এলিয়ে দিলো হ্যারী।

কিছুক্ষণের জন্যে আইরিন অদৃশ্য হলো। এবং ফিরলো হুইস্কির বোতল নিয়ে। কোন কথা না বলে গ্লাসে ঢাললো হুইস্কি। তারপর হ্যারীর মাথাটা তুললো হাত দিয়ে। মুখে তুলে দিতে লাগলো কড়া তরল পদার্থ। হুইস্কি পেটে যেতেই একটু চাঙা বোধ করলো হ্যারী। জোর করে আরো কয়েকবার খাওয়ালো

ওকে আইরিন। বাধ্য হয়ে হ্যারী গ্লাসটা একপাশে সরিয়ে রাখল, 'তুমি দেখছি আমাকে মাতাল বানিয়ে ছাড়বে।'

গ্লাসটা রেখে দিয়ে একটা চেয়ার টেনে কাছে বসলো আইরিন। নিজের ছোট্ট লেসের রুমালটা বের করে পরম যত্নে হ্যারীর মুখটা মুছে দিলো। একটা মন মাতানো গন্ধ এসে হ্যারীর ভেতরটা দুলিয়ে দিলো। হ্যারীর মনে হলো স্বর্গ থেকে কোন সৌরভ উপহার নিয়ে এসেছে—ওই রুমাল শুধু তার জন্যে।

হুইস্কির কল্যাণে পুরো সেন্স ফিরে এলো হ্যারীর। ভালো করে চোখ মেলে তাকালো। আইরিন অনিন্দ্র সুন্দরী মুখটাকে এখন আরো সুন্দর লাগছে।

'কোথায়, গুলি লেগেছে আমার,' জানতে চাইলো হ্যারী।

'মাথায়,' ছোট করে জবাব দিলো আইরিন, রুমালটা তুললো, রক্তে লাল হয়ে আছে ওটা।

'খুব কি বেশি লেগেছে?'

মাথাটা ঝুঁকিয়ে আঘাতটা একটু পরখ করলো সে। তারপর বললো 'তুমি আসলেই লাকি মার্শাল,' উজ্জ্বল চোখে চাইলো আইরিন, 'এখন কি মাথায় ব্যথা পাচ্ছো?'

'একটু একটু মালুম হচ্ছে ম্যাডাম।'

'এরকম আশ্চর্য কাণ্ড আর দেখিনি আমি। বুলেটটা ঠিক তোমার মাথার খুলিতে একটা দাগ কেটে চলে গেছে। ভেতরে ঢুকেনি।'

'আমি বুঝতে পারিনি সে গোলাঘরে ঘাপটি মেরে ছিলো।'

আপন মনে বিড়বিড় করলো হ্যারী। 'কিন্তু ব্যাটা করছিলো কি এখানে? প্রথমবার ঘরের ভেতরেই ছিলো। তবে রাতে। আজ তো দিন দুপুরে।'

একটা পাত্র থেকে কিছু পানি নিয়ে রুমালটা আবার ভিজিয়ে নিলো আইরিন। তারপর হ্যারীর মাথায় আবার বুলাতে লাগলো। আইরিনের সৌরভের ছোঁয়ায় আরামে আবার চোখ বন্ধ করলো হ্যারী ওই অবস্থাতেই স্বগোক্তির মতো করে বললো, 'লেডি, কি করে এলে তুমি এদিকে?'

'তুমি আমাকে সেই সম্ভাব্য লোকটা সম্পর্কে কোন খবরই দিতে পারোনি তাই আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম।'

'আমি এখনো তার কোন খবর পাইনি'

রুমাল দিয়ে হ্যারীর মাথা মোছা বন্ধ করলো আইরিন। হ্যারীর বন্ধ চোখ দুটোর দিকে তাকালো, 'হোটেলের উপর তলা থেকে তোমাকে ঘোড়ায় চড়ে এদিকেই আসতে দেখেছি আমি।'

'এবং কৌতূহল আর চাপতে পারেনি।'

'ভেবেছিলাম তুমি ডেভিডের খোঁজে যাচ্ছো। তাই একটা বগি ভাড়া করে...'

'আমাকে অনুসরণ করেছো। ভালো। খুশি হয়েছি আমি যে তুমি এসেছো।'

'আমিও মার্শাল। আচ্ছা লোকটা তোমাকে গুলি করলো কেন? কি করছিলো সে এখানে?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো হ্যারী। চোখ মেলে চাইলো। মৃদু কণ্ঠে বললো, 'কথাটা তুমি অনেকবার শুনেছো মিস আইরিন। কিন্তু গ্রীন রিভার কাউন্টিতে আমিই প্রথম তোমাকে বলতে চাই তুমি সুন্দরী।'

হঠাৎ চেহারায় একটা পরিবর্তন ঘটলো আইরিনের। ধূসর দুই চোখের দৃষ্টি ঈষৎ বিস্ফোরিত হলো। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো আইরিন। অস্ফুট কণ্ঠে বললো, 'ধন্যবাদ। সুন্দর কমপ্লিমেণ্টের জন্যে। কিন্তু এখন আমি জানতে চাইলে চাই মার্শাল লোকটা কে? সে গুলি করলো কেন তোমাকে?'

দুই কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসলো হ্যারী। মাথাটা চিন চিন করে উঠলো। একটুক্ষণ সামলে নিলো ব্যাপারটা। তার পর বললো, 'আমার মনে হয় লোকটা তিরিশ হাজার ডলারের সোনা খুঁজে বেড়াচ্ছে। টম তোমাকে বলেনি ও কথা?'

'বলেছে। কিন্তু লোকটা তুমি চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারতো। কিন্তু করলো না কেন?'

সোজা হয়ে বসলো হ্যারী। হুইস্কির গ্লাসটার প্রতি নজর গেলো। হাত বাড়িয়ে নিলো ওটা। ঢকঢক করে ঢেলে দিলো গলায়। ভেতরটা বেশ চাঙা মনে হচ্ছে। আইরিনের দিকে তাকালো। বললো, 'কিছু কিছু লোক আছে ম্যাডাম। যারা কোণঠাসা হয়ে পড়লে আর অপেক্ষা করতে চায় না। অদূরে লুকিয়ে থাকা আমার বন্ধুটা হলো সেই ধরনের একটা লোক।'

'আচ্ছা মার্শাল, তোমার কি কোন আইডিয়া আছে সোনাগুলো

কোথায় ?'

'আপাতত না। কেন ?'

'আমি মনে করি এখন ওগুলো আমার, তাই না ?'

'অবশ্যই, ম্যাডাম।'

'যদি আমি জানতাম সোনাগুলো কোথায় তাহলে আর কাকেও খুন করার আগে ওগুলো আমি লোকটাকে দিয়ে দিতাম।'

উঠে দাঁড়ালো হ্যারী। মাথার ব্যথাটা একটু পরীক্ষা করলো। তারপর দরজার কাছে গিয়ে বাইরে একটু নজর বুলালো। ওখান থেকেই আইরিনের উদ্দেশ্যে বললো, 'তোমার বগিটা কোথায় ম্যাডাম ?'

'গোলাবাড়ির ওদিকে। কেন ?'

দরজার কাছ থেকে ফিরে এলো মার্শাল। কপাল থেকে শুকিয়ে যাওয়া একটা রক্ত কণা খুঁটিয়ে ফেললো, তাকালো আইরিনের দিকে, 'আচ্ছা তুমি যখন আমাকে দেখে এদিকে দৌড়ে আসছিলে তখন কোন অশ্বারোহীকে পালিয়ে যেতে দেখেছো ?'

মাথা নাড়লো আইরিন। শোনেনি ও।

'আমিও তাই ভাবছিলাম,' বললো হ্যারী। 'সেই জন্যেই তোমাকে বলেছিলাম এখানে আসার সময় একটা পিস্তল নিয়ে আসতে। আমার মনে হয় এখনো লোকটা ঐ গোলাঘরেই আছে।' তারপর ঘুরে দাঁড়ালো আবার হ্যারী। পারলার রুমের দিকে এগিয়ে গেলো। গানর‍্যাক থেকে বেছে একটা রাইফেল নিয়ে আসলো। আইরিনের দিকে বাড়িয়ে ধরলো, 'এটা রাখো। এখান

থেকে নড়ো না। আমি আমার বন্দুকটা নিয়ে আসি।'

'সেকি!' বিস্মিত হলো আইরিন। হাত বাড়িয়ে রাইফেলটা নিলো, 'এই অবস্থায় তুমি ওখানে যাচ্ছো আবার? তুমি না বললে লোকটা এখনো ঘাপটি মেরে আছে।'

হাসলো হ্যারী। 'ও তুমি ভেবোনা। আমি অন্য পথে যাচ্ছি।' ঘুরে দাঁড়িয়ে পেছনের দরজার দিকে এগিয়ে গেলো ও। বাড়ীর দেয়াল ঘুরে ক্রল করে গিয়ে একটা ড্রামের পাশে পড়ে থাকা পিস্তলটা কুড়িয়ে নিলো হ্যারী। ঘাড় বাঁকা করে উঠোনের দিকে তাকালো। তার হ্যাটটা ছিন্নবিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়ে আছে। এই খোলা উঠোন পেরিয়ে ওই গোলাঘরের দিকে যাওয়া যাবে না।

এমন সময় দোরগোড়ায় আইরিনকে দেখা গেলো। তার রাইফেল ধরার ভংগী দেখে অবাক হলো হ্যারী। মনে হচ্ছে ফায়ার আর্মস আইরিনের কাছে নতুন নয়।

আইরিনকে সিরিয়াস মনে হলো। গোলাবাড়ীর খড়ের গাদার উপরে ঘাপটি মেরে থাকা আততায়ীর দিকে মাথা কাত করে ইশারা করলো, 'আমি ওকে পাহারা দেবো। তুমি এর মধ্যে উঠোন পেরিয়ে যেতে পারবে।'

চোখ টিপলো হ্যারী আইরিনের দিকে তাকিয়ে। বদলে মুচকি একটা হাসি উপহার দিলো আইরিন।

প্রত্যুত্তরে হাসলো হ্যারী। 'পারবে তো?'

ঘাড় কাত করে সায় দিলো আইরিন, 'ট্রাই মি মার্শাল।'

দরজা পথে নেমে বারান্দার একটা কোণে পজিশন নিলো আইরিন। রাইফেল বাগিয়ে ধরে।

সংকেত দিয়েই আঁকাবাঁকা গতিতে ছুটলো হ্যারী। উঠোনের অর্ধেক মাত্র পেরিয়েছে। অমনি শুনলো রাইফেলের গুলির শব্দ। কোন দিক থেকে এলো ঠিক বুঝতে পারলো না। তবে দৌড়ানো অবস্থাতেই গোলাবাড়ির খুপরী ঘরের দিকে তাক করে পিস্তলের গুলি বর্ষণ করলো পরপর দুবার। তারপর আরো কয়েক লাফে এসে পড়লো গোলাবাড়ির ভেতর।

অন্ধকার গোলাবাড়ির ভেতর দেখা গেলো দুটো ঘোড়া। একটা ওর নিজের। আর একটা আইরিনের ভাড়া করা। তাকে দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো ঘোড়া দুটো।

একটা কাঠের গুঁড়ির সিঁড়ি উপরে খুপরী ঘরে উঠে গেছে। ওই ঘরটায় আততায়ী লুকিয়ে আছে এখন মই বেয়ে উপরে উঠলেই লোকটার নজরে পড়ে যাবে হ্যারী। একটা ব্যাপারে বেশ অবাক হলো হ্যারী। আততায়ী যদি সত্যিই ওখানে থেকে থাকে তাহলে একবারের চেয়ে দুবার গুলি ছুঁড়লো না কেন? নাকি ওকে সিঁড়ি বেয়ে উঠার জন্যে অপেক্ষা করছে খুনী। ইতস্তত করছে মার্শাল, ঠিক এমনি সময় দরজা পথে বাইরে নজর গেলো তার।

দুজন অশ্বারোহীকে ধুলো উড়িয়ে আসতে দেখা গেল। একটু কাছে এগিয়ে আসতেই চিনতে পারলো। হেনরী ফ্রেন্টেনেল আর টম গ্রান্ট। টমকে আসতে দেখে একটু অবাক হলেও মনে

মনে খুশি হয়ে উঠলো ও। এখন তিনজন না চারজনের হাত থেকে চিলেকোঠার বাছাধন পার পাবে না।

গোলাবাড়ির দরজায় মার্শালকে ওই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হেনরী আর টম মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো।

একটু ধাতস্থ হয়েই বললো টম, 'ব্যাপারটা কি মার্শাল? খুব উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে?'

পিস্তলের নল দিয়ে মাথার উপর ইশারা করলো হ্যারী, 'আততায়ী ঘাপটি মেরে আছে। তোমরা দুজন দরজা পথে পাহারায় থাকো। আমি যাচ্ছি ওকে নামাতে।' ফিরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির দিকে এগোলো হ্যারী

উপর দিকে তাকালো টম। বললো, 'তুমি জানো এখনো ওখানে আছে সে।'

'আমি শিওর শেরিফ' মই বেয়ে উঠতে লাগলো হ্যারী। আর্ধেক মাত্র উঠেছে অমনি উপর থেকে একটা গলা ভেসে এলো, 'ঠিক আছে—ঠিক আছে গুলি করার দরকার নেই। আমি নামছি।'

থমকে গেলো হ্যারী। মুখ তুলে চাইলো আবছা একটা মানুষের মুখ দেখা যাচ্ছে।

'নেমে এসো,' হুকুম করলো হ্যারী. 'প্রথমে তোমার হাতিয়ার ফেলো' বলে নিচে নেমে এলো আবার হ্যারী।

একটা কারবাইন পড়লো উপর থেকে। তারপর একটা সিক্স শুটার। তারপর ধীরে ধীরে মই বেয়ে নেমে এলো লোকটা।

ঘোড়াগুলো এক জায়গায় বেঁধে ফিরে এসেছে শেরিফ আর হেনরী। অবাক হয়ে দেখছে ওরা আততায়ীকে। কেউ তাদের বন্দুক বা পিস্তল বের করেনি। হ্যারীও তার পিস্তল হোলস্টারে ভরে রাখলো।

লোকটার সরু মুখাবয়ব। লম্বা লম্বা দুই জোড়া ভ্রু। তীক্ষ্ণ দু'চোখের দৃষ্টি। লম্বা লম্বা হাত পা। ওদের কেউ চিনতে পারলো না ওকে। বয়স হ্যারীর চেয়ে একটু বেশিই হবে।

এগিয়ে এসে টম লোকটায় গা সার্চ করলো। লুকানো কোন অস্ত্র পাওয়া গেলো না। একটু পিছিয়ে এসে গর্জে উঠলো, 'নাম কি তোমার মিস্টার? ওই চিলেকোঠায় কি করছিলে?'

'আমার নাম মরগান হলওয়ার্থ। কিছু একটা দেখার জন্যে উপরে উঠেছিলাম।' তারপর হালকা একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো হ্যারীর দিকে, 'এবং যদি তোমাকে খুন করার ইচ্ছা থাকতো তাহলে অনায়াসেই পারতাম আমি।'

ধীরে সুস্থে হেঁটে কাছে এসে দাঁড়ালো বুড়ো হেনরী, 'মিস্টার হলওয়ার্থ। দয়া করে তোমার জুতোর তলাটা একটু দেখাও আমাকে।

নির্দেশ মতো কাজ করলো মরগান। জুতোর তলাটা খুঁটিয়ে দেখলো হেনরী। তারপর মার্শাল হ্যারীর দিকে ফিরলো, 'তোমাকে যে সব পদ চিহ্নের কথা বলেছিলাম এটা তাদেরই একটা।'

একথা শুনে চোখ পিটপিট করলো মরগান হল।

লোকটার আগাগোড়া পর্যবেক্ষণ করছে হ্যারী। এক সময়

জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি যদি আমাকে খুন করতে না চাও তাহলে গুলি করেছিলে কেন ?'

'প্রথমবার তোমাকে তাড়াবার জন্যে গুলি করেছিলাম। ভেবেছিলাম ঘোড়ায় চড়ে ভাগবে তুমি। কিন্তু আমার ধারণা ভুল হয়েছিলো। আজকেও হঠাৎ তুমি এসে পড়ায় অসুবিধা হলো আমার। তোমাকে আহত করে তোমার ঘোড়াটা নিয়ে পালাবার ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু হঠাৎ মেয়েটা এসে পড়ায় ঝামেলার সৃষ্টি হলো। তোমাকে নিয়ে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গেলো। ভেবেছিলাম তুমি হয়তো নড়াচড়া করতে পারবে না। তাই তোমার বা মেয়েটার ঘোড়া নিয়ে চম্পট দেবার আশায় বেরুতে যাবো। অমনি তোমাকে দেখা গেলো বাড়ীর পিছনে হামাগুড়ি দিতে। তারপর আবার ফিরে আসি এই চিলে কোঠায় উঠে আত্মগোপন করলাম।' এতটুকু বলে কাঁধ ঝাঁকালো হলওয়ার্থ, 'তারপরের ঘটনা তো তুমি জানো।'

হালকা পরিহাসের দৃষ্টিতে হ্যারীকে দেখলো বুড়ো হেনরী, 'মেয়ে কোত্থেকে এলো আবার ?

হ্যারী কিছু বলার আগেই ঘর থেকে রাইফেল হাতে বেরিয়ে এলো আইরিন গল। টম তাকে দেখে টুপীটা খুলে সম্মান জানালো। তারপর হেনরীকে সংক্ষেপে তার পরিচয়টা জানিয়ে দিলো।

অবাক হয়ে আইরিনের দিকে তাকালো হেনরী, 'তুমি সেথ গলের ভাইঝি ?'

আইরিন মাথা নেড়ে সায় দিতেই হেনরীর হঠাৎ খেয়াল হলো সে তার হ্যাট নামায়নি। তাড়াতাড়ি হ্যাট নামিয়ে সম্মান দেখালো ওকে। আসলে আইরিনকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে হেনরী। এরকম সুন্দরী সচরাচর এদিকে দেখা যায় না।

হ্যারীর পাশে এসে দাঁড়ালো আইরিন। কারবাইনের বাঁটটা মাটিতে ঠেকিয়ে রাখলো। মরগান হল ওয়ার্থে দিকে চোখ তুলে তাকালো। মরগান ও হ্যাট নামালো।

টম এবার মরগানকে ধরলো আবার।

'ওই চিলেকোঠায় কি খুঁজছিলে তুমি?' জানতে চাইলো টম। তার গলার স্বর কঠিন শোনালো।

'গলের সোনা খুঁজছিলাম,' বেশ শান্ত স্বরে জবাব দিলো মরগান।

'তোমার পাটনাররা কই?'

'জানিনা। সম্ভবত শহরে।'

বেশ কিছুক্ষণ মরগানকে স্থির দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলো টম। তারপর চাপা স্বরে গর্জন করে উঠলো, 'সেথ গলকে খুন করেছো কেন?

'আমি গল বা অন্য কাউকে খুন করিনি শেরিফ'

'তাহলে কে করেছে নিশ্চয় জানো?'

মরগানের দৃষ্টি বিষণ্ন মনে হলো, 'আমি শুধু আমার কথাই বলতে পারি শেরিফ। অন্যদের সম্পর্কে যদি জানতে চাও তাহলে তাদেরকেই সরাসরি জিজ্ঞেস করো।'

'আমি করবো,' চোয়ালটা দৃঢ় হলো টমের। কোনমতে রাগটা সামলে ঘুরলো।

এতোক্ষণ হ্যারী টম আর মরগানের সংলাপ শুনছিলো। টম ফিরতেই বললো, 'টম তুমি কি মাইককে আটকেছো?'

'হ্যাঁ, ওকে শহরেই পেয়েছি। ঘোড়ায় চড়ে তার র‍্যাঞ্চে যেতে হয়নি।'

মরগানকে লক্ষ্য করলো হ্যারী, 'মিষ্টার মরগান, তোমার সঙ্গী সাথীদের আশে পাশেই পাওয়া যাবে তাইনা?'

'আমি তো বলেছি আমি এখনো জানিনা।'

'এখন থাক এসব আলাপ,' আইরিনের একটা কনুই ধরলো ও। তারপর বগির দিকে হাঁটা দিলো। যেতে যেতে বললো, 'টম, বন্দীকে আমার ঘোড়ায় তুলে দাও। বগিতে আমি আর মিস আইরিন উঠবো।'

আবার ঘুরে মরগানের দিকে ফিরলো শেরিফ, 'তোমার ঘোড়ার কি হলো।'

মুখটা ঈষৎ বিকৃত করলো মরগান, 'আর বলবেন না। একটা খুঁটিতে বেঁধে এই চিলেকোঠায় উঠে এসেছিলাম। কি জানি কি হলো। কোন ইঁদুর হয়তো নাকে ঢুকে সুড়সুড়ি দিয়েছিলো ওকে। বাঁধন খুলে ছুট লাগিয়েছে। স্পষ্ট দেখেছি সোজা দক্ষিণ মুখে ছুটতে। যেন শয়তান তাড়া করছে ওকে।'

'ঠিক আছে, এসো আমাদের সাথে।' টম ঘুরে বুড়ো হেনরীর দিকে ফিরলো, 'তুমি কি আমাদের সাথে শহরে যাবে?'

মাথা নাড়লো হেনরী, 'না টম। এখন বাড়ী যাবো। আমার ছেলেরা কদ্দূর কি খবর পেলো তাও দেখতে হবে।' থেমে টমের মলিন চেহারা দেখে একটু হাসলো। তারপর বললো, 'চিন্তা করো না। যা কিছু ইন্টারেষ্টিং খবর পাবো শহরে গিয়ে তোমাদের জানাবো। ওকে?'

'হ্যা,' বললো টম গ্রান্ট, 'এবার থেকে আমাদের দুজনকেই বলো।' বাঁকা হাসি ফুটলো তার মুখে।

মোঃ রোকনুজ্জামান রনি
ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা
বই নং-.....
বই এর ধরন-.....

সাত

বন্দী মরগান হলওয়ার্থকে নিয়ে যাবার সময় হার্ডউইকের দোকানের সামনে নজর বুলালো হ্যারী। ট্রেসী ওয়াটসনকে দেখা গেলো না। মেয়েটাকে গত দু'দিন ধরে দেখা যাচ্ছে না। কোথায় যেন হঠাৎ গায়েব হয়ে গেছে। নাকি ইয়ংসভিল ছেড়ে চলে গেছে? কে জানে।

অফিসের দরজা ঠেলা দিতেই খুলে গেলো। মরগানকে ঠেলা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো হ্যারী। তারপর নিজে ঢুকলো। এবং দুজনেই যুগপৎ থমকে দাঁড়ালো।

একটা চেয়ারের পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে বসে আছে ট্রেসী ওয়াটসন। তেমনি পরনে কাউবয় পোষাক তবে মাথায় হ্যাটটা পরেনি ট্রেসী। সোনালী চুলগুলো ছড়িয়ে আছে কাঁধের উপর। জ্যাকেটের বোতাম খোলা। ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে স্ফীত দুই মাংস পিণ্ড।

ওদের ঢুকতে দেখে চোখ তুলে চাইলো ট্রেসী। হ্যারীর

সাথে মরগানকে দেখে একটা পরিচিতির আভা ফুটে উঠলো তার চোখে মুখে। মরগান ও তাকে দেখে চমকে উঠলো মনে হলো। দুজনে দৃষ্টি বিনিময় করলো। হ্যারীকে পাত্তা না দিয়ে মরগানের দিকে চোখ পাকিয়ে বলে উঠলো, 'মিষ্টার মরগান যে! হঠাৎ কোত্থেকে উদয় হলে? ওরা পাকড়াও করলো কিভাবে তোমাকে?'

কোন উত্তর দিলো না মরগান। সে ভাবছে ট্রেসী এখানে কি করছে? নিশ্চয় ডাভ লর্ডের কোন খোঁজ জানে ও। কিন্তু এখানে মার্শালের সামনে ও ব্যাপারে খোঁজ খবর নেয়া ঠিক হবে না।

আসলে সোনার ব্যাপারে খবর পেয়ে ওরা এক সাথে বেরিয়ে ছিলো টেক্সাস থেকে। ট্রেসী ওয়াটসন, ডাভ লর্ড ও নিজে আর কয়েকজন বন্ধু। কিন্তু এখানে এসে সেথ গল খুন হবার পর ডাভ লর্ড কোথায় যেনো উধাও হয়ে গেছে। ওকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ট্রেসীকে ভালোবাসে ডাভ। মরগান ডাভের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু।

তবে ডাভের বান্ধবী হিসেবে ট্রেসী ওয়াটসনকে মনে মনে পছন্দ করে না মরগান। ট্রেসী মেয়েটা চরিত্রহীনা। তার অনেক কুকর্মের কথা জানে মরগান কিন্তু ডাভ জানে না। ডাভ জানতে ও চায় না। ট্রেসী ওকে এমন মোহের বাঁধনে বেঁধেছে যা যে কোন যুবকের পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া কঠিন। ট্রেসী ডাভকে নিয়ে প্ল্যান প্রোগ্রাম করেই এখানে এসেছে। প্রথমে ডাভ আসতে

রাজী ছিলো না। সেথ গল যে ওর বাবা তা ও স্বীকার করতে চায়নি। কিন্তু ট্রেসী তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাজী করায়। ট্রেসীর যুক্তি হলো সে কোন দুঃখে তার অধিকার গ্রহণ করবেনা? তাই ওরা সবাই দল বেঁধে এসেছিলো সোনাগুলো চুরি করে হাতিয়ে নেবার জন্যে। কিন্তু এর মধ্যেই যে সেথ খুন হয়ে যাবে তা কেউ ভাবতেই পারেনি।

কোন কথা না বলে একটা চেয়ারে বসে পড়লো মরগান।

হ্যারী দরজাটা বন্ধ করে অফিসের ভেতরে ওয়াশ বেসিনটায় হাত মুখ ধুয়ে নিলো। ট্রেসীকে দেখে খুশিই হলো ও।

তারপর নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলো। মরগানের দিকে না চেয়ে সরাসরি তাকালো ট্রেসীর দিকে।

'তারপর কি খবর মিস ট্রেসী ওয়াটসন? দোকানের সামনের টুল বাদ দিয়ে হঠাৎ আমার অফিসের চেয়ার পছন্দ হলো কেনো তোমার?' বললো হ্যারী।

একটু মুচকি হাসলো ট্রেসী। এক পা বদল করে আর এক পায়ে উঠালো। দু'হাত চেয়ারের দু'পাশে ঠেস দিয়ে মুচকি হেসে হ্যারীর দিকে তাকালো।

'তোমার সাথে কেন জানি একটু আলাপ করতে ইচ্ছে হলো মার্শাল। তা মিষ্টার মরগানকে বেঁধেছো কেন?'

'সে আমার প্রতি দুবার গুলি ছুড়েছে,' বললো হ্যারী, 'শেষ বার তো আর একটু হলে আমার দফা রফা করে দিয়েছিলো। ডিউটিরত ডেপুটি ইউ এস মার্শালকে হত্যার প্রচেষ্টার অভিযোগে

তাকে বন্দী করা হয়েছে।'

বেশ একটু অবাক দেখালো ট্রেসীকে। মরগানের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালো, 'আমাকে কি বিশ্বাস করতে হবে যে তুমি মার্শালের সাথে পরাজয় বরণ করে বন্দী হয়েছো মরগান?'

'পারিনি,' শান্ত মরগানের কণ্ঠ, 'মার্শাল আমার চেয়ে ক্ষিপ্র এবং চালাক।'

'কোথায় তোমাদের দেখা হয়েছে মার্শাল?' হ্যারীর দিকে ফিরে জানতে চাইলো ট্রেসী। তার চোখ দুটো কেমন যেন জ্বলজ্বল করছে।

'কেন। সেথ গলের ব্যাঙ্ক হাউসে?'

কি যেন বলতে গিয়েও হঠাৎ সামলে নিলো ট্রেসী। মরগানের দিকে ফিরলো, 'সোনা খুঁজছিলে বুঝি?' কেমন যেনো একটা ব্যাঙ্গ ঝরে পড়লো ট্রেসীর কণ্ঠে।

'হ্যাঁ,' বললো হ্যারী, 'আমাকে বলেছে ও?'

মরগান কোন কথা বললো না।

ট্রেসী হ্যারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো, 'মার্শাল, একটা খবর তোমাকে জানাবার জন্যে এসেছি আমি। আমরা এসেছি এই শহরে সেথ গলের সোনার খোঁজে। তার একমাত্র ছেলে ডাভ লর্ড টেক্সাস থেকে এসেছে তার পাওনা বুঝে নিতে।'

চমকে উঠলো হ্যারী, 'ডাভ লর্ড। কোথায় সে?'

'আমাদের সাথেই আছে সে। যদি চাওতো কালই তোমার সাথে দেখা করবে ডাভ।'

ঝট করে ট্রেসীর দিকে ফিরে চাইলো মরগান। কিন্তু ট্রেসীর জ্বলন্ত দৃষ্টিতে কিসের যেন ইঙ্গিত দেখতে পেয়ে কিছু বললো না। মনে মনে অবাক হচ্ছে ও, ডাভ কদিন থেকে নিখোঁজ। হঠাৎ ট্রেসী ডাভের কথা বলছে কেন? তাহলে কি ফিরে এসেছে ডাভ!

'কিন্তু ম্যাডাম,' টেবিলের উপর একটা আঙুল ঠুকলো হ্যারী, 'এখনো আমি বুঝতে পারলাম না, তোমার সাথে ডাভের কি সম্পর্ক?'

'ডাভ আমার ফিয়াঁসে। সোজা কথায় যাকে বলে বান্ধবী।'

'আই সি!' কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করলো মার্শাল হ্যারী। মনে পড়লো সেই গোলাবাড়ির ঘটনাটা। ঐ হট লোকটাকে বোঝা যাচ্ছে না। ও যে ডাভ নয় সে ব্যাপারে নিশ্চিত হ্যারী। ডাভের বেশ বান্ধবী বটে। গোপনে অপর বন্ধুর সাথে মিলিত হয়।

'তোমার কটা বন্ধু আছে, ট্রেসী?' আচমকা মেয়েটাকে প্রশ্ন করলো হ্যারী।

একটু যেনো থতমত খেলো ট্রেসী। কিন্তু মুহূর্তে তা সামলে নিলো। হেসে বললো, 'বন্ধু বেশি থাকা কি অপরাধ মার্শাল?'

'তা না।' বললো হ্যারী। প্রসঙ্গ পাল্টালো ও, 'আচ্ছা ডাভ লর্ডের বদলে তুমি আমার সাথে দেখা করতে এলে কেনো? ডাভ লর্ড কি তোমার চেয়েও লাজুক প্রকৃতির?'

'গতকালই মাত্র ডাভ এসেছে শহরে। বেশ টায়ার্ড বলে রেস্ট নিচ্ছে হোটেলে। তোমাকে খবরটা জানানো উচিত বলে আমাকে পাঠালো।'

'ঠিক আছে, মিস ট্রেসী।' বললো হ্যারী, 'কিন্তু তার আগে বলো কেন খুন করলে তোমরা সেথ গলকে? সম্পত্তির লোভে?'

চট করে একবার মরগানের দিকে চাইলো ট্রেসী। তারপর হ্যারীর দিকে, 'আমরা খুন করিনি মার্শাল। কোন রকম প্রমাণ ছাড়াই তুমি বলতে পারো না কাউকে যে তুমি খুন করেছো।' পায়ের উপর থেকে পা নামালো ও।

'তাহলে কে খুন করেছে? সব এলিবাই তো তোমাদের বিরুদ্ধেই যাচ্ছে।'

'তাহলে আমাদের হাজতে পুরলেই পারো।' বেশ একটু রুক্ষ শোনালো ট্রেসীর কণ্ঠ।

'অত চটবার দরকার নেই ট্রেসী।' শান্ত স্বরে বললো হ্যারী, 'আমি বলছি সম্ভাবনার কথা। একজন ল'মেন হিসেবে সবাইকে সন্দেহ করার অধিকার আমার আছে।'

'আমরাও সেথ গলের খুনীকে খুঁজছি মার্শাল।' এতোক্ষণ পর মুখ খুললো মরগান হলওয়ার্থ।

তার দিকে ফিরলো হ্যারী। মরগানকে লক্ষ্য করলো। তারপর বললো, 'কে কাকে খুঁজছে সেটা প্রমাণ করার সময় এখনো আসেনি মিস্টার হলওয়ার্থ।'

বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলো হ্যারী। ঘরে ঢুকলো শেরিফ টম গ্রাণ্ট। দুজনের চোখাচোখি হলো।

ঘরের চারদিকে চোখ বুলালো টম। ট্রেসীর প্রতি চোখ পড়তেই

থমকে দাঁড়ালো ওর দৃষ্টি। চোখদুটো ছোট হয়ে গেলো টমের, 'তুমি এখানে কি করছো?'

'কেন শেরিফ, তোমার কোন অসুবিধা হচ্ছে নাকি?' তির্যক ভঙ্গিতে বললো ট্রেসী।

'ও আমার সাথে কথা বলতে এসেছে,' টমকে বললো হ্যারী, 'এখন বলো আর কি খবর। নতুন কোন সংবাদ পেলে?'

'না,' বললো টম, 'আমি এসেছি মিস্টার মরগান হলওয়ার্থকে নিয়ে যেতে। এই কেসের কোন সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত ওকে কিছু দিন তালাবদ্ধ করে রাখতে চাই।'

'ওকে তুমি নিয়ে যেতে পারো।' বললো হ্যারী। হেঁটে গিয়ে আবার তার চেয়ারে বসলো। 'তবে যাবার আগে একটা নতুন খবর শুনে যাও। সেথ গলের একমাত্র ছেলে ডাভ লর্ড ফিরে এসেছে।' আর ট্রেসীর দিকে ইঙ্গিত করলো হ্যারী, 'মিস ওয়াটসন হলো ডাভ লর্ডের বান্ধবী মানে গার্ল ফ্রেণ্ড।'

ঘাড় ঘুরিয়ে ট্রেসীর প্রতি আর একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি হানলো টম। কিন্তু কিছুই বললো না। হ্যারীর দিকে আবার ফিরলো, 'কই ডাভ লর্ড?'

'মিস ট্রেসী বললো হোটেলে বিশ্রাম নিচ্ছে। কাল সকালে দেখা করবে।'

'ভালো।' বললো টম, 'তা আমি এখন যেতে পারি? আর কোন কথা?'

'না টম, এবার যেতে পারো তোমার বন্দীকে নিয়ে।'

আর কোন কথা না বলে মরগান হলওয়ার্থকে নিয়ে চলে গেল শেরিফ।

শেরিফ চলে যেতেই ট্রেসী বলে উঠলো, 'বুড়ো ভাল্লুকটা আমাকে দেখলেই অমন চটে কেন বুঝলাম না। ব্যাটা শেরিফ না ছাই।'

'তোমার মন ক্ষুণ্ণ হবার কোন কারণ নেই মিস ট্রেসী।' মৃদু হেসে বললো হ্যারী, 'নিজের দায়িত্ব পালনে অত্যন্ত সতর্ক লোক শেরিফ টম গ্রান্ট।'

'তুমি চমৎকার লোক মার্শাল,' আচমকা বলে উঠলো ট্রেসী, 'টমের সাথে তোমার আকাশ পাতাল ফারাক। তোমার মতো সুপুরুষ আমি খুব কম দেখেছি।'

'তাই নাকি?' চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বসলো হ্যারী।

'তুমি বিয়ে করেছো মার্শাল?'

'উঁহুঁ, ওই ভাগ্যটা এখনো হয়নি আমার।'

কৌতুক কণ্ঠে হেসে উঠলো ট্রেসী। নিজের দুই নিতম্ব উরুতে হাত রেখে চাপ দিলো একটা বিশেষ ভংগিতে, 'কাউকে কোনদিন কি মনে ধরেছে? মানে ভালোবেসেছো কাউকে?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?' হাসলো না হ্যারী, কঠিন দৃষ্টিতে চাইলো ট্রেসীর দিকে।

'না এমনি বলছিলাম আর কি।' অপ্রস্তুত হলো ট্রেসী, 'রাগ করলে নাকি?' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ও।

'তুমি এখন যেতে পারো মিস।' আদেশের মতো শোনালো

হ্যারীর কণ্ঠ, 'আগামী কাল ডাভ লর্ডকে নিয়ে আমার সাথে দেখা করবে ?'

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবলো ট্রেসী। তার পর কোন কথা না বলে অফিসরুম থেকে বেরিয়ে গেলো।

আট

মার্শালের অফিস থেকে বেরিয়েই সোজা নিজের ঘোড়ার কাছে ফিরে এলো ট্রেসী। ওটাকে আস্তাবলের ভেতরে এক কোণে বেধে রেখে আবার বেরিয়ে এলো। বিকেল হয়ে গেছে অনেক আগে। সূর্য ডোবার আর বেশি দেরি নেই। হেঁটে শহর থেকে বেরিয়ে এলো ট্রেসী। একটা জংগলাকীর্ণ পথ ধরলো কিছুক্ষণ পর। আশে পাশে ভালো করে দেখে নিলো কেউ আছে কিনা বা তাকে লক্ষ্য করছে কিনা।

জংগলের পথটা দিয়ে কিছুক্ষণ দ্রুত গতিতে হাঁটার পর একটা ওক গাছের নিচে এসে হাজির হলো ও গাছটার পাশে একটা মাসট্যাং বাঁধা রয়েছে জিনসহ ওটার পিঠে সওয়ার হলো ট্রেসী। তারপর ঘোড়া ছোটালো।

সাধারণের ব্যবহারের ট্রেইল বাদ দিয়ে গোপন একটা ট্রেইল ধরলো ট্রেসী।

ডাক সাইটে আউট'ল স্কট ডোরেন আজ কদিন ধরে একটা

পাহাড়ের অধিত্যকায় ক্যাম্প করেছে। তার সাথে রয়েছে আরো তিনজন রাইডার। চার্লি গ্রাফ, ভনগুট আর উইলিয়াম। এর মধ্যে চার্লি গ্রাফ ছাড়া অপর দুজনকে ভাড়া করেছে স্কট ডোরেন। এই মুহূর্তে চার্লি ইয়ংসভিল শহরের এক হোটেলে অবস্থান করছে।

স্কটের ক্যাম্পে একজন বন্দী রয়েছে। বন্দীটা আর কেউ নয়—ডেভিড লর্ড ওরফে ডাভ লর্ড। সেথ গলের একমাত্র ছেলে।

বিশালকায় একটা পাহাড়ী ফাটলের ভেতরে স্কটদের ক্যাম্প। ফাটল গুহার বাইরে অধিত্যকায় উঠার একমাত্র পথটা পাহারা দিচ্ছে ভনগুট। গুহার ভেতর আলো জ্বলছে। স্কট আর উইলিয়াম মৃদু আলাপে রত। গুহাটার একেবারে ভেতর দিকে পাশে আর একটা ছোট আকারের ফাটল। ওখানে হাত পা বাধা অবস্থায় পড়ে আছে ডাভ।

গুহার সামনে একটা চুলায় মাংস রান্না হচ্ছে। ঠিক রান্না নয়। বিশাল এক প্যানে নুন মসলা মাখিয়ে তুলে দেয়া হয়েছে চুলার উপর। উইলিয়াম একটা খুন্তি দিয়ে মাঝে মাঝে নেড়ে দিচ্ছে মাংস।

'আর কতদিন এভাবে থাকতে হবে আমাদের কে জানে,' প্যানের মাংস খুন্তি দিয়ে নাড়তে নাড়তে বললো উইলিয়াম, 'ব্যাটা সোনার কথা বলবে না মনে হচ্ছে।'

স্কট তার পিস্তলের নলটায় তেল মাখাচ্ছিলো। উইলিয়া

মের কথাটা শুনে বললো, 'সোনার কথা বলাবোই ওকে। কি করে কথা আদায় করতে হয় ভালোই জানা আছে আমার।' তারপর উইলিয়ামের দিকে মুখ তুলে চাইলো. 'মাংসটা হলো তোমার ?'

'এই তো হয়ে এলো বলে।' খুন্তি দিয়ে একটা মাংসের টুকরো তুলে নিয়ে আঙ্গুল দিয়ে টিপে পরীক্ষা করলো, 'এখনো ভালোভাবে সেদ্ধ হয়নি।'

এমন সময় বাইরে একটা শীস দেয়ার শব্দ শোনা গেলো। পর পর আরো দুবার। ওদের পরিচিত শীস।

উঠে দাঁড়ালো স্কট। 'ওই এলো বোধহয় কেউ।'

'ট্রেসী আসার কথা ছিলো না ?' জানতে চাইলে উইলিয়ামস।

'হ্যাঁ।' গুহার বাইরে বেরিয়ে গেলো স্কট। কয়েক পা এগিয়ে গেলো অন্ধকারে।

একটু পর ভনগুটের সাথে ট্রেসীকে আসতে দেখা গেলো।

'উহ্ স্কট,' একটু হাঁপাচ্ছে ট্রেসী, 'দুবার ট্র্যাক বদল করেছি আমি। সে জন্যেই এতো দেরী হলো।' এগিয়ে এসে স্কটের পাশ ঘেষে দাঁড়ালো ট্রেসী।

ট্রেসীর কোমরে একটা হাত দিয়ে ধরলো স্কট। তারপর গুহার দিকে এগিয়ে গেলো, 'ঘোড়াটা কোথায় রেখেছো ?'

'নিচেই। একটা ঝোপের ভেতরে।'

'তুমি কি শিওর যে আসার সময় কেউ ফলো করেনি তোমাকে ?'

'মোর দেন শিওর।' কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ করে ঘাড় ডেনজার গার্ল ১১১

ফেরালো ট্রেসী. 'তুমি কি মনে করো আমি একেবারেই আনাড়ী। দশ বছর ধরে টেক্সাসে আউটলদের সাথে কাটিয়েছি। সেটা মনে রেখো।'

'এই তো আমাদের মিসট্রেস এসে গেছে।' প্যানটা চুলার উপর থেকে নামাতে নামাতে বললো উইলিয়াম।

'এই শালা উইলী,' স্কটের হাত ছাড়িয়ে প্রায় দৌড়ে গেলো ট্রেসী। 'কি রেঁধেছিস দেখি।' নিচু হয়ে প্যানের উপর গন্ধ শুকলো, 'বাহ চমৎকার গন্ধ বেরুচ্ছে তো। খরগোসের গোশত মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, খরগোসেরই।' প্যান রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালো উইলিয়াম, 'আজ দুপুরেই আমি ধরেছি দুটো।'

একটা চামচ নিয়ে প্যান থেকে মাংস তুলে নিলো ট্রেসী। একটা টুকরো মুখে তুললো ও

পিছনে স্কট ডোরেন এসে দাঁড়ালো। তার পিস্তলের চেম্বার গুলি ভরতে ভরতে ট্রেসীর উদ্দেশ্যে বললো, 'ওদিকের খবর কি? চার্লি কি অবস্থায় আছে?'

'ও হ্যাঁ, স্কট,' ট্রেসী মাংসের চামচটা উইলিয়ামের হাতে ধরিয়ে দিয়ে স্কটকে একদিকে টেনে নিয়ে গেলো,' তোমার সাথে জরুরী কিছু আলাপ আছে।'

গুহা মুখ থেকে অদূরে দেয়াল ঘেঁষে বসলো ট্রেসী। স্কটও প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে ট্রেসীর পাশে বসলো

'প্রথমেই একটা খারাপ খবর,' স্কটের দিকে চোখ তুলে চাইলো

ট্রেসী, 'মরগান হলওয়ার্থ ধরা পড়েছে।'

'আমার তো মনে হয় ভালোই হলো,' বললো স্কট, 'এখন ডাভ লর্ড কোথায় আছে তা আর খুঁজে বের করতে পারবে না ব্যাটা মার্শাল।'

মাথা নাড়লো ট্রেসী, 'কিন্তু আমি চিন্তা করছি অন্য কথা। আসল ডাভকে তো ও চিনে। চার্লিকে যে আমরা ডাভ বলে চালাবো তা যদি ও টের পেয়ে যায়?'

'তুমি ভয় পাচ্ছো, তাহলে ও ব্যাপারটা ওদের কাছে ফাঁস করে দেবে, এই তো?'

মাথা নাড়লো ট্রেসী, 'হ্যাঁ, তখন গোটা ব্যাপারটাই লেজে গোবরে হয়ে যাবে।'

দুটো থালায় করে রুটি আর মাংস নিয়ে এলো উইলী। ট্রেসী আর স্কটের সামনে রাখলো। স্কটের উদ্দেশ্যে দৃষ্টি ফেরালো ও, 'ডাভকে কি খেতে দেবো?'

স্কট কিছু বলার আগে ট্রেসী বলে উঠলো, 'এখন না। আমিই নিয়ে যাবো ওর জন্যে খাবার।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলে গেলো উইলী। চুলার পাশে গিয়ে বসলো নিজের থালা নিয়ে।

স্কট খাবারে মন দিলো। রুটি দিয়ে গোশত মুখে তুলতে তুলতে বললো, 'আমার একটা আইডিয়া ছিলো।' ট্রেসীকে লক্ষ্য করলো ও।

'কি?' খেতে খেতে মুখ তুললো ট্রেসী।

'মরগানকে শেষ করে দিলেই সব দিক থেকে ভালো। ও জীবিত থাকলে আমাদের কোন লাভ নেই। অনেক ভেবে দেখেছি আমি। এতো দিন তোমার দলের লোক বলে কিছু বলিনি আমি।'

'হুঁ,' মাথা দুলালো ট্রেসী 'কিন্তু ভাবছি সোনার ব্যাপারটা। ডাভ সোনার কথা জানে। সেই সাথে মরগান ও জানতে পারে। তাই আমার প্ল্যান ছিলো মরগানকে একবার চেষ্টা করবো আমি। সোনার কোন হদিস বের করা যায় কিনা।'

'কোন লাভ নেই,' মাথা নাড়লো স্কট ডোরেন, 'মরগানকে তোমার চেয়ে আমিই ভালো চিনি। মুখ খুলবে না ওই হারামজাদা। দেরি হলে বরং হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবে ও। মার্শাল হ্যারীকে ও আসল ডাভের কথা বলে দেবে।'

'তা বটে।' নিরবে কি যেনো ভাবলো ট্রেসী। তারপর বললো, 'ডাভের খবর কি? মুখ খুলেছে।'

'না। মনে হয় খুলবেও না। আমি ওকে শেষ পর্যন্ত মেরেই ফেলবো—যদি মুখ না খুলে।' খাবার শেষ করে উঠে দাঁড়ালো ও, 'তুমি একবার চেষ্টা করে দেখো শেষ বারের মতো। হাজার হোক তুমি ওর প্রেমিকা। বলতেও পারে।'

ট্রেসীরও খাবার শেষ হয়েছে। জ্যাকেটের গায়ে হাত মুছে উঠে দাঁড়ালো ও। স্কটের কোমরে গোঁজা গানটার দিকে নজর গেলো ওর। 'কোথাও বেরুচ্ছো নাকি?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল স্কট। তারপর চোখ তুলে ট্রেসীকে প্রশ্ন

ডেনজার গার্ল

করলো, 'তুমি আসার সময় শেরিফ বা মার্শাল কে কোথায় ছিলো বলতে পারো ?'

'ওদেরকে নিজেদের অফিসেই দেখে এসেছি। ও আর একটা কথা,' কি যেন মনে পড়লো ট্রেসীর, 'শুনেছো নিশ্চয় শহরে একটা নতুন মেয়ে এসেছে।'

'হ্যাঁ। কে মেয়েটি ?'

'সেথ গলের ভাইঝি। সে ও নাকি তার চাচাতো ভাই ডাভ লর্ডকে খুঁজছে।'

'ভালোই তো।' হাসলো স্কট, 'ডাভের সাথে ওর দেখা করিয়ে দাও।'

'কাল সকালেই মার্শালের অফিসে নিয়ে যাবো ওকে। তারপর কি হয় পরে দেখা যাবে।'

'ভালো মতো সব শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছো তো চালিকে ?'

'সেটা আমাকে তোমার শেখাতে হবে না।'

'গুড ?' হাত দিয়ে থাপ করে এক চড় দিলো ট্রেসীর ভরাট পাছায় ডোরেন, এক হাতে জড়িয়ে ধরে ট্রেসীর গালে একটা চুমু খেলো, 'সত্যিই তোমার তুলনা নেই ট্রেসী। তাহলে চললাম আমি।' ঘুরে দাঁড়ালো, 'তুমি তোমার প্রিয়তমের কাছে যাও। দেখো কিছু আদায় করতে পারো কিনা।'

'দেখো স্কট। মারলে ঠিকভাবেই মেরো মরগানকে। যাই করো, আহত করে রেখে দিও না।'

কিছু বললো না স্কট ডোরেন। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলো ও গুহা

থেকে বাইরের অন্ধকারে।

ডোরেন বেরিয়ে যেতেই উইলীর পাশে এসে দাঁড়ালো ট্রেসী, 'ডাভের খাবারের থালাটা দাও তো উইলী।'

'এই যে,' থালাটা বাড়িয়ে দিলো উইলী। কুঁতকুঁতে একটা দৃষ্টি মেলে ট্রেসীর আপাদমস্তক পরখ করছে ও, 'তুমি সবসময় ছেলেদের মতো পোষাক পরে থাকো কেনো বলোতো। এই সব পোষাক পরে থাকলে আসলে তোমার সৌন্দর্যটা পুরোপুরি উপভোগ করতে পারি না আমি।'

আংগুল দিয়ে জ্যাকেটের চেনটা পুরো খুলে দিলো ট্রেসী। ভেতরে পাতলা একটি গেঞ্জির আড়ালে ওর বিশাল বুকের স্ফীত ভাব প্রকট হয়ে উঠলো। মাথার হ্যাটটা ও খুলে দূরে ছুঁড়ে দিলো। একরাশ সোনালী চুলের থোকা কাঁধে লুটিয়ে পড়লো ট্রেসীর। মদালসা চোখ তুলে উইলীর দিকে তাকালো, 'এখন কেমন লাগছে উইলী?'

'অপূর্ব। সত্যিই মেয়ের মতো তুমি।' কাছে এগিয়ে এলো উইলী। ঠোঁটে একটা দুষ্টুমীর হাসি, 'তোমার ওই বুকটায় একটু হাত রাখতে পারি?'

'অবশ্যই রাখবে উইলী। তবে এখন না। আগে ডাভের কাজটা সেরে নেই।' একটা হিল্লোল কটাক্ষ হেনে উইলীর হাত থেকে খাবারের থালাটা নিয়ে ঘুরলো ট্রেসী। যেতে যেতে বললো, 'আলোটা নিয়ে এসো উইলী।'

হারিকেনটা নিয়ে ট্রেসীর পিছু পিছু রওয়ানা দিলো উইলী।

গুহাটার একেবারে শেষ মাথায় পাশের একটা উপগুহার ভেতরে হাত পা বাধা অবস্থায় পড়ে আছে এক যুবক। ডাভ লর্ড। আজ দুদিন ধরে এক পেট আধ পেট খেয়ে খেয়ে ওর শরীর একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছে। স্কট ডোরেন অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছে ওর উপর। তবুও সোনার কথা বলেনি ও। এবং বলবেও না। ও জানে সোনা কোথায় আছে জানার সাথে সাথে তারা ওকে মেরে ফেলবে।

তারচেয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত মুখ খুলবে না ততক্ষণ পর্যন্ত বাঁচার একটা আশা আছে। সবচেয়ে বেশি হতাশা হয়েছে ডাভ ট্রেসীর ব্যাপারে। ট্রেসী তার সাথে এইভাবে বেঈমানী করবে ভাবতেও পারেনি ও। টেক্সাসে থাকতেই ট্রেসী ওয়াটসনের সাথে পরিচয় হয়েছিলো ওর। ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াতো ট্রেসী। তার সাথে দেখা হবার আর কোথাও যায়নি। দুজন দুজনকে ভালো বেসেছিলো। এমনি সময় খবর পেলো গ্রীন রিভার কাউন্টিতে সেথ গলের অনেক গুপ্তধন রয়েছে। সোনার মোহর। সেথ গল হলো তার বাবা।

কিন্তু যখন থেকে জেনেছিলো ডাভ যে সেথ গল তার জন্মের পর তাকে এই দূরদেশে নির্বাসন দিয়ে তাকে ত্যাগ করেছে। তখন থেকেই বাবার প্রতি প্রচণ্ড একটা ঘৃণা কুরে কুরে বিস্তার লাভ করেছিলো ওর ভেতরে। সেথ গলকে সে বাবা বলে মানতে চায়নি কোন দিন। তার বিশাল সম্পত্তির লোভও ছিলো না তার।

কিন্তু ট্রেসী তাকে টিকতে দিলো না। সে যুক্তি দেখালো কোন দুঃখে ডাভ তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে? সেথ গলের এতো সম্পদ ভোগ করার কেউ নেই। তার কাছ থেকে সোনাগুলো আদায় করতে দোষ কি? নেহাত সেথের কাছে থাকতে না চাইলেও তার কাছ থেকে সোনাগুলো অন্তত নিয়ে আসা যায়। সেই উদ্দেশ্যে বন্ধু মরগানকে নিয়ে ও আর ট্রেসী গ্রীন রিভার কাউন্টিতে আসে। বাবার সাথে দেখাও করে।

প্রথমে সেথ গল তাকে ফিরিয়ে দেয়। দ্বিতীয়বার যখন সেথ গলের কাছে যায় ও তার একটু আগে কে যেনো তাকে গুলি করেছে। ডাভের সাড়া পেয়ে পালিয়ে যায় আততায়ী। কিন্তু মরার আগে সোনা এবং আততায়ীর পরিচয় বলে যায় সেথ।

আততায়ীর পরিচয় পাওয়ার পর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে ডাভ লর্ডের। তার প্রিয় প্রেমিকা ট্রেসী ওয়াটসন খুন করেছে সেথ গলকে। তারপর সব কিছুই যেন ওলট পালট হয়ে যায়।

ভেতরে ভেতরে যে ট্রেসী গুণ্ডা ভাড়া করেছিলো তা ঘুণাক্ষরে টের পায়নি ডাভ। ট্রেসীর কাছে কৈফিয়ত চাইতে গিয়ে উল্টো ট্রেসী আর তার ভাড়াটে গুণ্ডাদের হাতে বন্দী হয় ডাভ। ও যে বন্দী হয়েছে তা মরগান জানতো না। তাকে বুঝ দেয়া হয়েছিলো যে ডাভ প্রচণ্ড আক্রোশ তার বাবাকে খুন করে

পালিয়েছে।

এখন ডাইনী ট্রেসী আর তার গুণ্ডাবাহিনীর হাতে বন্দী হয়ে মৃত্যুর প্রহর গুণছে ডাভ।

হারিকেন নিয়ে উইলী আর ট্রেসী এসে থামলো ডাভের সামনে। হারিকেনটা একটা খুঁটির উপর আটকে দিয়ে নিরবে দাঁড়িয়ে রইলো উইলী।

'ডাভ। জেগে আছো তুমি?' খাবার থালাটা নিয়ে ডাভের পাশে গিয়ে বসলো ট্রেসী, 'এই যে দেখো, তোমার জন্যে খাবার নিয়ে এসেছি।'

খড়ের একটা বিছানায় কুঁকড়ে পড়ে আছে ডাভ। ট্রেসীর কণ্ঠস্বরে মুখ তুলে চাইলো। প্রচণ্ড ঘৃণায় দুই চোখের দৃষ্টি ওর ভারি হয়ে গেলো। 'থুঃ' করে মাটিতে একদলা থুতু ফেললো ডাভ, 'তোমার খাবারের নিকুচি করি। একবার বাঁধনটা খুলে দিয়ে দেখ না কি অবস্থা করি তোর।'

'আ, হা-হা,' ব্যাঙ্গাত্মক কণ্ঠে বলে উঠলো ট্রেসী' 'অতো চটছো কেন ডাভ। তোমাকে তো ছেড়ে দেবো আমি। হাজার হোক অনেক দিনের সাথী।' এক হাতে ডাভের মাথায় হাত বুলালো, 'লক্ষ্মীটি আমার অবুঝ হচ্ছো কেন ··· '

ঝাঁকি দিয়ে মাথা সরানোর চেষ্টা করলো ডাভ, 'হাত সরা। তোর ওই পাপের হাত দিয়ে আমাকে ছুঁসনে।'

'দেখো ডাভ,' থালাটা একপাশে রেখে দিলো ট্রেসী, 'তোমার ভালোর জন্যেই এসেছি আমি।'

'তুমি আমার বাবাকে মেরেছো,' ক্রোধান্বিত কণ্ঠ ডাভের, 'তোমার সাথে কথা বলতেই আমার ঘৃণা হয়।'

'ওই কথাটা এখনো তুমি বলছো আমাকে। আমি তো বলেছি তোমার বাবাকে খুন করিনি আমি। সেথ গল চিনতে পারেনি আসলে কে ওকে মেরেছে। আমার উপর একটা অহেতুক অপবাদ চাপিয়ে দিয়েছে সেথ। আমাকে বিশ্বাস করো তুমি।'

'তাহলে আমাকে ছেড়ে দিচ্ছো না কেন?'

'কি করে ছাড়বো বলো। স্কট ডোরেন তো বলেছে সোনার খবরটা পেলেই ছেড়ে দেবে তোমাকে। দেখছো না আমিও ওদের হাতে নজর বন্দী?'

'তুমি তো একটা এক নম্বরের ডাইনী। আমি এতোদিন বুঝতে পারিনি। ঠিকই বলেছো। স্কট ডোরেন তোমাকে শক্ত প্রেমের বাঁধনেই বেঁধেছে।'

'তোমার যা খুশি ভাবতে পারো। আমার করার কিছু নেই। আমি এসেছিলাম তোমার ভালোর জন্যে। স্কট ডোরেনকে তুমি চেনোনি। ও লোকটা তেমন খারাপ না। আমাকে বলেছে ও সোনাটা পেলেই চলে যাবে। তারপর তুমি ফিরে যাবে তোমার বাবার বাড়িতে। সেখানে পড়ে আছে অগাধ সম্পদ। সোনাটুকুর চেয়ে কয়েক শো গুণ বেশি। বুঝতে চেষ্টা করো ডাভ। প্লিজ।'

শয়তানিটার এমন অভিনয় দেখে ডাভ নিজেও বেশ অবাক হয়ে গেল। স্পষ্ট জানে ও, যদি সোনাটা পেয়ে যায় নিজের হাতে গুলি করবে ডাইনীটা ওকে।

ডোরেন আর তার গুণ্ডাবাহিনীর সাথে যৌনলীলায় মত্ত হয়েছে ডাইনীটা। অনেকবার নিজের চোখেই দেখেছে ও। আসলেই একটা ভয়ঙ্কর ডাইনী এই ট্রেসী। সেথ গল মরার আগ মুহূর্তে স্পষ্ট বলে গেছে ট্রেসীই তাকে গুলি করেছে। গুলি করার পর সামনে গিয়ে মুমূর্ষ সেথকে জেরা করেছে সোনার ব্যাপারে। ঠিক সেই সময়েই ডাভ লর্ড এসে পড়ায় পালিয়ে যায় ট্রেসী।

'তোমার ঐ ছলনা দিয়ে আমাকে ভুলাতে চেষ্টা করো না ট্রেসী। আমি তো বলেছি সোনার কথা বাবা বলে যায়নি আমাকে। সোনা কোথায় আছে জানি না আমি।'

ঠাস করে ডাভের গালে একটা চড় কষালো ট্রেসী, 'তুই জানাবি হারামজাদা। নইলে জ্যান্তই পুঁতে ফেলবে তোকে স্কট। তোর ভালোর জন্যেই এসেছিলাম। এখন আর আমি তোকে বাঁচাতে পারবো না।' উঠে দাঁড়ালো ট্রেসী। ঘুরলো।

উইলিয়াম এতোক্ষণ ট্রেসী আর ডাভ লর্ডের কপোথকথন শুনছিলো। ট্রেসী ঘুরতেই হারিকেনটা নিয়ে আবার ওরা চুলার কাছে ফিরে এলো।

'আমার মনে হয় মুখ খুলবে না ডাভ।' হারিকেনটা দেয়ালের পাশে রাখতে রাখতে বললো উইলিয়াম।

'শেষবারের মত ওর উপর অপারেশন চালাবো কাল।' বললো ট্রেসী, 'নাকে মুখে গরম পানি ঢালবো। নখের ভেতর সূঁই ফুটাবো। তারপরও যদি সোনার কথা না বলে মেরে ফেলবো।'

'আমার মনে হয় সত্যিই সোনার কথা জানে না ও।' সন্দেহ

প্রকাশ করলো উইলিয়াম।

'হাসালে আমাকে,' মুখ বাঁকা করে একটা ভঙ্গী করলো ট্রেসী, 'ডাভকে আমি ভালো জানি। নিশ্চয় জানে ও সোনার কথা।' কথাগুলো বলে ধীরে ধীরে নিজের গায়ের জ্যাকেটটা খুলে ফেললো ট্রেসী। দেয়ালের পাশে রাখা একটা বাক্সের দিকে এগিয়ে গেল, 'মদ টদ কিছু আছে?'

'দেখো ওখানে,' বললো উইলী, 'হুইস্কির বোতল আছে একটা।'

নিচু হয়ে জ্যাকেটটা বাক্সের উপর রেখে দিলো ট্রেসী। তারপর বাক্সের ভেতর থেকে হুইস্কির বোতলটা বের করলো। বোতলের মুখ খুলে নির্জলা তরল পদার্থ গলায় ঢাললো ও। উইলির দিকে বোতলটা বাড়িয়ে ধরলো, 'নাও গলায় ঢালো একটু।'

বোতলটা নিয়ে এক ঢোক হুইস্কি খেলো উইলি। এ সময় বাইরে ভনগুটের গলা শোনা গেল।

'বাহ্! বেশ মৌজেই আছো দেখছি,' বললো ভনগুট। ভেতরে এসে দাঁড়ালো, 'উইলি শালা। ওদিকে আমাকে বাইরে ঠাণ্ডায় পাহারাদার বানিয়ে এদিকে মিস ট্রেসীর সাথে ফুর্তি করছো। শালা দে বোতালটা। তুই এবার গিয়ে পাহারায় বস।'

বোতলটা ভনগুটের হাতে দিলো উইলি। সব ক'টা দাঁত বের করে হাসলো ও, 'না দোস্ত মাইণ্ড করিসনে, তোকে ফেলে মৌজ করবো নাকি। নে মদ খা। খেয়ে গা টা গরম করে নে।'

বেশ কয়েক ঢোক হুইস্কি গলায় ঢেলে দিলো ভনগুট। তার পর ট্রেসীর দিকে তাকালো, 'মাইরি বলছি উইলি, দেখতে দারুণ

লাগছে আমাদের মিসটেসকে। কি গো সুন্দরী! আজ কিন্তু ফাঁকি দিতে পারবে না। ডোরেন শালা সব সময় একাই ভোগ করবে নাকি? আমরা মানুষ না? আমাদের পছন্দ হয় না তোমার?'

খিল খিল করে হেসে উঠলো ট্রেসী। দেহে একটা ঢেউ তুলে এগিয়ে এলো ভনগুটের দিকে। ভনগুটের নাকটা ধরে আদর করে একটু টেনে দিলো, 'ডোন্ট অরি মাইবয়, চিন্তা করো না। মদটুকু খেয়ে পাহারায় যাও। আমি আসছি তোমার সাথে দেখা করতে।'

আর এক ঢোক মদ খেয়ে বোতলটা ফিরিয়ে দিলো ট্রেসীকে। তারপর উইলির দিকে ফিরলো ভনগুট, 'দেখিস উইলি। ওই সুন্দরীর প্রেমে পড়ে যাসনে আবার। ডোরেন জানতে পারলে স্রেফ খুন করে ফেলবে তোকে।'

'শালার পাছায়···ইয়ে করি।'

'ব্রাভো ব্রাদার!' মুচকি একটা হাসি ফুটে উঠলো ভনগুটের। ঘুরে দাঁড়ালো, 'চালাও দোস্ত।' গুহা থেকে বেরিয়ে গেল ভনগুট। ফিরে গেল নিজের পাহারার জায়গায়।

ভনগুট বেরিয়ে যেতেই হাসি মুখে উইলীর দিকে এগিয়ে এলো ট্রেসী। দুহাত উইলীকে জড়িয়ে ধরলো। গভীরভাবে একটা চুমু খেলো তার ঠোঁটে, 'স্কটের উপর চটে আছো মনে হচ্ছে? আমাকে বললেই পারতে। তোমাকে সুযোগ দিতাম। সেই প্রথম যেদিন তোমাকে দেখি সেদিন থেকেই তোমার প্রতি অনুরক্ত, তোমার কাছ থেকে কোন সাড়া পায়নি বলে আমিও আর আগ্রহ দেখাইনি।'

'তাই নাকি?' মুগ্ধ হয়ে গেলো উইলী, কেউ তার প্রশংসা করলে এমনি বর্তে যায় ও। তাছাড়া এতো একটা সুন্দরী মেয়ের প্রশংসা। দুহাতে ট্রেসীকে জড়িয়ে ধরলো ও। উন্মত্তের মতো কামড়ে চুষে একাকার করে দিলো ট্রেসীর মুখ। একটা হাত ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলো ট্রেসীর গেঞ্জির তলায়।

নয়

ক্রুদ্ধ ভালুকের ন্যায় গর্জাচ্ছে শেরিফ। বাসা থেকে এক প্রকার জোর করেই হ্যারীকে বের করে এনেছে শেরিফ টম।

'শালার সব শয়তানের বাচ্চাদের আমি ফাঁসিতে ঝুলাবো। চেঁচিয়ে বলছে টম, 'এখন আর কাউকে জেলখানায় রাখব না। ধরবো আর ঝুলাবো

'আরে কি হয়েছে বলবে তো?' কিছু বুঝতে না পেরে বললো মার্শাল হ্যারী।

'হয়নি কি তাই বলো?' জ্বলন্ত দৃষ্টিতে হ্যারীর দিকে চাইলো টম, 'আমার হাজত ভেঙ্গে পালিয়েছে মরগান হলওয়ার্থ।'

'তাই নাকি?' অবাক হলো হ্যারী, 'কিভাবে পালালো?'

'কি ভাবে আর। রাইফেলের গুলি মেরে তালা ভেঙেছে।'

'গভীর রাতে যে গুলির আওয়াজ শুনলাম তাই বোধ হয়।' ভ্রূ কুঁচকে তাকালো হ্যারী, 'কিন্তু মরগান বন্দুক পেলো কোথায়?'

'সেটাই তো ভাবছি। নিশ্চয় তার অন্য কোন স্যাঙাতের কাজ।

আমি ওই ডাইনীটাকে এ্যারেস্ট করবো।'

কথা বলতে বলতে শেরিফের হাজত ঘরের সামনে হাজির হলো ওরা। ঠিকই। তালা ভেঙে শিকল খুলে পালিয়েছে মরগান। হাজত ঘরের পাশে খুপরীতে মাইককে দেখা গেলো। মাইকের বর্ণনা অনুযায়ী ষণ্ডামার্কা এক লোক এসে আচমকা পর পর ছবার গুলিবর্ষণ করে তালাটা ভেঙে ফেলে। তারপর শিকলের আড় খুলে দরজা ফাঁক করে মরগানকে নিয়ে যায়। হাজত ঘর যে পাহারা দিতো সেই বিলকে বাড়ি মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে হামলাকারী।

সবকিছু শুনে ক্রুদ্ধ টমের দিকে চাইলো হ্যারী, 'মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবো টম। মাইকের কথা মতো মরগানকে বের করে নিয়েছে এক ডাকাত। কোন মেয়ে নয়। কাজেই মিস ট্রেসী ওয়াটসনকে বন্দী করার কোন অজুহাত আপাতত তুমি পাচ্ছো না।'

আর একটা ক্রুদ্ধ ডাক ছাড়লো টম, 'আচ্ছা ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট এমন কোন তালা দিতে পারে না, যা ডাকাতের গুলীতে ভাঙে না।'

'কি জানি। গভর্নমেণ্টকেই বলে দেখতে পারো।' বললো হ্যারী। ঘুরে দাঁড়ালো ও, 'আমি অফিসে যাচ্ছি টম, তুমি পলাতক আসামীর খোঁজ খবর নাও।'

এমন সময় ট্রেসী ওয়াটসনকে আসতে দেখা গেলো। বেশ কৌতুহলী দৃষ্টি নিয়ে এগিয়ে আসছে সে। তার পাশে পাশে

আসছে এক অপরিচিত যুবক। দীর্ঘদেহী। বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য। তবে চেহারাটা কেমন যেন কুঁত কুঁতে। দেখলেই অপছন্দ হয়। মাথার চুলগুলো কালো।

টম এবং হ্যারী দুজনেই আন্দাজ করলো যুবক নিশ্চয় ভাড লর্ড। সেথ গলের সেই নির্বাসিত সন্তান।

হ্যারীর সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো ট্রেসী। আজ মাথায় হ্যাট পরেনি ও। হাজত ঘরের দিকে একবার চেয়ে হ্যারীর দিকে তাকালো, 'কি ব্যাপার মার্শাল? এখানে কি করছো তুমি? তোমাকে অফিসে না পেয়ে এদিকে আসতে বাধ্য হলাম।'

'কি ব্যাপার দেখতেই পাচ্ছো। মরগান পালিয়েছে।'

'পালিয়েছে!' সত্যি সত্যিই বিস্ময় ফুটে উঠলো ট্রেসীর দু'চোখে।

ঘোৎ করে একটা শব্দ করে ট্রেসীর সামনে এসে দাঁড়ালো টম, 'পালায়নি', প্রায় ব্যাংগাত্মক টমের কণ্ঠ, 'রাতের আধারে একজন এসে ওকে নিয়ে গেছে। এবং সে কে তাও আমার জানা হয়ে গেছে।'

'ওমা!' অবাক হলো ও, 'তাহলে তাকে পাকড়াও করলেই তো পারো শেরিফ?'

ক্রোধে জ্বলছে টমের চোখ দুটো, 'পাকড়াও করবো, তবে এখন না আরো পরে।' তারপর নতুন যুবকের দিকে ঘুরলো চরকির মতো, 'আর তুমি বুঝি ডেভিড লর্ড?'

'না, মানে,' একটু যেন থতমত খেয়ে গেলো যুবক, 'হ্যাঁ, আমিই ডেভিড লর্ড। ডাভ বলে ডাকে সবাই।'

টমের দিকে চেয়ে হাসতে চেষ্টা করলো ট্রেসী, 'ও লর্ড পরিবারে বড় হয়েছে তো তাই লর্ড ওর নামের উপাধি।'

'ওই একই কথা,' টমের কণ্ঠে শ্লেষ, 'যাহা বায়ান্ন তাহা তিপ্পান্ন। ও সেথ গলের ঔরষেই জন্ম। তাই ডেভিড গল হতে তার অসুবিধা নেই।'

'নিশ্চয় শেরিফ,' হাসলো যুবক। 'বাবার পরিচয়েই আমি বড় হতে চাই।'

'এতোই যদি বড় হবার সাধ তো এতো দিন কোথাই ছিলে? বাপের সাথে এসে থাকোনি কেন? আমার তো মনে হয় বাপ মরার পর সম্পত্তির লোভেই এসে হাজির হয়েছো।'

'আহ্ থামতো টম,' বাঁধা দিলো হ্যারি, 'ও ইচ্ছে করেই এতোদিন দূরে থাকেনি। সেথ গল ওকে সেচ্ছায় টেক্সাসে নির্বাসন দিয়েছিলো।'

টম ঘুরলো, 'যত যাই হোক, আমি টেক্সাসে আজই লোক পাঠাবো। সব কিছু খতিয়ে দেখে কাজ করাই আমার দায়িত্ব।' গজ গজ করতে করতেই চলে গেলো শেরিফ।

'চলো তোমরা,' তাড়া দেয় হ্যারি ট্রেসী আর ডাভকে, 'টমের কথায় কিছু মনে করার কোন কারণ নেই।'

ওরা তিনজনই হাঁটা দিলো মার্শালের অফিসের দিকে।

অফিসে ঢুকে ট্রেসী আর ডাভ লর্ডকে বসতে বলে নিজের চেয়ারে

গিয়ে বসলো হ্যারী।

এবার ট্রেসীর দিকে সরাসরি তাকালো হ্যারী, 'আচ্ছা মিস ট্রেসী, মরগানের সাথে তোমার সম্পর্ক কি?'

'কোন সম্পর্ক নেই। টেক্সাসে থাকতেই পরিচয়। ডাভের বন্ধু ছিলো ও।'

'তার মানে?'

'হ্যাঁ,' ডাভ বললো, 'টেক্সাসে থাকতে ওর সাথে পরিচয় আমার। আমরা তিনজন বন্ধুই ছিলাম। হঠাৎ একদিন ও শুনলো রিভার কাউন্টির এক গুজব যে সেথ গলের প্রচুর সোনা আছে। ব্যাস আমাদের না জানিয়েই রওয়ানা হয়ে গেলো ও। আমি এসে ট্রেসীর কাছে শুনলাম তোমাকে গুলি করতে গিয়ে বন্দী হয়েছে। তারপর আজ দেখলাম হাজত ভেঙে পালিয়েছে মরগান।' একটুক্ষণের জন্যে থেমে ওর মুখের দিকে চাইলো। তারপর আবার হ্যারীর দিকে ফিরলো, 'আমার বিশ্বাস আমাদের সাথে বেঈমানী করেছে মরগান। নিশ্চয় ও বাবাকে খুন করেছে।'

ডাভের নিপুণ অভিনয় দেখে মনে মনে বেশ খুশি হলো ট্রেসী। চালিকে তৈরী করতে অনেক কসরত করতে হয়েছে ওর।

ঠিক এমনি সময় অফিসের খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো আইরিন গল। তিনজোড়া চোখই ওর দিকে ফিরলো। শুধু চালি আর ট্রেসীর চোখে বিস্ময় ফুটলো।

'আইরিন,' শান্ত স্বরে বললো হ্যারী, মাথা নেড়ে ডাভ লর্ডের দিকে ইংগিত করলো, 'এই হলো তোমার চাচাতো ভাই ডাভ লর্ড।'

মনে হলো যেনো স্তব্ধ হয়ে গেছে আইরিন, চার্লির দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো, চার্লিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে পর্যবেক্ষণ করছে। কারণ একে অপরকে চেনে না। কেউ কাউকে দেখেনি।

নিজেকে প্রকৃতিস্থ করে নিলো চার্লি। 'হ্যালো, আমার মনে হয় তুমিই আমার চাচাতো বোন আইরিন গল?'

মধুর ভংগিতে হাসলো আইরিন, 'হ্যালো ডাভ, অনেক দিন পর তোমাকে দেখলাম।' বেশ উৎফুল্ল আইরিনের কণ্ঠ, 'প্রতি বছরই খৃষ্ট মাসে তোমাকে লিখেছি আমরা। কিন্তু তুমি একটা চিঠিও দাওনি কেন বলো তো?'

'ও চিঠি লিখবে কি,' মাঝখান দিয়ে বাগড়া দিলো ট্রেসী, 'যা অভিমানী ছেলে! আমি কতো করে বললাম, বাবার কাছে ফিরে যাও। তোমার চাচাতো বোন তোমাকে এতো আদর করে চিঠি লেখে তাদেরকে লিখো। কিন্তু আমার কথা শুনলে তো। তাই আজ পস্তাচ্ছে ও। আরো আগে যদি ও ফিরে আসতো তাহলে আজ এই অবস্থা হতো না। সেথ গলকে কেউ খুন করতে পারতো না।'

প্রশ্নবোধক দৃষ্টি মেলে ওর দিকে তাকালো আইরিন, 'তোমাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না মিস···'

'ও হ্যাঁ,' তাড়াতাড়ি বলে উঠলো চার্লি, 'ট্রেসী ওয়াটসন। আমার বান্ধবী।'

'গ্লাড টু মিট ইয়ু,' হেসে ট্রেসীকে অভিবাদন জানালো আইরিন।

ও কিন্তু প্রত্যাভিবাদন জানালো না। সে কেমন যেন ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে তাকালো আইরিনের দিকে, 'তুমি ডেনভারে কি কাজ করো মিস?'

'স্কুল মাষ্টার বলতে পারো। কেন?'

'না এমনি। তা বেশ কিছুদিন থাকবে বুঝি ইয়ংসভিলে?'

চট করে একবার চোখ তুলে হ্যারীর দিকে চাইলো আইরিন। হ্যারী এতোক্ষণ ওদের কথাবার্তা শুনছিলো নিরবে। আইরিনকে দেখে মেয়েটার আর ডাভের প্রতিক্রিয়া দৃষ্টি এড়ায়নি ওর।

আইরিন কিছু বলার আগে হ্যারী ট্রেসীর দিকে তাকিয়ে বললো, 'মিস আইরিন গল আরো কিছুদিন থাকবেন। তবে কতদিন তা ঠিক বলা যাচ্ছে না। অন্তত সেথ গলের খুনীকে পাকড়াও বা খুনের কোন সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ওকে এখানে থাকতে হবে।'

'খুনী কে তাতো জানাই আছে। মরগান হলওয়ার্থ। ওকে ধরলেই তো হয়।'

'এখনো তেমন কোন প্রমাণ পাইনি যে মরগানই খুনী। তাছাড়া ও তো পালিয়েছে।'

'এখন এই খুনের ব্যাপারে আমাদের কি করণীয় আছে মার্শাল? আমরা কি সাহায্য করতে পারি? ডাভের ইচ্ছা ও খুনীকে খোঁজে বের করবে। তাছাড়া সোনাগুলোও তো খুঁজে বের করতে হবে?'

বাঁকা দৃষ্টি মেলে ট্রেসীর দিকে চাইলো মার্শাল হ্যারী, 'এতোক্ষণে হয়তো মরগান সোনা নিয়ে পালিয়েছে।'

'কেন?' অবাক দৃষ্টি ফুটে উঠলো ওর চোখে, 'সোনা কোথায় জানে নাকি ও?'

'কি জানি? আমি সন্দেহ করছি মাত্র।'

'তাহলে তো ওকে খোঁজার জন্যে এখুনিই লোক পাঠানো দরকার।'

'তাই ভাবছি আমি,' বললো হ্যারী, 'দেরি করা ঠিক হবে না।'

'এবার আমরা উঠি মার্শাল।' বললো ট্রেসী। উঠে দাঁড়ালো, 'ডাভকে নিয়ে একটু শহরটা ঘুরবো।'

ডাভও উঠে দাঁড়ালো। আইরিনের দিকে তাকালো, 'তাহলে আইরিন, তুমি আরো কিছুদিন আছো? ঠিক আছে। র‍্যাঞ্চ হাউসে আমরা উঠে গেলে তোমাকে দাওয়াত করে নিয়ে যাবো।'

দুজন ঘুরে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো।

'শোনো।' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডেকে উঠলো আইরিন, 'ডেভিড লর্ড, তোমার সাথে কিছু কথা আছে।'

যুগপত দুজনেই ঘুরে দাঁড়ালো।

দু'পা বাড়িয়ে চালির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো আইরিন, 'তুমি

আমাকে হয়তো ভুল বুঝেছো ভেভিড। আমি ইয়ংসভিল শহরে কেন এসেছি শোন। আমি এসেছিলাম কিছু লোক ভাড়া করে তোমাকে খুঁজে বের করতে। এবং তোমার সম্পত্তি তোমার হাতে তুলে দিতে।

'আমি ভেবেছিলাম তোমার অভিমান ভাঙবে না। তুমি আর আসবে না এখানে। কিন্তু এখন তুমি আসাতে আমি খুশি হয়েছি। তুমি যদি মনে করো তোমাদের এই সম্পত্তির কোন লোভ আমার আছে তাহলে ভুল করবে, আমি মার্শালকেও বলেছি সে কথা। খুনটার কিছু একটা সুরাহা হলেই আমি ডেনভার ফিরে যাবো।'

কিছুই বললো না ডাভ। ট্রেসী বললো, 'আমরা তোমাকে ভুল বুঝছি না মিস আইরিন। তুমি শুধু অযথা সন্দেহ করছো।'

একটা ভ্রূকুটি হেনে ডাভকে নিয়ে চলে গেলো ট্রেসী ওয়াটসন।

ওরা চলে যেতেই শব্দ করে হাসলো হ্যারী। 'বেশ ঘাবড়ে গেলে মনে হচ্ছে ম্যাডাম।'

'ওহ্, হ্যারী,' একটা চেয়ারে দপ করে বসে পড়লো আইরিন, 'অযথা কোন কিছু নিয়ে সন্দেহ করলে আমার খুব খারাপ লাগে। আমি আজই চলে যাবো ডেনভার। কেন যে টম আমাকে আসতে বললো?'

'অযথা দুশ্চিন্তা করছো ম্যাম,' বললো হ্যারী, 'আমাকে একটু দেখতে দাও ওরা কি করে।'

'মেয়েটাকে মনে হলো আমার সাক্ষাত এক ডাইনী। চোখ

ছুটো কেমন জ্বলছিলো ওর দেখেছো? দেখে মনে হচ্ছিলো চাচার সম্পত্তির মালিক ডেভিড নয়—ওই মেয়েটাই।'

'আমি ও তাই বলছিলাম। ওদের হাবভাব দেখে মনে হলো আগে থেকেই সাজানো গোছানো কিছু কথা এখানে এসে বলে গেলো। আচ্ছা ডেভিডের কোন ছবিও তুমি কখনো কারো কাছে দেখোনি।'

'না হ্যারী।' দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটলো আইরিনের, 'কেন?'

'আমার কেন যেনো মনে হচ্ছে ওদের দুজনের মধ্যে কোথাও গোলমাল আছে। আসল ডেভিড লর্ডকে চেনে এমন কাউকে যদি পেতাম,' আইরিনকে ছাড়িয়ে মার্শাল হ্যারীর দৃষ্টি প্রসারিত হলো খোলা দরজা পথে বাইরে রাস্তায়। সেখানে প্রাত্যহিক জীবনের আনাগোনা শুরু হয়েছে জনসাধারণের মাঝে।

দশ

দুপুরের দিকে এক ঘোড়সওয়ার ঘোড়া ছুটিয়ে এসে থামলো হ্যারীর অফিসের সামনে। অফিসেই ছিলো হ্যারী। অশ্বারোহী ঘোড়াটা বেধে সোজা গিয়ে ঢুকলো অফিসে।

দেখে চিনতে পারলো হ্যারী। হেনরী ফ্রন্টেনেলের এক ছেলে জো ফ্রন্টেনেল। জো একটা চিঠি বের করে হ্যারীর দিকে বাড়িয়ে দিলো, 'এই চিঠিটা দিয়ে বাবা পাঠালেন মার্শাল। তোমাদেরকে যেতে বলেছে। আমরা আততায়ীদের একটা ক্যাম্পের খোঁজ পেয়েছি।'

চিঠিটা খুলে পড়লো হ্যারী। হেনরী লিখেছে—আততায়ীরা সম্ভবত সোনার খোঁজ পেয়েছে। ওরা পালাবার আগেই পাকড়াও করতে হবে। তাই তাড়াতাড়ি টমকে নিয়ে যেতে বলেছে।

'ঠিক আছে। আমরা এখুনিই রওয়ানা দিচ্ছি। তুমি চলে যাও। তোমার বাবাকে গিয়ে বলো আমরা আসছি।'

জো ফ্রন্টেনেল মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর

শোনা গেলো তার ঘোড়ায় খুরের আওয়াজ।

এমন সময় বাইরে আসতে দেখা গেলো টমকে, টম ভেতরে ঢুকতেই ওকে চিঠিটা পড়তে দিলো হ্যারী। চিঠিটা পড়েই কপাল কুঞ্চিত করে ফেললো শেরিফ, 'ওরা সোনার খবর পেলো কি করে, নিশ্চয় মরগান হলওয়ার্থের কাজ।'

'যাবে নাকি আমার সাথে টম?' জানতে চাইলো হ্যারী।

'নিশ্চয়ই,' বললো টম। 'মরগান হারামজাদাকে ধরতে আমি জাহান্নামেও যেতে রাজী আছি।'

'তাহলে এখুনিই রওয়ানা দিতে হয়। দেরি করা উচিত হবে না মোটেই।'

'চলো,' ঘুরে দাঁড়ালো টম, 'আমি আমার ঘোড়াটা নিয়ে আসি।'

'আমার জন্যে একটু অপেক্ষা করো। হোটেল থেকে আমার কিছু জিনিসপত্র আনতে হবে।' টমের উদ্দেশ্যে বললো হ্যারী হার্ট।

টমের পিছু পিছু হ্যারীও বেরিয়ে পড়লো। ভালো করে অফিসে তালা লাগিয়ে হোটেলের দিকে রওয়ানা দিলো। আইরিনকে খবরটা দিয়ে যাওয়া উচিত।

উপর তালায় উঠার সিঁড়িতেই দেখা হয়ে গেলো আইরিনের সাথে।

'এই যে আইরিন,' বললো হ্যারী, 'তোমার খোঁজেই আসছিলাম। আমরা একটু বাইরে যাচ্ছি। তুমি কিন্তু সাবধানে

থেকো।'

বড় বড় দুই চোখ মেলে চাইলো আইরিন, 'কোথায় যাচ্ছো, হ্যারী?'

'খবর পেয়েছি ডাকাতরা এক জায়গায় ক্যাম্প করেছে। সম্ভবত সোনা নিয়ে পালাচ্ছে ওরা।'

'আমাকে নিয়ে যাবে তোমাদের সাথে?'

'পাগলামী করো না। মেয়ে মানুষ ওখানে গিয়ে কি করবে। বরং হোটেলেই অপেক্ষা করো তুমি। দেখবে ডাকাতদের ধরে ঠিকই ফিরে এসেছি আমি।'

হঠাৎ হ্যারীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো আইরিন, 'ওহ্ হ্যারী, তোমাকে আমি একটা কথা বলবো বলবো করে এখনো বলতে পারিনি। আমি তোমাকে ভালোবাসি।' লজ্জায় হ্যারীর প্রশস্ত বুকে মুখ লুকালো আইরিন।

আইরিনের মুখটা ওর দিকে ফেরালো হ্যারী। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ও। নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইলো অনিন্দ্য সুন্দর মুখটার দিকে।

পলকহীন চোখে হ্যারীকে দেখছে আইরিন, 'কি দেখছো অমন করে।'

'তোমাকে দেখছি, আইরিন তোমাকে, সত্যিই একটা ভার নেমে গেলো আমার বুক থেকে। সেই প্রথম দিন থেকেই তোমাকে ভালোবেসেছি আমি। আমার জীবনের বাগানে অপ্রত্যাশিত এক গোলাপ তুমি।

'তুমি আমাকে ভালোবাসো এই কথাটা শুনবার জন্যে কতো-বার হৃদয়টা আনচান করে উঠেছে। আজকে হঠাৎ তুমি তার অবসান ঘটালে। এ জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। আইরিন আমি ও তোমাকে ভালোবাসি।' আর অপেক্ষা না করে ঝুঁকে আইরিনের সুন্দর মুখের গোলাপী দুই গালে দুটো চুম্বন একে দিলো হ্যারী। তারপর ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে রাখলো কিছুক্ষণ। তারপর ছেড়ে দিলো।

'এবার আমাকে বিদায় দাও আইরিন, দোয়া করো আমি যেনো বিজয়ী হয়ে ফিরে আসতে পারি।'

'ঠিক আছে প্রিয়। যাও এবং বিজয় ছিনিয়ে নিয়ে ফিরে এসো।'

আইরিনের কপালে আর একটা চুম্বন একে দিয়ে ফিরলো হ্যারী। তারপর হোটেল ম্যানেজারের কাছ থেকে জেনে নিলো ট্রেসী আছে কিনা। ম্যানেজার জানালো ট্রেসী আর তার বয়ফ্রেণ্ডটা আজই হোটেল ছেড়ে দিয়েছে।

তার মানে ওরা নিশ্চয় সেথ গলের ব্যাঙ্ক হাউসে গেছে। ডাভ যদি সত্যি হয় তাহলে আইনত ব্যাঙ্ক হাউসটা ওদের। ওদের বাড়িতে ওরা থাকবে এটা তো স্বাভাবিক।

টমের কাছে ফিরলো হ্যারি। টম ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছিলো।

'একটা কথা টম,' ঘোড়া নিয়ে আসতে আসতে বললো হ্যারী। 'মাইক কার্নিসকে তো ছেড়ে দিতে পারো এবার। ওকে আটকে রেখে আর লাভ কি? যে জন্যে ওকে আটকানো হয়েছিলো—

তার তো আর দরকার নাই। অপরাধীরা তো লেজ দেখাতে শুরু করেছে।'

'ও, তাইতো।' কথাটা মনে পড়লো টমের, 'আমার একেবারেই মনে ছিলো না। দাঁড়াও, আমি ওকে ছেড়ে দিয়ে আসছি এখুনি।'

প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে চাবিটা বের করে ভাল্লুকি চালে শরীর দুলিয়ে হাজত ঘরের দিকে এগিয়ে গেলো টম।

এখন অপারেশনে যাবার আগ মুহূর্তে হ্যারী ভাবছে সোনা সম্পর্কিত ঘটনাটা। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সোনার খবর যে বা যারা জানে তারা সেথ গলের খুনী। কিংবা খুনীকে চেনে। কাজেই হেনরীর নির্দেশ মতো ডাকাতগুলোকে ধরতে পারলে অধিকাংশ সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে।

সেথ গলের ব্যাঙ্ক হাউসে গিয়ে উঠেছে ট্রেসী আর চালি গ্রাফ। চালিকে ডাভ লর্ড বানাতে পেরে মহা খুশী ট্রেসী। একটা সাম্রাজ্যের অধিশ্বরী হবার গৌরব অনুভব করছে ও।

ঘোড়া দুটো আস্তাবলে বেঁধে রেখে ওরা দুজন ঘরের ভেতরে ঢুকলো। পারলারে ঢুকেই সোফার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ট্রেসী। চালিকে লক্ষ্য করে বললো, 'কেমন লাগছে চালি—খুব্ মিস্টার ডাভ। বলেছিলাম না আমার চালে কোন ভুল হবে না? এখন এই ব্যাঙ্কের মালিক আমি।'

'কথাটা একটু ভুল হলো ট্রেসী,' বললো চালি, 'বলো তুমি

আর আমি।'

'ও হ্যাঁ,' হেসে উঠলো ট্রেসী, 'ভুলেই গিয়েছিলাম তুমিই সেথ গলের একমাত্র ছেলে। ঠিক আছে বাপু। এবার একটু রেস্ট নেবো। সেলার থেকে একটা মদের বোতল খুঁজে নিয়ে এসো তো। গলাটা কেমন খুশ খুশ করছে।'

'নিশ্চয়ই,' নাটকীয় ভঙ্গীতে মাথা নোয়ালো চালি, 'মহারাণীর যা মর্জী।' শোবার ঘরের পাশেই স্টোর রুম। ওখান থেকে একটা বিস্কুটের টিন আর একটা হুইস্কির বোতল নিয়ে ফিরলো চালি।

ট্রেসীকে বোতলটা ধরিয়ে দিয়ে বিস্কুটের টিন নিয়ে বসলো চালি, 'আমার খিদে পেয়েছে। সকালের ইন্টারভিউটা দিয়ে এখনো বুকের ধড়ফড়ানী যায়নি।'

'খিদে পেলে খাও।' বোতলে চুমুক দিতে দিতে বললো ও। পা দুটো সোফার উপর তুলে নিলো, 'কত রকমের খিদে আছে তোমার? সব খিদেই মিটিয়ে দেবো। একটু সবুর করো।'

টিন খুলে মজাদার মচমচে বিস্কুটে কামড় বসালো চালি, 'স্কটের কথা কি ভাবলে?'

'কি ভাববো আবার? যে টাকা দিয়ে ওদের ভাড়া করেছি তা দিয়ে বিদেয় করে দেবো?'

'না, আমি বলছি এখন তো পরিস্থিতি অন্যরকম হলো।' এক মুঠো বিস্কুট ট্রেসীর দিকে বাড়িয়ে দিলো চালি, 'স্কট ডোরেন ওই ভাড়ার টাকায় সন্তুষ্ট হবে বলে মনে হয় না। সে তো আমাদের

সব খবর জানে। এরকম চমৎকার ব্লেকমেলিং এর সুযোগ সে কি হাতছাড়া করবে!'

এক চুমুক মদ মুখে দিয়ে বোতলটা নামিয়ে রাখলো ট্রেসী। চোখ দুটো ওর জ্বলে উঠলো, 'সবকিছু ভেবে রেখেছি আমি। তারও ব্যবস্থা হবে।'

'কি রকম?' মদের বোতলটা তুলে নিলো চার্লি।

'তুমি আর আমি সবকিছুর মালিক। স্কট শালাকে এক কানা-কড়িও দেবো না।'

'কি ভাবে?' অবাক হলো চার্লি।

'সোনাগুলো আগে পেয়ে নিই। তারপর স্কটকে পাঠিয়ে দেবো পরপারে। যাতে আর কোনদিন আমাদের জ্বালাতন করতে না পারে।'

'তাই।' হো হো করে হেসে উঠলো চার্লি, 'সত্যি তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়, তোমার কোন তুলনা নেই।'

'যেমন?' দুষ্টুমী দৃষ্টি নিয়ে চার্লিকে দেখলো ট্রেসী।

'যেমন বুদ্ধিতে, সৌন্দর্যে—আরও কত কিছুতে।'

'ও, ভালো কথা মনে করেছো,' সোজা হয়ে বসলো ট্রেসী, 'আজ আমাদের বিজয়ের প্রথম পর্ব উদযাপন উপলক্ষে একটা সেলিব্রেট করবো।'

'কিভাবে?'

'আজ কত রকমভাবে নিজেদের ভোগ করতে পারি আমরা দেখবো।'

'এখুনিই কি শুরু করবো প্রিয়ে?' ওর মুখটা দুহাতে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো চার্লি।

আস্তে একটা ধাক্কা দিয়ে চার্লিকে চিৎ করে ফেললো ট্রেসী, 'এখন না উজবুক। আগে কিচেনে গিয়ে দু কাপ কফি বানিয়ে নিয়ে এসো। অত তাড়া কিসের? ধীরে সুস্থে রয়ে সয়ে এগোবো আমরা।' আর একটা বিস্কুটে কামড় বসালো ট্রেসী। তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে তখন হরেক রকম চিন্তা।

সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালো চার্লি। সবকটা দাঁত বের করে হাসলো ও, 'এখুনি বানিয়ে নিয়ে আসছি, ডার্লিং।' ঘুরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে।

মিনিট খানেক পরেই রান্নাঘর থেকে চার্লির চিৎকার শোনা গেলো। চমকে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ও। কি ব্যাপার দেখার জন্যে এগিয়ে গেলো রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে।

উল্টানো ভাঙ্গা চুলার সামনে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চার্লি। ট্রেসী রান্নাঘরে ঢুকেই দৃশ্যটা প্রত্যক্ষ করলো। থমকে দাঁড়ালো ও।

যেখানে চুলা থাকার কথা সেখানে চুলার বদলে বিশাল এক গর্ত। চুলাটা ভাঙা অবস্থায় এদিক ওদিক ছড়ানো। কে যেন চুলাটা ভেঙে ফেলে তলাটা শাবল দিয়ে খুড়ে একটা গর্ত তৈরী করেছে।

উপস্থিত বুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল ট্রেসীর। চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর বুলালো। হঠাৎ ভাঙা চুলার ফাঁকে কি যেনো দৃষ্টি আকর্ষণ

করলো ওর। রান্নাঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে পড়ন্ত বিকেলের তির্যক সূর্য রশ্মির ম্লান আলোয় পরিষ্কার দেখা গেলো ইটের ফাঁকে একটা সোনার মোহর জ্বলজ্বল করছে। নিচু হয়ে ওটা কুড়িয়ে নিলো ট্রেসী। মুহূর্তেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেলো ওর কাছে।

মোহরটার দিকে চেয়ে চোখ ছানাবাড়া হয়ে গেলো চালির, 'সোনার মোহর? স্বপ্ন দেখছি না তো?'

'স্বপ্ন নয়, চালি, সত্যিই দেখছো তুমি।' কেমন ধিকি ধিকি জ্বলে উঠলো আবার ট্রেসীর দু'চোখ, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে। স্কট শালা সোনা নিয়ে পালিয়েছে।'

'কি বলছো তুমি?' ওর দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে তাকালো চালি।

'আমি ঠিকই বলছি,' সোনার মোহরটা জ্যাকেটের পকেটে পুরলো ট্রেসী, 'গত রাতেই কাজ সেরেছে স্কট। সম্ভবত ডাভ লর্ড মুখ খুলেছে।'

'কিন্তু স্কটই যে নিয়েছে তার কি নিশ্চয়তা আছে। ময়গান হলওয়ার্থ তো গত রাতেই জেল থেকে পালিয়েছে, মনে নেই তোমার?'

ট্রেসী জানে ময়গানকে মেরে ফেলার জন্যে জেল ভেঙে বের করেছে স্কট। কথা ছিলো সোনার খবর পেলে ট্রেসীকে জানাবে সে। কিন্তু আজ সারাদিন হয়ে গেলো স্কট বা তার কোন লোক তার সাথে দেখা করেনি। তার মানে একটাই

ব্যাপার বুঝা যাচ্ছে—বেঈমানী করেছে স্কট। এটা স্বাভাবিক। ও এমনিতেই জানে সুযোগ পেলে সবাই বেঈমানী করবে, এখন দেরি না করে লুণ্ঠনকারীকে বাধা দিতে হবে।

ট্রেসীর মুখটা কঠিন হয়ে গেলো। কিছুতেই সোনা নিয়ে পালাতে দেবে না ও স্কটকে।

ঝট করে চালির দিকে ফিরলো ট্রেসী, 'চালি, তুমি এখুনি স্কটের ওখানে চলে যাও। ওকে ট্র্যাক করতে চেষ্টা করো। আমি তোমার পিছু পিছুই আসবো। দুজন এক সাথে যাওয়া ঠিক হবে না।

'তোমার কোন বিপদ হলে আমি টের পাবো আর তখন উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারবো। তুমি যতো তাড়াতাড়ি পারো স্কটকে ধরো—যাও। যে কয়টাকে পাও শেষ করবে। মনে রেখো এখন স্কটরা বেঁচে থাকলে আমাদের বিপদ।'

'কিন্তু, স্কট ডোরেনকে যদি পাওয়া না যায়?'

'যাবে। এখনো বেশি দূর যেতে পারেনি ও। যাও কুইক। ওখানে আর এক মুহূর্তও না।'

ট্রেসীর দিকে আর একবার দৃষ্টিপাত করে দ্রুত রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেলো চালি। বা নকল ডাভ লর্ড। উঠোনটা পেরিয়ে আস্তাবলে ঢুকলো ও। ঘোড়াটা বের করে আনলো। একলাফে চড়ে বসলো ঘোড়ার পিঠে। পায়ের গুঁতো খেয়েই উল্কা বেগে ছুটে চললো ঘোড়া।

পারলারে আবার ফিরে এলো ট্রেসী। উত্তেজনায় টগবগ করছে

ফুটছে ও। ঘরময় পায়চারী করছে।

ঠিক এমন সময় বাইরে অশ্ব খুর-ধ্বনী শোনা গেলো। দরজার সামনে দাঁড়ালো ট্রেসী। উঠোন পেরিয়ে গেটের দিকে দৃষ্টি গেলো ওর। দুই অশ্বারোহী। সোজা এগিয়ে আসছে। কাছে আসতেই চিনতে পারলো ট্রেসী। মার্শাল হ্যারী হার্ট ও শেরিফ টম গ্রান্ট। ব্যাপার কি বুঝতে পারলো না ট্রেসী। অবাক হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো ও।

টমের আগে ছিলো হ্যারী। উঠোনের মাঝখানে এসে ঘোড়া থামালো ও। ট্রেসীকে দেখে নামলো ঘোড়া থেকে।

'এই যে মিস ট্রেসী,' অবোধ্য একটা দৃষ্টিতে ট্রেসীর আপাদমস্তক লক্ষ্য করলো হ্যারী. 'তোমরা তাহলে আছো এখানে'

'কোন জরুরী প্রয়োজনে এলে নাকি মার্শাল?' ট্রেসী অবাক দৃষ্টি মেলে ধরলো টমের দিকে একবার চেয়ে নিলো, 'দুই লরেনকে একসাথে দেখছি যে?'

'তোমার সাথে ডেভিড লরেনকে দেখছি না যে? কোথায় ও?'

হঠাৎ যেন কোন কথা মনে পড়লো এমন ভংগীতে বললো ট্রেসী, 'মার্শাল, একটা দুঃসংবাদ আছে। সোনা নিয়ে পালিয়েছে মরগান আর তার দলবল।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ঘুরে দাঁড়ালো টম গ্রান্ট। ট্রেসীর দিকে চাইলো, 'সোনা!'

হ্যাঁ,' টমের দিকে ফিরলো ট্রেসীর দৃষ্টি, 'এই কিছুক্ষণ আগে

দেখলাম সোনা নিয়ে গেছে।'

'সোনা কোথায় পাওয়া গেছে?' টমের কণ্ঠস্বর গম গম করে উঠলো।

'সেপ্ট গলের চুলায় তলায়।' বললো ট্রেসী। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে রান্না ঘরের দিকে লাগলো, 'এসো মার্শাল আমার সাথে।'

ট্রেসীর পিছু পিছু এগিয়ে চললো হ্যারী। কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে টমও এগিয়ে গেলো।

রান্না ঘরে চুলার নিচের গর্তটার সামনে ওদের নিয়ে গেলো ট্রেসী। হা করা বিশাল গর্তটা দেখলো ওরা। হ্যারী আর টম পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো নিরবে

জ্যাকেটের পকেট থেকে সোনার মোহরটা বের করলো ট্রেসী। হ্যারির দিকে বাড়িয়ে দিলো। 'ইটের ফাঁকে পড়ে থাকতে দেখেছি সম্ভবত তাড়াহুড়ো করে যাবার সময় কোন ফাঁকে পড়ে গেছে টের পায়নি।'

সোনার মোহরটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো হ্যারী। তারপর টমের দিকে বাড়িয়ে দিলো। টমও দেখলো ওটা। ট্রেসীর দিকে তাকালো, 'কখন আবিষ্কার করলে তোমরা এই ঘটনা?'

'আমি আর ডাভ ঘন্টা খানেক আগেই মাত্র এসেছি শহর থেকে,' বললো ট্রেসী, 'কফি খাবো বলে পানি গরম করতে এসে দেখি এই অবস্থা।'

'কিন্তু ডাভ লর্ড কোথায় বললে না?' জানতে চাইলো হ্যারী।

'তোমরা আসার কিছুক্ষণ আগেই ডাভ মরগানের খোঁজে বেরিয়েছে। মরগান আর তার দোসর স্কট ডোরেনকে ধরতে পারলে সোনা আর খুনের আসামী দুজনকেই পাওয়া যাবে।'

'এই ডাকাতদের সাথে ডাভ একা কি করতে পারবে?' বললো হ্যারী।

'আমি সে জন্যেই তোমাদের কাছে যাবো ভাবছিলাম। এখন একমাত্র ভরসা তোমরা। আর এক মুহূর্তও দেরি করা উচিত হবে না।'

'কিন্তু আমাদের সাথে তোমাকেও যেতে হবে মিস ট্রেসী,' গম্ভীর স্বরে বললো টম। 'তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যেই এসেছি আমরা।'

টমের কথা শুনে মনে মনে চমকে উঠলো ট্রেসী, মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলো। সিরিয়াস ভাবে বললো 'অবশ্যই। আমিও তা-ই ভাবছিলাম। ডাভকে একা একা যেতে দিতে চাইনি। কিন্তু আমার কোন কথা শুনলো না। তোমরা এসেছো ভালোই হলো।'

'তাহলে এখুনি তৈরি হয়ে এসো ট্রেসী,' বললো হ্যারী, 'আমরা খবর পেয়েছি ডাকাতরা কোথায় ক্যাম্প করেছে।'

কথাটা শুনে ভেতরে ভেতরে আবার চমকালো ট্রেসী। চার্লি কি এতোক্ষণে পৌঁছে গেছে? এই মুহূর্তে অন্তত পক্ষে ডাভ আর মরগানকে মেরে ফেলা অত্যন্ত জরুরী তার জন্যে। মনে

মনে বুদ্ধি আঁটছে ও। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে খুশি হলো ট্রেসী। এখন তার অপারেশনে হ্যারী আর টমকে কাজে লাগানো যাবে অনায়াসে।

স্বতস্ফূর্তভাবে ওদের সাথে রওয়ানা হলো ট্রেসী। সোনার মোহরটা ট্রেসীকে ফেরত দিলো না টম। নিজের প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো।

ওদের সাথে ঘোড়ায় চড়তে চড়তে ট্রেসী জানতে চাইলো, 'এখন কোন দিকে যাচ্ছি আমরা?'

'আপাতত বুড়ো হ্যানরীর র‍্যাঞ্চে।' বললো মার্শাল হ্যারী। 'ওখান থেকে প্রয়োজনীয় খবর নিয়ে আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ নেবো। হেনরীর ছেলেরা এখনো খুঁজছে ডাকাতদের।'

তারপর তিন অশ্বারোহী দুলকী চালে এগিয়ে চললো ধুলো উঠা রাস্তা বেয়ে। সবার আগে রয়েছে টম। মাঝে ট্রেসী এবং সবশেষে হ্যারী।

প্রায় ঘণ্টা খানেক চলার পর হেনরী ফ্রন্টনেলের এলাকায় এসে পড়লো ওরা। দূর থেকে হেনরীর খামার বাড়ী দেখা গেলো।

হঠাৎ এক পাহারাদারকে দেখা গেলো একটা গাছের গায়ে মাচার উপর বসে আছে। টম গ্রান্ট খেয়াল করলো কোন সংকেত পাঠালো না ও আরো দূরে এক ঘোড়া সওয়ারকে একটা পাহাড়ী বাঁকে অদৃশ্য হতে দেখা গেলো।

হঠাৎ একটা হালকা বাজনা বাজার সুর কানে এলো ওদের।

তারপরেই সামনে ঝিলিক দিয়ে উঠলো টিনের চাল। হেনরীর র‍্যাঞ্চ হাউস।

র‍্যাঞ্চটা বেশ পুরানো এবং বড় আকারের। বড় বড় গাছের গুড়ি কেটে ঘরগুলো বানানো হয়েছে। খামার বাড়ীর চার পাশে প্রায় সিকি মাইল এলাকার গাছ গাছালী কেটে সাফ করা হয়েছে। যাতে কেউ আসলে লুকিয়ে আসতে না পারে র‍্যাঞ্চে। পশ্চিমের এটাও একটা রীতি।

মেইন বিল্ডিং এর পাশে বিশাল আস্তাবল। আস্তাবল সংলগ্ন ঘোড়া বাঁধার কোরাল। সেদিকে এগিয়ে গেলো টম, এক পাহারাদার ওদেরকে ভেতরের দিকে এগুতে দেখে সাংকেতিক কণ্ঠে চিৎকার দিয়ে উঠলো।

পাহারাদারের চিৎকার শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো হেনরী ক্রকটনেল। হাত নেড়ে হ্যারীদেরকে অভ্যর্থনা জানালো বুড়ো হেনরী।

প্রথমে টম নামলো ঘোড়া থেকে। তারপর একে একে অন্যরা। কোরালে ঘোড়া বাঁধা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো হেনরী। হ্যারী আর টমকে চিনলেও ট্রেসী ওয়াটসনকে চেনে না হেনরী। দুই ল'মেনের সাথে নতুন এই মেয়েটার দিকে বেশ কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো হেনরী।

হেনরীর দৃষ্টি অনুসরণ করে পরিচয় করিয়ে দিতে এগিয়ে এলো হ্যারী, হেনরী আর ট্রেসীর মাঝে দাঁড়ালো, 'ট্রেসী ওয়াটসন। ডেভিড গলের বান্ধবী।'

মাথা নুইয়ে ট্রেসীকে অভিবাদন জানালো হেনরী। তারপর ফিরলো হ্যারীর দিকে, 'আমার চিঠি পেয়েই চলে এসেছো মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, হেনরী,' জবাব দিলো হ্যারী। 'একটুও সময় নষ্ট হয়নি আমাদের।' তারপর জানতে চাইলো, 'তোমার ছেলেরা আর কি কোন খবর নতুন পেয়েছে?'

'তুমি কি জানো মিস্টার ফ্রন্টেনেল, ওরা কোথায়?' বুড়ো হেনরীকে হঠাৎ প্রশ্ন করলো ট্রেসী।

মৃদু হাসি ফুটে উঠলো হেনরীর ঠোঁটে। ওর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিটা পর্যবেক্ষণ করছে ট্রেসীর প্রতিটি ম্যুভমেন্ট। ট্রেসীর চোখে চোখে তাকালো হেনরী, 'হ্যাঁ ম্যাডাম, আমরা জানি কোথায় আছে ওরা। এবং এছাড়া আরো কিছু কথা জানা আছে আমাদের। গত রাতে মাইকের র‍্যাঞ্চ থেকে তিনটি ভালো ঘোড়া চুরি গেছে। এটা ওদেরই কাজ। দেখে শুনে মনে হচ্ছে খুব তাড়াহুড়ো করে ওরা এ এলাকা ছেড়ে পালাচ্ছে।'

থেমে অন্য সকলের প্রতি দৃষ্টি বুলালো হেনরি, কেউ কিছু বলছে কিনা দেখলো। তারপর ঘুরে দাঁড়ালো, 'আমি আমার ঘোড়াটা নিয়ে আসি তারপর সবাই একসাথে বেরুবো।' আস্তাবলের দিকে চলে গেলো হেনরী।

হেনরীর কথাটা শুনে ভাবান্তর হলো হ্যারীর। তাহলে আর কোন সন্দেহ নেই সোনার মোহরগুলো নিয়ে পালাচ্ছে

ডাকাতগুলো ?

ট্রেসী হ্যারীর দিকে ফিরলো, 'আমার কথাই সত্যি হলো। পালাচ্ছে ওরা। সোনাগুলো নিয়ে।'

আস্তাবল থেকে হেনরী বিশালকায় এক সোরেল ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে এলো। মার্শাল হ্যারীর দিকে তির্যক একটা দৃষ্টি হানলো, বুঝতে পারছো কি বলতে চাইছিলাম ? ওই আততায়ীরা সেথ গলের সোনা খুঁজে পেয়েছে।'

নিজের ঘোড়ার উপর উঠতে উঠতে বাজখাই গলা ছেড়ে বললো টম, 'খবর আমরা ইতিমধ্যে পেয়ে গেছি আসার সময় সেথ গলের রান্নাঘরটা দেখে এলাম।'

লাগাম ধরে সোরেলটাকে নিয়ে ওদের কাছে এলো হেনরী, 'আর একটা খবর কি জানা আছে তোমাদের ?

কি ?' প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে হেনরীর দিকে তাকালো হ্যারী, নিজের ঘোড়ায় চড়ে বসেছে ও।

'ওদের হাতে একজন বন্দী রয়েছে। তবে বন্দীটা কে চিনতে পারেনি আমার লোকেরা।'

বন্দী !' ভ্রূ কুঁচকালো হ্যারী।

'হ্যাঁ, গতরাতে গোপনে ওদের আলাপ শোনা গেছে। এখান থেকে দ্রুত সরে পড়ার তাড়া অনুভব করছে ডাকাতগুলো।' খর খরে গলায় বললো হেনরী।

বন্দীর কথা শুনে অবাক হবার ভান করলো ট্রেসী। ও জানে, বন্দী কে ? তবে নিশ্চিত হতে পারছে না। কারণ

ডাভ লর্ড যদি সোনার কথা বলে দয় এতোক্ষণে ওকে মেরে ফেলার কথা।

'চলো যাওয়া যাক।' টম ঘোড়ার পিঠে চড়ে তাড়া দিলো ওদের।

এগারো

টম আর হেনরী আগে আগে চলছে। দু'একটা কথাবার্তা চলছে ওদের মধ্যে। বেশ কিছুটা পিছনে ট্রেসী আর হ্যারী পাশাপাশি রয়েছে। উত্তর পশ্চিম দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। উঁচু নিচু ভূমির উপর দিয়ে ওদের পথ এগিয়ে চলছে। কিছুদূর যাওয়ার পর সেথ গলের র‍্যাঞ্চ এলাকায় এসে পড়লো ওরা।

আদিগন্ত ঘাসে ঢাকা তৃণভূমির দিকে হাত তুলে নির্দেশ করলো হ্যারী, 'এই সবই তো সেথের সম্পত্তি। এখন তার এই বিশার জমির মালিক হবে ডেভিড লর্ড। এসব নিয়ে কি করবে ভাবছো তোমরা?'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো ট্রেসী। ঈষৎ উঁচু হলো ওর ভ্রূ জোড়া, 'কি করবে এখনো ঠিক করেনি ডাভ। সবেতো এলো ডাভ। এতো বড় সম্পত্তির হঠাৎ মালিক হয়ে যাবে ভাবতে পারেনি ডাভ। ও একেবারে ছেলেমানুষ। আমি বলেছিলাম এসব ঝামেলায় থেকে কি হবে? র‍্যাঞ্চটা দেখা শোনার ভার অ ইরিন

গলের কাছে ছেড়ে দিয়ে আবার ফিরে যাই টেক্সাসে। কিন্তু ডাভ শুনলে তো আমার কথা।

'ও বলছে ওর নাকি বিরাট এক স্বপ্ন রয়েছে, তার বাবার র‍্যাঞ্চকে নিয়ে। বাবা যে কাজ সম্পন্ন করতে পারেনি তাই সে সম্পূর্ণ করবে। আবার নতুনভাবে গড়ে তুলবে সে এই র‍্যাঞ্চ। কিন্তু,' হ্যারীর দিকে চেয়ে হাসলো ট্রেসী, 'এখনো পর্যন্ত র‍্যাঞ্চের সীমানাটা পর্যন্ত দেখা হলো না আমাদের। কতগুলো গরু কোথায় কি অবস্থায় আছে তাও জানি না।'

ব্যাঙ্গাত্মক একটা দৃষ্টি হানলো হ্যারী। 'ট্রেসী, এই বিশাল র‍্যাঞ্চ ফেলে শহরে চলে যাবার কথা কোন বুদ্ধিমান রাইডার ভাববে না। তোমার চেয়ে ডাভের বুদ্ধি সুদ্ধি বেশি বলে আমার মনে হয়।'

বুড়ো হেনরীর পিছনে ট্রেসী কোন কথা না বলে এবং কিছুক্ষণ এইভাবে ঘোড়া ছুটালো ও হ্যারীকে ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে গেলো ওর ঘোড়া।

মার্শাল হ্যারী ইচ্ছে করে জোরে ঘোড়া ছুটালো। আবার ট্রেসীর পাশে পৌঁছুলো। ঘাড় কাত করে জানতে চাইলো, 'আচ্ছা ট্রেসী, ডাভ লর্ডকে কি বিয়ে করবে নাকি তুমি?'

ঝট করে মুখ ফেরালো ট্রেসী। মনে হলো রেগে গেছে, 'সেটা ডাভকেই জিজ্ঞেস করে দেখো মার্শাল।'

'এতে রাগ করার কি আছে,' একটা কাষ্ঠ হাসি উপহার দিলো হ্যারী। 'আমি কথার কথা বলছি ম্যাডাম।' মনে মনে ওর

প্রতি একটা ঘৃণা অনুভব করলো মার্শাল। ও নিজের চোখেই দেখেছে সেদিন রাতের গোলাবাড়ির ঘটনাটা। যার সাথে অভিসার করেছে ট্রেসী সে ডাভ লর্ড ছিলো না। ও ভাবছে এই মেয়ে ডাভ লর্ডের জীবনে রাহুর মতো এসে হাজির হয়েছ নিশ্চয়।

ঘোড়া ছুটিয়ে ট্রেসীর আগে বাড়িয়ে গেলো হ্যারী। হেনরী ফ্রন্টেনেলের পাশে চলে গেলো। টম ইচ্ছে করে একটু পিছিয়ে পড়লো।

ক্রমে জমির চেহারা বদলাচ্ছে। বনভূমি আরো ঘন হয়ে আসছে ক্রমশ। সেই সাথে দেখা গেলো পাহাড়ী এলাকা। কিছুক্ষণ পরেই গলের এলাকা ফেল মাইক কানিসের র‍্যাঞ্চ এলাকায় এসে পৌঁছুলো ওরা।

কানিসের বেশিরভাগ গরু বন্য প্রকৃতির বুনো হরিণের মতো। মাইক কানিসের মার্কামারা কয়েকটা মোটা তাজা গরু বেশ নিশ্চিন্তে ঘাস খাচ্ছিলো। হঠাৎ রাইডারদের সাড়া পেয়ে লেজ তুলে পালালো। তবে অনেক অভ্যস্থ গরুকে দেখা গেলো কোন দিকে না তাকিয়ে একমনে ঘাস খাচ্ছে।

হেনরী এক সময় একটু পিছিয়ে এসে হ্যারীর সাথে মিলিত হলো। হ্যারীকে উদ্দেশ্যে করে বললো, 'যার উদ্দেশ্যে এখন আমরা যাচ্ছি তার নাম স্কট। একজন ঝানু রাইডার এবং এক নম্বরের বন্দুকবাজ বলতে পারো। এরকম টাফ ম্যান আমি খুব কম দেখেছি মার্শাল। আমার ছেলেরা তো একা ওর মুখোমুখি হতে নিষেধ করেছে আমাকে। যদি ভাগ্য ভালো থাকে তাহলে ওকে

একা পেতে পারি আমরা।'

'সুযোগ খুঁজে নিতে হবে আমাদের,' বললো হ্যারী। আর কতদূর যেতে হবে?'

বেশি না মাইল তিনেক, মনে হয়।' ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে ট্রেসীর দিকে তাকালো বুড়ো। তারপর হ্যারীকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'মেয়েটাকে কতটুকু চেনো তুমি মার্শাল?'

উদ্দেশ্যমূলকভাবে মাথা নাড়লো হ্যারী, 'তেমন বেশি না। এই প্রথম দেখলাম।'

'ওকে আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে,' বললো বুড়ো। 'মানুষের বাইরের চেহারা ছুরত দেখলেই ভেতরের অনেকটা আন্দাজ করা যায়।'

'এখন ও বিষয়ে কিছু বলো না হেনরী' বললো হ্যারী। 'একটু সবুর করো, নির্দিষ্ট সময় হয়ে এলেই সব দিনের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

ট্রেসী ভ্রূ কুঁচকে হেনরীর ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে লক্ষ্য করার বিষয়টা খেয়াল করলো। টমকে ছাড়িয়ে এগিয়ে এলো ও হ্যারীর পিছনে।

'মিষ্টার হেনরী, আমার দিকে অমন করে তাকাচ্ছে কেন,' হ্যারীর কাছে জানতে চাইলো ট্রেসী।

ট্রেসীর দিকে চেয়ে হাসলো হ্যারী, 'তোমাকে দেখছে ম্যাডাম। কোন লোক যুদ্ধে যাবার আগে অবশ্যই তার পিছনে কে আছে, লোকটা কেমন তা জানতে চায়।'

'আমি পেছন থেকে কাকেও গুলি করি না,' রুক্ষ কণ্ঠে বললো ট্রেসী। 'মিষ্টার হেনরীকে সে ব্যাপারে নিরব থাকতে বলতে পারো।'

'বাদ দাও ও সব,' বললো হ্যারী। 'আমাকে বলো তো, স্কট ডোরেন লোকটা কেমন?'

চমকে ঘাড় ফেরালো ট্রেসী, স্কট? হু ইজ স্কট?'

'কেন চেনো না তুমি? আমি ভেবেছি টেক্সাসে অনেক দিন কেটেছে তোমার বিখ্যাত সব রাইডারদের চিনতে পারবে।'

'স্কট নামের কোন লোককে দেখিনি, ও কি মরগানের কোন স্যাঙাৎ?'

'হতে পারে। তবে আমরা এখন যার কাজে যাচ্ছি তার নাম স্কট ডোরেন ডাকাতদের লিডার।'

'আমার মনে হয় এতোক্ষণে ডাভ লর্ড ওকে পাকড়াও করেছে। আমাদের অনেক আগেই ওর পৌঁছাবার কথা।'

মনে মনে ট্রেসীর গোষ্ঠী উদ্ধার করতে লাগলো হ্যারী এই স্কট নামের লোকটার সাথেই সেদিন যৌন লীলা চালিয়েছে ট্রেসী। আর এখন বলছে স্কট নামের কোন লোককে চেনে না। এখুনিই ট্রেসীকে এ্যারেষ্ট করবা ইচ্ছাটা কোনমতে দমন করলো হ্যারী। এখন ট্রেসীকে বাধা দিলে কোন লাভ হবে না। ডাভ লর্ডের রহস্যটা আগে পরিষ্কার হোক।

'তবে মরগানের দুই স্যাঙাতকে নিয়ে একটু অসুবিধে হতে পারে তোমাদের, বললো ট্রেসী। 'একজনের নাম উইলিয়াম আর

একজনের নাম ভনগুট। ওরা সবাই কেউটে সাপের চেয়েও ভয়ংকর।'

'ওদের সাথে তোমার বেশ ঘনিষ্ঠতা মনে হচ্ছে?'

'এখন বিদ্রোহী হলেও ডাভের সহকারী ছিলো ওরা। সেই সুবাদে ওদেরকে ভালো করে জানি আমি।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই সল্ট ট্রেইল পৌঁছুলো ওরা। এই ট্রেইলটা ব্যবহার করে মাইক।

ট্রেইলটা থেকে কিছু দূরে সেথ গালের লাশটা ফেলে রাখা হয়েছিলো। এ জায়গায় এসে একটা বাঁক ঘুরলো হেনরী। আধ মাইল খানেক ট্রেইলটার সমান্তরালে এগিয়ে গেলো। ক্রমশ চড়াইয়ের দিকে যেতে হচ্ছে ওদের। নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত গিয়ে থামলো হেনরী। হাঁফিয়ে উঠেছে তার ঘোড়া। অন্যরা তার পিছু পিছু এসে হাজির হলো।

জায়গাটা একটা স্পট হাত তুলে সবাইকে নিরব থাকতে ইশারা করলো। তারপর ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়ালো। একটা গাছের সাথে বাঁধলো ওটাকে। কারবাইনটা জিনের খোপ থেকে টান দিয়ে বের করে নিলো

অন্যরাও যার যার ঘোড়া বেঁধে তৈরি হলো, উঁচু একটা সমান জায়গায় হেনরীর পিছু পিছু উঠে এলো ওরা। সবশেষে উঠলো হ্যারী। গাছের ছায়ায় দাঁড়ালো। উইনচেষ্টারটা হাতের মাঝে রেডি আছে ওর। চূড়া থেকে গাছের ফাঁক দিয়ে সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো নিচের উপত্যকায়।

নিচে সমতল তৃণভূমির বিস্তীর্ণ প্রান্তর। একটা ছোট ঝরণার পাশে ছোট একটা ক্যাম্পের প্রতি আংগুল নির্দেশ করলো হেনরী, 'ওদের ক্যাম্প।' ডান দিকে ফিরে কি যেন খুঁজলো হেনরী। তারপর পুরো আধ পাক ঘুরে পূবদিকে তাকালো। হঠাৎ ওদিক থেকে উদয় হলো হেনরীর এক ছেলে জো ফ্রন্টনেল। জো দেখতে অনেকটা রেড ইণ্ডিয়ান দের মতো। কারণ ওদের মা ছিলো রেড ইণ্ডিয়ান।

জো অন্যান্য সকলের প্রতি একবার চোখ বুলালো। তার পর বাপের দিকে চেয়ে বললো, 'ওরা শিকারে বেরিয়েছে বাবা। আমি মনে করেছিলাম ওরা পায়ে হেঁটে যাবে। এই সুযোগে ওদের ঘোড়াগুলো তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবো আমি। কিন্তু সাথে করে ঘোড়াগুলোও নিয়ে গেছে ওরা।'

ছেলের কথা শুনে মাথা দুলালো হেনরী 'বন্দীটার খবর কি?'

'বোধ হয় ক্যাম্পেই রয়েছে। একজন পাহারায় আছে।'

'রবিন কোথায়?' হেনরী তার অপর ছেলের কথা জানতে চাইলো।

'রবিন উত্তরের গিরিপথটা পাহারা দিচ্ছে।'

'ওরা শিকারে গেছে কোনদিকে বলতে পারো?'

পশ্চিম দিকে তাকিয়ে মাথা দুলালো জো।

সবাই একযোগে সেদিকে তাকালো। পশ্চিম দিকে বন জঙ্গল খুব ঘন। এলাকায় সবাই জানে এখানে প্রচুর হরিণ, এলক থেকে

শুরু করে ভাল্লুক পর্যন্ত পাওয়া যায়।

'বাবা,' জো হেনরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো, 'একটা নতুন খবর আছে।'

'কি?' ছেলের দিকে চাইলো হেনরী।

'কিছুক্ষণ আগে ওদের গুলিতে এক লোক মারা গেছে। উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিলো। আমার মনে হয় প্রতিদ্বন্দ্বী দুটো দল হয়েছে।'

'লোকটা কি অপরিচিত?' হঠাৎ জানতে চাইলো ট্রেসী। 'দেখতে কেমন?'

'লোকটা এখনো জঙ্গলের মধ্যেই পড়ে আছে। আমি চিনি না। এই এলাকার লোক নয় ও। অল্প বয়সী এক যুবক।'

চমকে উঠলো হ্যারী। ডাভ লর্ড নয়তো? ট্রেসীর দিকে তাকালো ও। ট্রেসীর মধ্যে আশ্চর্য এক পরিবর্তন দেখা গেলো। অন্য কেউ লক্ষ্য না করলেও ঠিক লক্ষ্য করেছে মার্শাল।

নিচের উপত্যকার দিকে তাকিয়ে টম গ্রান্ট কপাল কুঁচকালো। হ্যারীকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'ঐ জায়গাটাই হলো মাইকের সং টিং গ্রাউণ্ড। মাইক বলেছিলো আমাকে।'

নিচের দিকে দৃষ্টি ফেরালো হ্যারী, 'কি সুন্দর গাছ গাছালী ঘেরা ঝরণার পাশে আত্মগোপন করে আছে ওরা।' হেনরীর ছেলে জোর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো, 'আচ্ছা জো, ডাকাতরা ঐ ক্যাম্পটাতে কখন থেকে আছে?'

হ্যারীর দিকে দৃষ্টি ফেরালো জো, 'ওরা তো ছিলো আরো পূবে।

একটা মালভূমির মাথায়। আজ সকাল থেকেই এ জায়গায় এসে হাজির হয়েছে।'

কথাটা ট্রেসীও শুনতে পেলো। সে জোর দিকে তাকালো, 'আচ্ছা ডাকাতরা এখন মোট কজন বলতে পারো?'

'এক পক্ষে তো রয়েছে তিনজন।' বললো জো। 'আর এক পক্ষে কতজন আছে জানি না।'

হ্যারী লক্ষ্য করলো ট্রেসীর চেহারা। অস্থির দৃষ্টি, বিভ্রান্ত অভিব্যক্তি।

'যে লোকটা মারা গেছে এখন কোথায় সে?' জোকে আবার জিজ্ঞেস করলো ট্রেসী।

'ওর লাশটা বেশিক্ষণ দেখার সুযোগ পাইনি আমি। ওই চালটার কোথায় ও পড়ে আছে। কেন ম্যাডাম?'

হ্যারীর দিকে ফিরলো ট্রেসী, 'মার্শাল আমার মনে হয় ডেভিড লর্ড গুলি খেয়েছে। আমাদের উচিত ওর লাশটা দেখতে যাওয়া। চলো লাশটা নিয়ে আসি?'

'এখন লাশ আনতে যাওয়া মানে নির্ঘাত পাগলামী। এখন যে কোন মুহূর্তে আমরা এ্যামবুশ হতে পারি। স্কট লোকটা অত্যন্ত ভয়ংকর।'

হঠাৎ হেনরীর ছেলে জো শ্‌শ্‌শ্‌ করে সবাইকে চুপ থাকতে বললো।

সবার শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেলো। জোর দৃষ্টি অনুসরণ করে পেছনে ফিরে তাকালো সবাই। পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে এক

লোক এগিয়ে আসছে সোজা ওদের দিকে।

ইতিমধ্যেই জোর হাতে পিস্তল এসে গেছে। ওর দেখাদেখি সবার হাত চলে গেলো নিজেদের কোমরের কাছে—হোলস্টারে।

'ডোণ্ট শ্যুট ···।' চিৎকার করে বললো লোকটা। 'ডোণ্ট শ্যুট।'

ভালো করে খেয়াল করতেই চিনতে পারলো লোকটাকে হ্যারী।

চট করে টম গ্রাণ্টের দিকে দৃষ্টি ফেরালো হ্যারী, 'মরগান হল-ওয়ার্থ না?'

ঘোৎ করে একটা শব্দ করে নিজের কারবাইন উঁচু করলো শেরিফ টম গ্রাণ্ট, 'হারামজাদার মতলব কি। এবার কোথায় যাবে বাছাধন।'

ট্রেসীকে এতোক্ষণ কেউ খেয়াল করেনি। হঠাৎ ডেপুটি মার্শালের খেয়াল হলো পাশে দাঁড়ানো ট্রেসী নেই। চরকীর মতো ঘুরলো ও।

ট্রেসী মরগানের দিকে উইনচেষ্টারের নল তাক করেছে। নিচের একটা গাছের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে ট্রেসী।

'ডোণ্ট শ্যুট ···।' চিৎকার করে লাফ দিলো হ্যারী। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। মরগানকে লক্ষ্য করে উইনচেস্টারের গোটা চেম্বার খালি করলো ট্রেসী। এবং সাথে সাথে আরো দূরে সরে গেলো।

মরগানের গায়ে গুলি লাগাতে পারেনি ট্রেসী। হুমড়ী

খেয়ে একটা ঝোঁপের আড়ালে আত্মগোপন করলো মরগান। ইতিমধ্যেই তার হাতে বেরিয়ে এসেছে পয়েন্ট ফরটি ফাইভ। ওটা নিয়ে উঠে দাঁড়াতে দেখে একটা লাফ দিলো ট্রেসী। তারপর পলাতক হরিণীর মতো একে বেঁকে পশ্চিমের জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেলো মেয়েটা।

ট্রেসীর ক্ষিপ্র গতিতে পলায়ন দেখে অবাক হয়ে গেলো হেনরী আর তার ছেলে। ব্যাপার কি মেয়েটা ওভাবে পালাচ্ছে কেন। ইচ্ছে করে পলায়ন পর ট্রেসীকে গুলি করেনি জো। চাইলে অনায়াসে ট্রেসীকে ভূপাতিত করতে পারতো ও। কিন্তু তার বাবা আর অন্যদের কোন প্রতিক্রিয়া বুঝতে না পেরে কিছু করতে পারলো না জো।

মরগানকে দেখে অবাক হলো হ্যারী, 'কি ব্যাপার মরগান? কোত্থেকে হাজির হলে হঠাৎ?'

'সে অনেক কথা মার্শাল,' হাঁপাচ্ছে মরগান। 'শহরের দিকেই যাচ্ছিলাম তোমাদের সাবধান করে দিতে। মাইক কার্নিসের কাছে শুনলাম এদিকেই এসেছো তোমরা। তাই এদিকে চলে এসেছি।' হ্যারীর পাশাপাশি হেঁটে উপরে উঠে আসছিলো মরগান। হঠাৎ টমের ক্রুদ্ধ গর্জন শুনে থমকে দাঁড়ালো।

'থামো,' থপ থপ করে এগিয়ে এলো টম। 'তোমার বন্দুকটা আগে আমার কাছে দাও।' একটানে বিহ্বল মরগানের হাত থেকে পয়েন্ট ফরটি ফাইভটা ছিনিয়ে নিলো শেরিফ টম গ্রাণ্ট।

'এবার কি বলবে বলো।' ঝট করে একবার হ্যারীর দিকে চেয়ে

দেখলো টম।

টমের দিকে তাকিয়ে হাসলো হ্যারী, 'ধীরে টম ধীরে। মরগানের উপর অযথা চটছো কেনো?'

'তুমি চুপ করো মার্শাল!' আক্রোশে ফুসছে টম গ্রাণ্ট। 'শয়তানের বাচ্চাটাকে আমি এবার দেখে নেবো।' ক্রোধান্বিত দৃষ্টিতে মরগানের দিকে চাইলো, 'তোকে আমি ফাঁসিতে ঝুলাবো। জেলের তালা ভেঙে পালানোর মজাটা টের পাইয়ে দেবো এবার।'

হেনরী আর তার ছেলে হঠাৎ শেরিফ টম গ্রাণ্টের রেগে উঠার কারণটা বুঝতে পারলো না। তারা নীরবে মরগান হলওয়ার্থকে দেখছে। ওদের দৃষ্টি হঠাৎ আকৃষ্ট হলো মরগানের একটা হাতে। আহত হয়েছে। রক্তাক্ত। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতে।

টমের জ্বলন্ত দৃষ্টি উপেক্ষা করে হেনরী আর জোর দিকে তাকালো মরগান। আন্দাজ করতে চেষ্টা করলো এরা কারা। তারপর আবার টমের দিকে ফিরলো ওর দৃষ্টি, 'একটু শান্ত হয়ে আমার কথা শুনো শেরিফ। আমি জেল ভেঙে পালাইনি।'

ঝট করে চারপাশে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখে নিলো মরগান। হ্যারীকে লক্ষ্য করে বললো, 'মার্শাল, দয়া করে একটা কাজ করতে হবে। কেউ একজন চারপাশে একটু নজর রাখুক। ওই ডাইনীটা আমাকে খতম করার জন্যে দলবল নিয়ে ফিরে আসতে পারে।'

শ্রাগ করলো মার্শাল হ্যারী, 'ঠিক আছে মরগান, তুমি তোমার

কথা শোনাও। আমি আর জো চারদিকে নজর রাখছি।' বলে জোর দিকে ইশারা করলো।

এতোক্ষণ মরগানকে লক্ষ্য করছিলো বুড়ো হেনরী ফ্রন্টেনেল। এবার সরাসরি মরগানের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো ও, 'কার কথা বলছো তুমি মিস্টার মরগান? ডাইনী কে?'

'যে পালিয়ে গেলো সেই মেয়েটা।' বললো মরগান, 'ট্রেসী ওয়াটসন।'

'কেন? ও কি করলো আবার?' টমের প্রশ্ন।

'ওই তো সবকিছুর মূল? সেথ গলকে খুন করেছে ওই ডাইনীটা।'

'তার মানে।' টমের দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটে উঠলো। 'কি বলছো তুমি?'

অন্য সবাই চমকে উঠেছে মরগানের কথা শুনে। ট্রেসী ওয়টসন সেথ গলের খুনী!

হ্যারী মরগানের দিকে ফিরলো, 'তুমি কিভাবে জানলে যে ট্রেসী ওয়াটসন সেথ গলের খুনী?'

'তোমরা সকলে মনে করেছো আমি জেলের তালা ভেঙ্গে পালিয়েছি।' কাষ্ট হাসি ফুটলো মরগানের ঠোঁটে। 'আমাকে আসলে বের করে নিয়ে যায় স্কট ডোরেন। স্কটকে হয়তো ইতিমধ্যেই চিনতে পেরেছো তোমরা। ট্রেসী ওয়াটসনের ভাড়াটে আউটল। স্কট সন্দেহ করেছিলো আমি সোনার কথা জানি। তাই আমাকে উদ্ধারের নাম করে আসলে নিয়ে যায় বন্দী করে।

তারপর আমার আর ডাভ লর্ড দুজনের উপর চলে অমানুষিক অত্যাচার।'

'ডাভ লর্ড!' বিস্ময়ে কপালে উঠলো টমের চোখ। 'কি বলছো তুমি?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলছি,' বলে চলেছে মরগান, 'সেই আসল কথাটাই বলতে আসছিলাম—তোমরা যাকে ডেভিড লর্ড মনে করছো, সে প্রকৃত ডেভিড নয়। অন্য লোক। তার নাম চার্লি গ্রাফ। স্কট ডোরেনের স্যাঙাত।'

'বুঝতে পারছি।' বললো হ্যারী। 'আগে থেকে কেন যেন সন্দেহ জেগেছিলো—ট্রেসী আর তার কাজ কারবারগুলো কেমন যেনো সাজানো—আগে থেকেই ঠিক করা। তোমার কথায় এখন পরিষ্কার হলো, ট্রেসী চার্লি গ্রাফকে ডেভিড লর্ড বলে চালিয়ে দিচ্ছিলো এবং নিচ্ছিলো।'

'হ্যাঁ, মার্শাল, ঠিক ধরেছো তুমি।' বললো মরগান। 'ট্রেসী প্ল্যান করে আসল ডাভ লর্ডকে বন্দী করে ভাড়াটে গুণ্ডাদের মাধ্যমে। তারপর চার্লিকে ডেভিড সাজিয়ে সর্বনাশের ষোলকলা পূর্ণ করার জন্যে এগিয়ে আসে।'

হ্যারী আর টম দৃষ্টি বিনিময় করলো। মৃদু মাথা নাড়লো টম।

'কিন্তু,' বুড়ো হেনরী মার্শালের দিকে ফিরলো, 'এ কেমন কথা মার্শাল, একটা জলজ্যান্ত লোককে নিয়ে জালিয়াতি চলছিলো আর কাউন্টির কেউ ধরতে পারলো না। তোমরা কেউ সেথ গলের

ছেলেকে চিনতে না ?'

'না, কেউ ডেভিডকে কোনদিন দেখেনি। এমনকি তার চাচাতো বোন আইরিন গলকেও না।' বললো হ্যারী। 'সে জন্যেই সুযোগটা হাতছাড়া করেনি ট্রেসী।'

'আর আমিই শুধু ছিলাম ট্রেসীর দলের বাইরে একজন যে আসল ডেভিডকে চিনে।' হেনরীর দিকে ফিরে বললো মরগান। 'তাই আমাকে শেষ করে দেয়ার জন্যে কারাগারে স্কটকে পাঠিয়েছিলো ট্রেসী। কিন্তু স্কটের সোনার প্রতি লোভ আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

'আমাকে নিয়ে সে রাতেই ও ক্যাম্পে চলে আসে। তারপর আমার সামনে ডেভিডের উপর আর ডেভিডের সামনে আমার উপর চালায় অসহনীয় নির্যাতন। নির্যাতনের এক পর্যায় ডেভিডের নাকে যখন গরম পানি ঢালতে লাগলো ওরা তখন ওদেরকে সোনার খবর দিতে রাজী হই আমি।

'তবে একটা শর্ত আরোপ করি যে—সোনা উদ্ধারের পর ডেভিডকে আর আমাকে বিনাশর্তে মুক্তি দিতে হবে। কি মনে করে স্কট রাজী হয়ে যায়। আমাকে নিয়ে স্কট আর তার এক সাথী ভনগুট চলে আসে সেথ গলের র‍্যাঞ্চে। সেথ গল চুলার তলায় সোনাগুলো লুকিয়ে রেখে ছিলো।'

মাথা নেড়ে হ্যারী সায় দিলো, 'ও খবর আমরা জানি। তুমি কি ভাবে বেঁচে এলে তাই বলো।'

'হ্যাঁ।' আবার শুরু করলো মরগান। 'চুলার মাটি খুঁড়ে

সোনা যখন বের হলো তখন খুশিতে আর বিস্ময়ে অভিভূত হলো স্কট আর তার সাথীরা। জীবনে এতো সোনা একসাথে দেখেনি ওরা। এবং সেই সুযোগটাই সদ্ব্যবহার করি। পাহারা রত ভনগুটের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কোন মতে পালাতে সক্ষম হই।'

'একটা জিনিস আমার কাছে এখনো পরিষ্কার হলো না,' বললো টম গ্রান্ট, 'সোনা কোথায় আছে জানলে কি ভাবে তুমি?'

'এখানেই তো মূল রহস্য।' বললো মরগান, 'টেক্সাস থেকে ডাভ আর আমি আগেই এসে পড়েছিলাম। ট্রেসী আসে পরে। ডাভ প্রথমেই তার বাবার সাথে যোগাযোগ করেছিলো। সেথ গল তাকে ফিরিয়ে দেয়। দ্বিতীয়বার যখন ডাভ সেথ গলের সাথে দেখা করতে যায়, তখন সোফার উপর গুলিবিদ্ধ হয়ে গোঙাচ্ছে সেথ। ডাভের সাড়া পেয়ে আততায়ী পালিয়ে যায়। এবং মৃত্যু পথের যাত্রী সেথ গল মরার আগে বলে যায় তার ছেলেকে সোনার কথা। তখন ডাভের সাথে আমিও ছিলাম।'

'যথেষ্ট হয়েছে টম।' টমের দিকে ফিরলো মার্শাল। 'আর কিছু বুঝতে বাকি নেই। এখন আমাদের সবাইকে এগিয়ে যেতে হবে। ডাভ লর্ডকে বাঁচাতে হলে আমাদের প্রথমেই ব্যাপক ঝটিকা আক্রমণ চালাতে হবে। ট্রেসী শয়তানি পালিয়েছে সে খেয়াল আছে তোমাদের? সব কিছু ফাঁস হয়ে যাওয়ায় সে এখন মত্ত বাঘিনীর রূপ ধারণ করেছে।'

'ঠিক বলেছো মার্শাল।' বললো মরগান। 'ডেভিডকে বাঁচাতে হলে এখুনিই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।'

'শুধু ডেভিড কেন? গর্জে উঠলো টম। 'এই মানুষ রূপী ডাইনিটাকে আগে ধরতে হবে। আর আছে নগদ দশ হাজার সোনার মোহর। চলো সবাই।'

জো ফ্রন্টেনেল মুখ তুলে তার বাবার দিকে চাইলো, 'এখন কি করবো বাবা?'

মাথা ঝাঁকালো বুড়ো হেনরী। সবার উপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে জোকে উদ্দেশ্যে করে বললো, 'তুমি রবিনের কাছেই ফিরে যাও। গিরিপথটাই আপাতত পাহারা দাও তোমরা দু'ভাই মিলে। তবে একটা কথা শুনে রাখো; নিজে নিজে বাহাদুরী করে গোলা-গুলি করতে যেয়ো না। আমি কোন নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত গোলা-গুলি করবে না তোমরা।'

তার কথা শেষ হতেই নিঃশব্দে মাথা দুলালো জো। একটা কথাও না বলে পুব দিকের জঙ্গলে অদৃশ্যে হয়ে গেলো।

হেনরী এবার টম গ্রান্টের দিকে ফিরলো, 'গুলির শব্দে ইতি মধ্যেই সচকিত হয়ে উঠেছে প্রতিপক্ষ।'

'ঠিক,' বললো শেরিফ। 'চলো যাওয়া যাক,' ঘুরলো টম, 'কিন্তু তার আগে একটা কাজ সেরে ফেলতে চাই।'

'কি কাজ?' প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালো হেনরী।

টম হ্যারীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললো, 'মার্শাল, আমি অকপটে একটা ব্যাপার স্বীকার করছি—আমি লজ্জিত। তোমাকে অনেক কটু কথা বলেছি। ডেপুটি মার্শাল হয়ে এই কাউন্টিতে আসার পর থেকে আমি তোমার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছিলাম।

ঈর্ষা বড় সাংঘাতিক জিনিস মার্শাল। তোমার বিরুদ্ধে যা করেছি সেজন্যে আমি দুঃখিত···আমাকে ক্ষমা করবে না তুমি?'

দ্রুত টমের বিশাল থাবাটা নিজের হাতে টেনে নিলো মার্শাল। হাসলো। 'আমি কিছু মনে করিনি শেরিফ।'

'আমার একটা কথা ছিলো,' হঠাৎ মরগান বললো, 'গোটা ব্যাপারটা এখন ক্লাইম্যাক্সে এসে পৌঁছেছে। আমি এ অপারেশনে কিছুটা অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করতে চাই।'

'কি রকম?' জানতে চাইলো হ্যারী।

'আগে আমি ওদের ওখানে একা যেতে চাই। স্কটের সাথে কথা বলে একটা ডাইভারসন তৈরী করতে চাই। ঠিক সেই অসতর্ক মুহূর্তে তোমরা একযোগে আক্রমণ চালাতে পারবে।'

আপত্তি জানালো টম, 'না, এখন তোমাকে কোথাও যেতে দিচ্ছি না। বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপাতত নজর বন্দীই থাকবে তুমি।'

'অযথা সময় নষ্ট করো না টম,' বললো হ্যারী। 'মরগানকে যেতে দাও। জানি ও বেঈমানী করবে না আমাদের সাথে।'

টম এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলো। হ্যারীর কথায় সায় দিয়ে মাথাটা একটু কাত করলো, মুখে কিছু বললো না।

'আমার ঘোড়া নেই। গুলি খেয়ে পালিয়ে গেছে।' বললো মরগান। 'ট্রেসীর ঘোড়াটা নিয়ে যেতে পারি আমি?'

মাথা নাড়লো হ্যারী।

মরগান ঘোড়াটা খুলে নিয়ে সওয়ার হলো ওটার পিঠে।

তারপর লোজা জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে এগিয়ে গেলো স্কটদের ক্যাম্পের দিকে।

মরগান কিছুদূর এগিয়ে যেতেই ওরা রওয়ানা হলো। ধীরে সুস্থে। আর কিছুটা এগিয়ে গিয়ে কয়েকটা গাছের আড়ালে আত্মগোপন করলো হ্যারী, টম আর হেনরী। নিচের উপত্যকায় মরগানের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো।

মরগানকে যেতে দেখে নিচ থেকে একটা ঘোড়ার চিঁহি চিঁহি ডাক শোনা গেলো। এই শব্দে নিশ্চয় ডাকাতরা সচকিত হয়ে যাবে।

সত্যিই দুই আউট'ল ক্যাম্পের আড়াল থেকে বিদ্যুতবেগে বেরিয়ে পাশের উঁচু ঘাসবনে গুঁড়ি মেরে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

একটু পরেই ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এলো বিশাল দেহী একজন। হ্যারী অনুমান করলো নিশ্চয় সর্দার স্কট ডোরেন। স্কটের হাতে বাগিয়ে ধরা কারবাইন। মনে মনে ভয় পাচ্ছে হ্যারী, স্কট যদি মরগানকে গ্রহণ না করে স্রেফ গুলি করে শেষ করে দেয়। কিন্তু হ্যারীকে অবাক করে দিয়ে স্কট বন্দুকের নল নামালো। ঘাড় ফিরিয়ে ডাক দিলো তার সহকারীদের। ঘাসের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো দুই স্যাঙাত।

স্কট কি যেন বললো মরগানের উদ্দেশ্যে। মরগান ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়ালো।

'ভালো,' ক্যাম্পের দিকে তাকিয়ে বললো বুড়ো হেনরী। 'এখন আমরা একটু নিঃশাস ফেলতে পারি। স্কট তাহলে মরগানের

কথা বিশ্বাস করেছে।'

'চলো এগিয়ে যাওয়া যাক।' বললো হ্যারী।

তিনজনে সাবধানী পায়ে বনের মধ্য দিয়ে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলো। মনে মনে একটা কথা ভাবছে হ্যারী, আর যাই করুক এই মুহূর্তে বন্দী লর্ডের কোন ক্ষতি করবে না হুট। কারণ ও বেশ বুঝতে পেরেছে উপত্যকা থেকে বেরিয়ে যাবার একমাত্র উপায় হলো ডাভ লর্ডকে জিম্মী করে রাখা।

পশ্চিম দিকের পথটা ঘুরে ঢালুর দিকে অগ্রসর হয়ে একটা ঝোঁপের মতো জায়গায় এসে থামলো হেনরী। ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো তিনজনই। ঘোড়া গুলোকে আড়াল মতো জায়গায় বাঁধলো। তারপর পায়ে হেঁটে অগ্রসর হলো।

খড় খড়ে সরু সরু শনের ঝোঁপ বেয়ে উত্তর দিকে ঘুরে গেলো ওরা। এক জায়গায় এসে আবার থামলো তিনজন।

'এখানে আমাদের যে কোন একজন থাকলে ভালো হয়,' বললো হেনরী। 'ওরা যদি পালাতে যায় তাহলে দক্ষিণ পাশ ছাড়াও উত্তর দিকেও আসতে পারে।'

'পশ্চিম দিকে কি হবে?' জানতে চাইলো টম।

'আমি ঘুরে পশ্চিমে চলে যাবো। এবং ক্রল করে ঘাস বনের মধ্য দিয়ে ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হবো। শেরিফ, তুমি ইচ্ছে করলে এখানে থাকতে পারো?'

নাকের ডগাটা ঘষলো গ্রান্ট, 'আমি চিন্তা করছি ওরা যদি আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে যায় তাহলে লর্ড আর মারগানের

কি অবস্থা হবে ?'

তারও একটা সমাধান দিয়ে দিলো বুড়ো হেনরী, 'আমি ঘুরে পশ্চিমে যেতে যেতে মরগান ঘণ্টা খানেক সময় হাতে পাবে। এর মধ্যে যদি ও কিছু করতে না পারে তাহলে করার কিছুই নেই। আমাদের রিস্ক নিতে হবে। যাবার পথে আমি আমার ছেলেদের জানিয়ে যাবো বর্তমান পরিস্থিতির কথা।'

'বুঝতে পারলাম,' বিশেষ সন্তুষ্ট মনে হলো না টমকে। 'তার পর ?'

টমের দিকে সরাসরি তাকিয়ে হেনরী বললো, 'তারপর আর কি। মরগান আর বন্দীটাকে ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিতে হবে। আমরা হাজির হবার আগ পর্যন্ত যদি কোন মতে টিকতে পারে তো ভালো।'

ক্যাম্পের দিক থেকে একটা হাসির শব্দ ভেসে এলো।

ঘাস বনের ভেতর থেকে সাবধানে মাথাটা উঁচু করলো হ্যারী। ক্যাম্পের দিকে তাকালো। একটু পরেই নামিয়ে নিলো মাথা। শ্রাগ করলো হ্যারী, হেনরী আর টমের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি লক্ষ্য করলো, 'মনে হলো মরগান এখনো ভালো পজিশনেই আছে। ওদেরকে বিশ্বাসযোগ্য একটা গল্প শোনাচ্ছে হয়তো।'

'তাহলে,' হেনরী বললো টমকে, 'তুমি এখানে অপেক্ষা করছো ?'

'হ্যাঁ, আমি আছি। তোমরা এগিয়ে যাও।'

হ্যারীর প্রতি মাথা ঝাঁকালো হেনরী। হ্যারী আর অন্য দুজন

বাসবনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেলো উপর দিকে—যেখানে হেনরীর ছেলেরা গিরিপথটা পাহারা দিচ্ছে।

আরো আধ ঘণ্টা পর হ্যারীকে উত্তরের একটা বাঁকের মুখে রেখে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলো হেনরী।

কিছুক্ষণ পর উত্তর দিকে একটা ব্লুজে পাখির ডাক শুনে ঘাসের মধ্যে কান খাড়া করলো হ্যারী। সামান্য বিরতি দিয়ে পাখির ডাকটা পশ্চিম প্রান্ত থেকে ভেসে এলো পুনরায়। তারমানে ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেছে বুড়ো হেনরী।

চার হাত পায়ে হামাগুঁড়ি দিয়ে এগিয়ে গেলো হ্যারী। কারবাইনটা সামনে বাগিয়ে ধরে ক্রল করে এগুতে লাগলো। কোন শব্দ ছাড়াই নির্বিঘ্নে প্রায় তিনশো ফিটের মতো এগিয়ে গেলো। এবং হঠাৎ থামতে বাধ্য হলো।

ওর পথের সামনেই পড়লো বিশাল এক সজারু। একেবারে মুখোমুখি। সজারুটার মাঝে সরে দাঁড়ানোর কোন লক্ষণই দেখা গেলো না। হ্যারী জানে, সাধারণত কোন সজারু চলার পথে তাড়া খেলে পথ থেকে সরে দাঁড়ায় না। এটারও ভাবগতিক তাই মনে হলো। কিছুক্ষণ সজারু আর হ্যারী পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করলো। নাকটা কুঁচকে মাথাটা তুললো হঠাৎ কাটাঅলা জানোয়ারটা। কুঁতকুতে চোখে হ্যারীকে পর্যবেক্ষণ করে ফোঁস ফোঁস করে নাক ঝাড়া দিলো। এবং ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে মৃদু একটা গর্জন ছেড়ে হ্যারীকে শাঁসালো। পালিয়ে যাবার বদলে আক্রমণাত্মক ভূমিকা দেখা গেলো ওটার মধ্যে।

কারবাইনের নলটা বাড়িয়ে সজারুটার গায়ে মৃদু খোঁচা দিলো হ্যারী। আচমকা ফ্যাং করে সব কাঁটা খাড়া করে দিয়ে দলা পাকিয়ে গেলো জীবটা। তারপর অনড় গোলকের মতো গ্যাট হয়ে পড়ে রইলো একই জায়গায়।

হ্যারীর বুঝতে বাকি রইলো না এক ইঞ্চি জায়গা ও সরবে না এই শয়তানটা। আর কোন উপায়ান্তর না দেখে খিঁচে একটা গাল ঝাড়লো সজারুটার উদ্দেশ্যে। তারপর সরে এসে ঘুর পথে এগিয়ে গেলো। কিছু দূর ঘুরে আবার আগের পথে পজিশন নিলো হ্যারী। মাথাটা ঈষৎ তুলে উঁকি মেরে দেখলো মরগান হলওয়ার্থের সাথে এখনো কথা বলছে ওরা।

সূর্য ডুবতে আর বেশি দেরি নেই। পশ্চিমের পাহাড় সারির মাথায় হেলে পড়েছে বিকেলের সূর্য।

বারো

ঘাস বনের ফাঁক দিয়ে আরো একটু এগিয়ে একটা সুবিধে মতো জায়গায় পজিশন নিলো হ্যারী। এমন সময় পশ্চিমের জঙ্গল থেকে একটা কয়োটি করুণ সুরে ডেকে উঠলো। একটু পরেই আঁধার নামবে। তখন দলে দলে ওরা বেরুবে শিকারের সন্ধানে।

আরো ফুট দশেক এগিয়ে কারবাইনটা শক্ত হাতে ধরলো হ্যারী। ঘাসের নীল ডগার ফাঁক দিয়ে ধীরে ধীরে মাথা তুললো। ক্যাম্পের দিকে চোখ ফেরাবার আগেই ঝট করে আবার মাথাটা নামিয়ে আনলো। কে একজন জোরে চেঁচিয়ে উঠেছে। এবং সাথে সাথে শোনা গেলো গুলির আওয়াজ।

'পশ্চিম দিকে, স্কট, পশ্চিম দিকে। ঘাসের মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসছে। স্পষ্ট দেখেছি আমি। ফায়ার করো।'

বিকেলের নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে ভেঙে পড়লো গুলির শব্দে।

আবার গুলিবর্ষণ শুরু করলো স্কটের লোকজন, হ্যারী বুঝতে

পারলো না পশ্চিম পাশের ঘাস বনের ভেতরে হেনরী বা তার ছেলেদের কেউ আহত হয়েছে কিনা। উত্তর দিক থেকে রাইফেলের আওয়াজ ভেসে এলো। এর ফলে ডাকাতদের দৃষ্টি একদিকে নিবদ্ধ হলো।

মাথা তুললো হ্যারী। স্কটকে লক্ষ্য করে ফায়ার করলো ও। কিন্তু লাগাতে পারলো না। চট করে নিচু হয়ে আড়ালে চলে গেলো ডোরেন

এখন ওদের পজিশন জানা হয়েছে ডাকাতদের। কি একটা নির্দেশ দিতে যাচ্ছিলো স্কট তার লোকজনদের। এমনি সময় পূব দিক থেকে টম গ্রাণ্ট গুলিবর্ষণ শুরু করলো। গুলি এসে ক্যাম্পের টিন প্লেট. ছাই, কয়লা ইত্যাদি উড়িয়ে নিলো। মরগানকে দেখা গেলো ক্রল করে ক্যাম্পের পেছন দিকে চলে যেতে। স্কট ডোরেন কারবাইনের নল তাক করলো মরগানের দিকে। হ্যারী দ্রুত ফায়ার করলো। স্কটের কারবাইন লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলো। মরগানকে দ্রুত ক্রল করে ঘাস বনে অদৃশ্য হতে দেখলো ও।

হ্যারী ভয় পাচ্ছে ডাভ লর্ডের ব্যাপারে। ক্যাম্পের ভেতরে লর্ড বন্দী। ডাভ এখন কি অবস্থা তাও বোঝা যাচ্ছে না।

স্কট ডোরেনকে দেখা যাচ্ছে না। তার দুই স্যাঙাতকে নিয়ে সে অদৃশ্য হয়েছে ক্যাম্পের মধ্যে। পশ্চিম দিক থেকে আবার জে পার্কির ডাক শোনা গেলো।

আবার মাথা তুললো হ্যারী এবং সাথে সাথেই চোখাচোখি

হলো স্কটের এক স্যাঙাতের সাথে। ওর নাম ভনগুট। মরগানকে জড়িয়ে ধরে লুটোপুটি খাচ্ছে। হঠাৎ একটা বুলেট এসে ধরাশায়ী করলো মরগানকে। মরগান ঢলে উঠে পড়ে যেতেই ভনগুট হ্যারীর অবস্থানের দিকে লক্ষ্য করে ফায়ার করলো। হ্যারি ফায়ার করেই গড়ান দিয়ে সরে গেলো। যে জায়গায় একটু আগে অবস্থান করছিলো ও সেখানে একট বুলেটা এসে বিদ্ধ হলো মাটিতে। হ্যারী এখন দেখতে পাচ্ছে না ভনগুট কি করছে। এমন সময় পশ্চিম দিক থেকে গুলি বর্ষণ শুরু হলো। হেনরী বা তার ছেলে ফায়ার করছে। ক্যাম্প থেকেও পাল্টা গুলি ছুঁড়ছে।

এই ফাঁকে ভনগুট ক্রল করে একটা ঘোড়ার কাছে চলে এসেছে। তাই দেখে হ্যারী আবার ফায়ার করলো। ঘাসবনে লুকালো ভনগুট। ইতস্তত কয়েকটি ফায়ার করে গড়িয়ে গড়িয়ে স্থান পরিবর্তন করলো হ্যারী।

ওদিকে উইলিয়াম গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে এলো ক্যাম্প থেকে। সে আড়াল থেকে ফায়ার করে হ্যারীকে ব্যস্ত রাখলো।

হেনরীর গুলির আওয়াজ ক্রমে কাছে এগিয়ে আসছে। টম কি করছে বুঝতে পারছে না হ্যারী। অনেকক্ষণ হলো ওর গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে না। হঠাৎ চোখ গেলো ভনগুটের দিকে। ঝুঁকে পড়ে একটা ঘোড়ার বাঁধন খুলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ক্যাম্পের দিকে। ও ফায়ার করার আগেই পূব দিক থেকে টম গ্রাণ্টের এক পশলা গুলিবৃষ্টি ছুটে এলো। কিন্তু

অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ঘোড়াটাকে ক্যাম্পের একটা আড়ালে নিয়ে গেলো গুনগুট।

একটা ঘোড়া নিয়ে কি করবে স্কট কিছু বুঝতে পারলো না হ্যারী। শুনেছে স্কটের মতো চালাক আর ধূর্ত গান ফাইটার ট্রেঞ্চাসে বিরল। তাছাড়া এখন চারদিকে ঘেরাও হয়ে আরো হিংস্র হয়ে উঠছে স্কট। যে কোন মূল্যে সে এই ফাঁদ টপকাতে চেষ্টা করবে। বিপদে পড়লে মানুষের বুদ্ধি বাড়ে কথাটা সবার বেলাতেই প্রযোজ্যে, ভাবলো মার্শাল।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে চমকে উঠলো হ্যারী। স্কটের মতলবটা টের পেলো ও। স্কট ঘোড়া নিয়ে পালানর তালে আছে

দ্রুত পিছিয়ে আসতে লাগলো হ্যারী। পূর্ব পরিকল্পিত পুরো প্ল্যানটাই বাতিল করতে হবে। এখন পরিস্থিতি পাল্টে গেছে

এমন সময় উত্তরের গিরিপথে পর পর দু'বার রাইফেলের শব্দ শোনা গেলো।

ওদিকে টম আরো কাছে এগিয়ে এসেছে। পরিকল্পনা মতো স্কট ডোরেন কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। এবং লড়াই সমাপ্তির পথে আশা করে চিৎকার ছাড়লো ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে।

'ওখানে যারা আছো শোন। আমি ইয়ংসভিলের শেরিফ টম গ্রাণ্ট বলছি। বন্দুক ফেলে বেরিয়ে এসো তোমরা। তোমাদের আর কোন আশা নেই। চারদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছি তোমাদের

ভালো চাওতো বেরিয়ে এসো।'

টমের আহ্বানে সাথে সাথেই প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো। বেরিয়ে এলো ঠিক, তবে ডাকাতদের কেউ নয় এক ঝাঁক বুলেট। টম কথা বলায় তার পজিশনটা জানা হয়ে গেলো ডাকাতদের। দুটো রাইফেল থেকে গুলি ছুটে গেলো যেদিকে টম রয়েছে।

উত্তর দিক থেকে হেনরীর ছেলের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ আগে যে গুলির আওয়াজ শুনলো তা এদিকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়নি। ব্যাপারটা কি হতে পারে বুঝতে পারলো না হ্যারী।

টমের কোন অবস্থান টের পাওয়া যায় কিনা দেখার জন্যে ঘাসের ফাঁক দিয়ে সাবধানে মাথা তুললো হ্যারী। পুব দিকে কোন কিছুর নড়াচড়া টের পাওয়া গেলো না।

হঠাৎ একটা বুলেট এসে বিদ্ধ হলো হ্যারীর পাশে মাটিতে। চট করে মাথাটা নিচু করলো ও। কোন দিক থেকে বুলেট ছুটে আসছে বুঝার আগেই আর একটা বুলেট এসে পড়লো আরো কাছে। দ্রুত পাশ দিয়ে গড়িয়ে দূরে সরিয়ে গেলো ও। এবং দেখলো ওকে গুলি করছে আর কেউ নয় স্বয়ং টম গ্রান্ট। টম একটা পাইন গাছের নিচু ডালে উঠে পজিশন নিয়েছে এবং নিজেকে যথাসম্ভব আড়ালে রাখার চেষ্টা করছে।

হ্যারীকে যদিও দেখতে পাচ্ছে না টম। কিন্তু হ্যারীর কার-বাইনের নলে সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ে যে প্রতিফলন হচ্ছে তাই আন্দাজ করে ফায়ার করেছে।

হঠাৎ ব্যাপারটা বুঝতে পারলো হ্যারী। দক্ষিণে ক্যাম্পের দিকে যাবার বদলে উত্তর দিকে সে ক্রল করে যাচ্ছে দেখে টম মনে করেছে ডাকাতদলের কেউ হয়তো পালিয়ে যাচ্ছে। মহা চিন্তায় পড়ে গেলো। চিৎকার করে টমকে জানানোও সম্ভব নয় যে সে মার্শাল হ্যারী। হ্যাটটা তুলে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার কথা ভাবলো। কিন্তু একটু পর তাও বাতিল করে দিতে বাধ্য হলো। হ্যাটের নড়া চড়া দেখলে ডাকাতরা তার অস্তিত্ব টের পেয়ে যাবে।

উভয় সংকটে পড়ার অবস্থা হলো হ্যারীর। এদিকেও যেতে পারছে না ওদিকেও যেতে পারছেনা। দ্রুত চিন্তা চলছে ওর মাথায়।

আবার গোলাগুলির শব্দে সচকিত হলো হ্যারী। টমের দিক থেকে আবার একটা গুলি এসে পড়তেই ওর পজিশনটা জেনে ফেললো ক্যাম্পের ডাকাতরা। ওরা তুমুল গুলি বর্ষণে টমকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললো। এই ফাঁকে দ্রুত ক্রল করে আবার উত্তর দিকে সরে যেতে লাগলো হ্যারী। টমের গান রেঞ্জ থেকে দূরে সরে গিয়ে থামলো। একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার এগোতে লাগলো।

তাড়াহুড়ো যে অনেক সময় বিপদের কারণ হতে পারে একটু পরেই তা টের পেলো হ্যারী। ক্রল করতে করতে হঠাৎ এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছুলো ও যেখানে কোন ঘাস নেই, নেই কোন আড়াল। জায়গায়টা ফাঁকা। জায়গাটা আসলে মাইক

কানিসের সল্টিং স্পট। এ জায়গাটাতে গরুদের লবণ খাওয়ানো হয়। মাটিতে লবণ রাখার কারণে কোন ঘাস পাতা জন্মাতেও পারেনি।

ঘাসের কিনারা থেকে মুখটা বের করেই থমকে দাঁড়ালো হ্যারী। ঠিক দক্ষিণ থেকে আরো একজন লোক হামাগুড়ি দিয়ে এই বিশাল ফাঁকা জায়গাটায় বেরিয়ে এলো। লোকটা হ্যারীকে দেখতে পায়নি। কারণ পশ্চিম দিক থেকে হেনরীদের গুলী বর্ষণ সমানে চলছিলো। লোকটা তাই তার বাঁ দিকেই দৃষ্টিটা নিবদ্ধ রাখছিল।

পাশ থেকে দেখেই অনুমাণ করলো হ্যারী এ হলো স্কটের অপর স্যাঙাত উইলিয়াম। পালাচ্ছে। স্কট ডোয়েন কিভাবে কি প্ল্যান নিয়েছে জানে না হ্যারী। তবে অনুমান করতে পারলো কিছুটা। ওদিকে ক্যাম্প থেকে ঠিক হেনরীদের দিকে গুলি বর্ষণ চলছে। এ মুহূর্তে উত্তরের গিরিপথে উপস্থিতি অত্যন্ত দরকারী।

হেনরীর এক ছেলের ওখান থেকে মাঝে মাঝে সাড়া দেয়ার কথা। কিন্তু তার তরফ থেকে কোন প্রকার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। এই মুহূর্তে উইলিয়ামকে দেখে কি করা উচিত ভাবতে গিয়ে আর সময় নষ্ট করলো না হ্যারী। উইলিয়াম তাকে দেখলেই গুলি করবে। তার আগেই তাকে ধরাশায়ী করতে হবে।

কারবাইনের নলটা দু'হাতে ধরে কুঁজো হয়ে আর একটু সামনে এগিয়ে গেলো হ্যারী। তারপর সজোরে কারবাইনের বাঁট উইলিয়ামের মাথা লক্ষ্য করে চালালো। কিন্তু উইলিয়াম সম্ভবত ষষ্ঠ

ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় চোখের কোণ দিয়ে টের পেয়ে গেলে বিপদ। বাড়িটা ওর মাথায় পড়ার আগ মুহূর্তে ঝট করে সরিয়ে নিলো মাথা। কারবাইনের বাঁট বাতাস কাটলো। কিন্তু সুইংএর টানে হাত থেকে কারবাইনটা ছুটে গেলো হ্যারীর। মনে মনে প্রমাদ গুণলো ও।

কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধি সাহায্য করলো হ্যারীকে। দেরী না করে স্প্রিং এর মতো লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো উইলিয়ামের উপর। প্রাণপণ চেষ্টায় নিজের কারবাইনটা ছাড়াতে চেষ্টা করছে উইলিয়াম। ঝাপটা ঝাপটিতে কারবাইনের শক্ত নলের সাথে হ্যারীর মাথার বাঁ পাশে বাড়ী লাগলো। চোখে সর্ষে ফুল দেখলো ও। কিন্তু জ্ঞান হারাতে দিলো না নিজেকে। অসাধারণ স্নায়ুর জোর নিয়ে ছহাতে ধরলো উইলিয়ামকে।

উইলিয়ামের গায়ে প্রচণ্ড শক্তি। একটু পরেই টের পেলো ও। একটা মোচড় দিয়ে পিটের উপর থেকে ওকে ফেলে দিলো। উইলিয়াম। কিন্তু হ্যারী মাটিতে কাত হয়ে পড়া অবস্থাতেই পা চালালো সজোরে। উইলিয়াম তলপেটে লাথি খেয়ে কুঁকড়ে গেলো।

ঠিক এই সুযোগে আবার ঝাঁপিয়ে পড়লো হ্যারী। এলো-পাথাড়ী প্রচণ্ড ঘুষি চালিয়ে ডাকাতটাকে কাবু করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু প্রতিপক্ষের প্রচণ্ড ঘুষিও ওর নাকে মুখে এসে পড়লো। হঠাৎ উইলিয়াম তার বুটের কাছে হাত নামালো। এবং সাথে সাথে উঠিয়ে আনলো। কি যেন একটা ঝিলিক দিয়ে উঠলো

তার হাতে। ছুরি।

প্রচণ্ড বেগে ছুরি ধরা হাতটা চালালো উইলিয়াম। ঝট করে একপাশে মাথাটা কাত করে নিজেকে বাঁচিয়ে নিলো হ্যারি। আবার ছুরি বাগিয়ে তেড়ে এলো উইলি। খপ করে ছুরি ধরা হাতটা ধরে ফেললো ও। প্রচণ্ড জোরে মুচড়ে ধরলো হাত। এবং সাথে সাথে পা চালিয়ে একটা লাথি হাঁকলো তলপেট লক্ষ্য করে। ওঁক করে একটা শব্দ করে ছুরিটা ছেড়ে দিলো উইলী। হ্যারী এরপর প্রচণ্ড বেগে মুষ্টাঘাত চালালো উইলের চোয়াল লক্ষ্য করে। চিৎ হয়ে পড়ে গেলো উইলী।

কারবাইনটা কুড়িয়ে ঝট করে তাক করলো হ্যারী ডাকাতটার দিকে। তা দেখে উইলীর কুৎসিত চেহারা আরো কুৎসিত হয়ে গেলো।

'ডোণ্ট শ্যুট, ডোণ্ট শ্যুট।' চেঁচিয়ে উঠলো উইলী।

'এবার বল, তোর সর্দার স্কট কি করছে?' কারবাইনের নল তাক করলো হ্যারী।

'স্কট ক্যাম্পেই আছে। আমাকে পাঠিয়েছে এদিকের অবস্থা দেখার জন্যে।'

'ডেভিড লর্ড কোথায়?' আবারো প্রশ্ন করলো হ্যারী।

'ওকে বেঁধে রাখা হয়েছে। আমরা ওকে জিম্মী হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছিলাম।'

'সোনাগুলো কোথায়?'

'সোনা।' অবাক হ বার ভান করলো উইলী। 'তাতো জানি

না।'

ক্রুর এক টুকরো হাসি ফুটলো হ্যারীর ঠোঁটে। কারবাইনের নল দিয়ে উইলীর কানের পাশে একটা খোঁচা দিলো।

আতংকে বিস্ফোরিত হলো উইলীর চোখ। 'থুঃ' করে এক-দলা থুত ফেললো। হ্যারীর ঘুষি খেয়ে নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে ওর। হ্যারীর চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেলো ও। তাড়াতাড়ি আমতা আমতা করে বলতে লাগলো—'হ্যাঁ, বলছি ·· স্কটের কাছে ওগুলো। অর্ধেক রেখেছে ওর বুকের সাথে। আর অর্ধেক জিনের ভেতরে একটা মানিবেল্টে।'

ওদিকে আবার হেনরী আর স্কটের মাঝে গুলি বিনিময় হচ্ছে। আরো কাছে এগিয়ে এসেছে হেনরী।

উইলীকে আবার কারবাইনের খোঁচা দিলো হ্যারী, 'সেথ গলকে কে খুন করেছে?'

'আমি জানি না, সত্যি আমি জানি না,' কাকুতি মিনতি করতে লাগলো উইলী। 'আমাদেরকে শুধু বন্দী পাহারা দেয়ার জন্যে ভাড়া করেছে স্কট। অন্য সব ব্যাপার স্কট আর ট্রেসী করেছে।'

'ট্রেসী কোথায় বলতে পারো?'

'ট্রেসী স্কটের সাথে বেঈমানী করেছে। স্কট আর আমাদের খতম করার জন্যে চালি গ্রাফকে পাঠিয়েছিলো।' হঠাৎ হ্যারীর পিছনে তাকিয়ে চোখ বড় বড় করলো উইলী।

চরকীর মতো ঘুরে গুলি করতে যাচ্ছিলো হ্যারী, পরিচিত

কণ্ঠস্বর শুনে হাতটা থেমে গেলো। এই সামান্য সুযোগটার সদ্ব্যবহার করতে চেষ্টা করলো উইলী। কাত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো পাশের ঘাস বনে।

সাথে সাথে গুলির শব্দ হলো। হ্যারী দেখলো তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে টম গ্রাণ্ট। টমের উইনচেস্টারের নল থেকে ধোঁয়া উঠছে।

টম হ্যারীর প্রতি একবার দৃষ্টি বিনিময় করে ঘাস বনের দিকে এগিয়ে গেলো গুড়ি মেরে। তারপর হিড় হিড় করে উইলীর পা ধরে টেনে নিয়ে এলো। কোমরে গুলি খেয়েছে উইলী। তবে মারা যায়নি।

ক্রোধে গর্জন করে উঠলো টম। হ্যারীর দিকে ফিরলো, 'এটাই কি স্কট ডোরেন?'

'ও উইলী,' বললো হ্যারী। টমের মুখের দিকে তাকালো, 'তোমার ক্ষত এখন কেমন টম?'

টমের চিবুক দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। পাইন গাছে থাকতে ক্যাম্প থেকে ছুটে আসা গুলির আঘাতে চিবুকের ঐ দশা হয়েছে ওর। গাছের ডাল থেকে চিৎ হয়ে পড়ে গিয়েছিলো।

'আমি জানতে চাই, কোন হারামীর বাচ্চা আমার এই অবস্থা করেছে,' উইলীর দিকে ফিরলো টম। 'আমি বন্দুক ব্যবহার করবো না। খালি হাতেই আমার কাছে ছেড়ে দিলে হবে।' ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে আহত টমকে।

হ্যারী টমের উদ্দেশ্যে ঘুরলো, 'টম আমি ঘোড়াটা আনতে

যাচ্ছি। এখন অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। স্কটকে বোধহয় ক্যাম্পে কোণঠাসা করা যাবে না। স্কট ঘোড়া নিয়ে পালাবার প্ল্যান করেছে। তুমি উইলীকে সামলাও, আমি ঘোড়া নিয়ে গিরিপথের মুখের দিকে যাবো।' টমের প্রতি ইঙ্গিত করে ঘাস বনের ভেতর ক্রল করে এগিয়ে গেলো হ্যারী।

টম ঘুরে উইলীকে কি একটা বলতে যাচ্ছিলো—অমনি শোনা গেলো ঘোড়ার খুর ধ্বনী। মাথা তুলে ক্যাম্পের দিকে তাকালো টম। এবং চমকে উঠলো।

তীরবেগে ক্যাম্পের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো দুটি ঘোড়া সোজা উত্তর দিকে ছুটে যাচ্ছে। দুটো ঘোড়া পাশাপাশি। ওদিকে ক্যাম্প থেকে ঠিকই গুলি চালাচ্ছে কেউ, হেনরী আর তার ছেলেকে ব্যস্ত রাখছে। এতে দুজন অশ্বারোহী অনায়াসে গিরিপথ দিয়ে চম্পট দিতে পারবে।

ঘোড়া দুটো প্রচণ্ড গতিতে ছুটে যাচ্ছে। এ্যাবড়ো খেবড়ো ট্রেইল। দেখে হতভম্ভ হবার দশা হলো টমের। ডান পাশের ঘোড়াটা আড়াল করে রেখেছে বাম পাশের ঘোড়াকে। কিন্তু ডান পাশের ঘোড়ার আরোহীকে একেবারে মাথা নিচু করে থাকতে দেখা গেলো। প্রায় জিনের সাথে মিশে গেছে ওর শরীর। বাম পাশের ঘোড়ায় রয়েছে দুজন আরোহী। দূর থেকে এক ঝলক দেখলো মাত্র শেরিফ টম গ্রান্ট। বিদ্যুত বেগে ছুটে আসছে সমান্তরাল ভাবে দুটো ঘোড়া। খুরের আঘাতে ধুলোর ঝড় উঠছে।

মুহূর্তেই ইতি কর্তব্য ঠিক করে ফেললো টম। উইলীর ঘাড়ে যুতসই একটা আঘাত করে অজ্ঞান করে দিলো। তার-পর উইনচেষ্টারের নল তাক করলো ডান পাশের ঘোড়াকে লক্ষ্য করে।

পর পর দুবার গুলি করলো টম ডান পাশের অশ্বারোহীর গায়ে। দুবারই হিট করলো বুলেট। কিন্তু জীবনে এই প্রথম চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেলো শেরিফের। গুলি খেয়েও অশ্বারোহী ঠিক তেমনি অনড়। সমান তালে তাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব হয়ে পড়েছিলো ও। সম্বিত ফিরে পেয়ে আবার তাক করলো। এবার ঘোড়াকে নিশানা করলো ও।

প্রায় একশ' গজ দূরে চলে গেছে ইতিমধ্যে দুই অশ্বারোহী। বামের অশ্বারোহীও গুলিবর্ষণ করতে করতে চলেছে। তবে টমের দিকে নয়। পশ্চিম পাশে জঙ্গলের দিকে। সেখানে রবিন বা জোর থাকার কথা।

পর পর আরো দুবার ফায়ার করলো টম ডান পাশের ঘোড়াকে লক্ষ্য করে। তিড়িং করে ডিগবাজী খেয়ে পড়লো ছুটন্ত ঘোড়াটা। '২২ ক্যালিবারের বুলেট মাংস ভেদ করে ঢুকে গেছে ঘোড়াটার অস্থি মজ্জায়। আবারো গুলি করলো টম। এবার বাম পাশের অশ্বারোহীকে লক্ষ্য করে। কিন্তু ততক্ষণে একে বেঁকে অনেক দূরে চলে গেছে বাম পাশের অশ্বারোহী। তার পেছনে জিনের উপর বসিয়ে রেখেছে হাত পা বাঁধা ডাভ

লর্ডকে। আর সামনের অশ্বারোহী কেউ নয় স্যাণ্ডাত বাহিনীর সর্দার স্কট ডোরেন।

ক্যাম্পের দিক থেকে গোলাগুলির আওয়াজ আর শোনা গেলো না। হেনরীরা কি ক্যাম্প দখল করেছে? ঠিক বুঝতে পারলো না টম। বুঝার কথাও নয়। ক্যাম্প ছেড়ে অনেক দূরে ও।

ভূপাতিত ঘোড়াটার দিকে এগিয়ে গেলো টম। ঘোড়াটা চার পা আকাশের দিকে ছুড়ে তড়পাচ্ছে মৃত্যু যন্ত্রণায়। অশ্বারোহীকে দেখে অবাক হয়ে গেলো ও। ডেভিড লর্ড ওরফে চার্লি গ্রাফ। হঠাৎ কথাটা মনে পড়লো ওর। মরগান হলওয়ার্থের কথা মতো চার্লি গ্রাফকে আজই সকালের দিকে গুলি করে মেরেছে স্কট। তার মানে? মানেটা বুঝতে বেশী দেরী হলো না টমের। আরেকবার মনে মনে স্বীকার করলো বুদ্ধি আছে স্কট ডোরেনের। মৃত চার্লির লাশকে ঘোড়ার অশ্বারোহীর মতো সাজিয়েছে স্কট। তারপর বন্দী আসল লর্ডকে নিজের ঘোড়ায় উঠিয়ে নিয়েছে। এরপর চার্লির ঘোড়াকে কাভার হিসেবে ব্যবহার করে এই কিছুক্ষণ আগেই চম্পট দিয়েছে। তার দীর্ঘ শেরিফ জীবনের এরকম ধূর্ততার পরিচয় আর পেয়েছে কিনা মনে পড়লো না টম গ্রাণ্টের।

হ্যারীর ডাকে চমক ভাঙলো টমের। ইতিমধ্যেই তার ঘোড়া নিয়ে রওয়ানা হচ্ছে হ্যারী।

'টম।' ঘোড়ার পিঠ থেকে চিৎকার করে ডাক দিলো মার্শাল

হ্যারী, 'আমি স্কটের খোঁজে চললাম। ইচ্ছে করলে তুমি ও আসতে পারো।'

তীর বেগে ঘোড়া ছুটালো হ্যারী। সোজা উত্তরে গিরিপথের দিকে। ঘোড়ার খুরের আঘাতে মাটিতে ধুলোর ঝড় উঠতে লাগলো।

তেরো

যত জোরে সম্ভব ঘোড়া ছুটাচ্ছে হ্যারী। এখনো বেশিদূর যেতে পারেনি স্কট ডোরেন। যে আশংকা করেছিলো সেটাই শেষ পর্যন্ত ঘটেছে অত্যন্ত ধূর্ত স্কট তার বিচক্ষণতার স্বাক্ষর রেখেছে। সবার চোখের সামনে দিয়েই আক্রমণ ব্যূহ ভেদ করে চলে এসেছে। নিজের অজান্তেই স্কটের বুদ্ধির তারিফ করলো হ্যারী।

সামনে দৃষ্টি মেলে চাইলো ও। ধূলো উড়ার একটা ক্ষীণ রেখা দেখা যাচ্ছে। তার মানে স্কট ডোরেন এখনো ছুটে যাচ্ছে হেনরীর ছেলের কোন সাড়া নেই কেন কিছুই বুঝতে পারলো না হ্যারী। রবিন বা জো কেউ একজনের থাকার কথা।

হঠাৎ গুলির শব্দ শুনলো হ্যারী। সামনে থেকে। পর পর কয়েক রাউণ্ড। দূর থেকে দেখলো ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ে গেছে স্কট আর ডাঙ লর্ড। মাটিতে পড়েই দুজনে গড়িয়ে একটা বোলডারের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছে। কেউ গুলি করে ঘোড়া থেকে ফেলে দিয়েছে স্কটকে।

গিরিপথের মুখে আসতেই ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামলো হ্যারী। ব্যাপার কি ভালোরকম বুঝা যাচ্ছে না। গুড়ি মেরে বোলডারের আড়ালে এগিয়ে চললো। সম্ভবত হেনরীর কোন ছেলে এ্যামবুশ করেছে স্কটকে।

ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ে গড়িয়ে বেশ কিছুটা দূরে এসে পড়লো স্কট আর ডাভ। জায়গায়টা বড় বড় বোলডার আর দু' একটা টিলা দিয়ে ঘেরা।

বড় আকারের একটা বোলডারের আড়াল থেকে মেয়েলী কণ্ঠের চিৎকার ভেসে এলো, 'আর এক পাও এগোবে না, স্কট। তোমাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

ট্রেসীর গলা চিনতে পারলো স্কট। সে তার পাশে ভূপাতিত ডাভ লর্ডের দিকে তাকালো। গুলি লেগেছে ডাভের পায়ে। জখম গুরুতর। স্কট ও হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। বোলডার আড়াল করে রেখেছে ওকে।

হঠাৎ কি মনে করে ডাভের হাতের বাঁধনটা খুলে দিলো। স্কট। তারপর ডাভকে অবাক করে দিয়ে নিচু স্বরে বললো, 'ডাভ, তুমি চলে যাও। তোমাকে জীবিত দেখলে ট্রেসী আবার গুলি করতে পারে। যে জন্যে তোমাকে বন্দী করে এতদূর এনেছিলাম। সে প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তোমার উপরে আসলে আমার কোন ক্ষোভ নেই। আমি শুধু সোনাগুলোর জন্যে তোমাকে মার-ধোর করেছি। তুমি চলে যেতে পারো। তোমাকে কাভার দিচ্ছি এই ফাঁকে তুমি গড়িয়ে গড়িয়ে দূরে সরে যাও।'

ডাভ লর্ডের অত্যন্ত দুর্বল লাগছিলো। তখনো প্রচুর রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে তার। পাঁজরের ভেতর ঢুকে গেছে বুলেট।

কাছে কোথা থেকে আবার ট্রেসীর গলা ভেসে এলো, 'কথা বলছো না কেন স্কট? বেরিয়ে এসো বলছি, আড়াল থেকে। ভেবেছিলে সব সোনা একাই মেরে নিয়ে পালিয়ে যাবে। তাই না?'

দ্রুত বুকে হেঁটে ডান দিকে সরতে লাগলো ডোরেন। ওর হাতে রয়েছে একটা কারবাইন। কব্জির সাথে বাঁধা একটা স্যাডল ব্যাগ। পশ্চিমের একটা বোলডারের আড়াল থেকে ট্রেসীর কণ্ঠ ভেসে আসছে। ডানদিকের বোলডারটার আড়ালে যেতে পারলেই একটা খাদ পাওয়া যাবে।

ডাভ দুর্বল শরীর নিয়ে প্রায় মাটির সাথে মিসে অনেক কষ্টে চললো সেই খাদের দিকে। প্রায় খাদের কিনারায় পৌঁছে গেছে ডাভ। হঠাৎ একটা বুলেট এসে প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা দিলো ওকে। পশ্চিম পাশের আড়াল থেকে গুলি করেছে ট্রেসী। খাদের কিনারা গড়িয়ে ডাভের দেহটা পড়ে গেলো নিচে।

চেঁচিয়ে ট্রেসীর উদ্দেশ্যে ডাক ছাড়লো স্কট, 'তুমি বেরিয়ে এসো ট্রেসী। বিশ্বাস করো আমি তোমার সাথে বেঈমানী করবো না। তোমার সোনার ভাগ তুমি ঠিকই পাবে। এসে নিয়ে যাও।'

'তুমি যেখানে আছো সেখানেই থাকো,' চেঁচিয়ে বললো ট্রেসী, 'আমি আসছি।'

স্কট ক্রল করে খাদের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। হাতে উদ্যত

কারবাইন।

ইতিমধ্যে মার্শাল হ্যারী কাছে এসে গেছে। একটা বোলডারের আড়াল থেকে আস্তে উঁকি দিতেই ক্রলরত স্কটের বিশাল ধড়টা দেখতে পেলো হ্যারী।

হঠাৎ ট্রেসী চেঁচিয়ে উঠলো, 'ওয়াচ আউট স্কট!'

স্প্রিং এর মতো লাফিয়ে উঠলো স্কট ডোরেন। আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে ট্রেসী। উসখো খুশকো চেহারা। এলো মেলো হয়ে আছে মাথার চুল। তাকে বদ্ধ উন্মাদিনীর মতো মনে হচ্ছে। স্কটের দিকে তাক করে ধরেছে কারবাইন। স্কট ও তার কারবাইন তাক করেছে ট্রেসীর দিকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে নিজের কারবাইন তাক করলো হ্যারী ওর ডান হাত লক্ষ্য করে। ও ট্রেসীকে দেখতে পায়নি।

অপর দিকে ট্রেসী ও স্কটের বুক লক্ষ্য করে টেনে ধরেছে ট্রিগার

প্রচণ্ড গুলির শব্দে আলোড়িত হয়ে উঠলো চার পাশ। স্কটের হাত থেকে ছিটকে শূন্যে উঠে পড়লো কারবাইন। ওটা একপাক ঘুরে গিয়ে আছড়ে পড়লো খাদের কিনারায়। তারপর ওখান থেকে খাদের ভেতর।

কার ধড়টা শূন্যে একটা ডিগবাজী খেলো। ঘুরে গেলো এক পাক। তারপর ট্রেসীর দিকে আগ বাড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো মাটিতে। পুরো চারটে গুলি বর্ষণ করেছে ট্রেসীর কারবাইন। উন্মাদিনীর মতো ছুটে এলো ট্রেসী। হ্যারীকে দেখেই তাক

করলো কারবাইনের নল। পুরো ম্যাগাজিন খালি হয়ে গেলো ওর। এক পাশে ডাইভ দিয়ে পড়ে শুয়ে শুয়েই গুলি করলো হ্যারী শূন্যে উঠে গেলো ট্রেসীর একটা হাত। পড়ে গেলো কারবাইন ওর হাত ফসকে। পিশাচিনীর মতো তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার দিয়ে খাদে লাফিয়ে পড়লো ট্রেসী। উঠে পড়লো আবার মার্শাল হ্যারী। ডাইনীটার গায়ে ভালো করে গুলি লাগেনি

খাদের মধ্যে পড়ে আছে ডাভ লর্ড। এই মুহূর্তে আবার জ্ঞান ফিরে পেয়েছে ও। চোখ মেলে চারপাশে চাইলো ও। খাদটা বেশী গভীর নয় কোন একটা শুকিয়ে যাওয়া ঝরণার ধারা হবে হয়তো। হঠাৎ ডাভের হাতে কি যেন ঠেকলো। চোখ ঘুরিয়ে দেখলো একটা কারবাইন, কারবাইনট দেখেই ওর চেতনা অনেকটা ফিরে এলো। কারবাইনটা হাতে উঠাতে চেষ্টা করলো। পারছে না ওঠাতে। সমস্ত পেশী ভার অসাড় হয়ে আছে হঠাৎ উপরে গোলাগুলির শব্দে চমকে উঠলো ডাভ। প্রচণ্ড মনের জোর নিয়ে একটা গড়ান দিলো। প্রচণ্ড ব্যথায় কঁকিয়ে উঠলো ও। মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠলো। তবুও থামলো না ডাভ। কারবাইনটা ধরে আবার তুলতে চেষ্টা করলো। অত্যন্ত ভারি মনে হচ্ছে জিনিসটা।

কার যেনো একটা রক্ত হিম করা চিৎকার শোনা গেলো। একটু পরেই কিছু একটা লাফিয়ে পড়ার শব্দ। খাদের মাঝে আবছা অন্ধকার। মারা যাচ্ছে ডাভ লর্ড। ফুসফুসটা ওর ফুটো

হয়ে গেছে। মেরুদণ্ডের পাশে বোধহয় কোন হাড় ভেঙ্গে বেরিয়ে গেছে বুলেট।

খাদের কিনারায় উঁকি দিলো হ্যারীর মুখ। ট্রেসীর আলু-থালু বেশ দেখেই চিনতে পারলো ও। লাফিয়ে উঠে উপর দিকে ঘাড় বাঁকা করে চাইলো। আতঙ্কে বিস্ফোরিত হয়ে গেলো দুই চোখ, 'না!' চিৎকার করে উঠলো ট্রেসী, 'প্লিজ মার্শাল আমাকে মেরো না ···।'

পিছনে ঘোড়ার শব্দ পেয়ে চট করে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো হ্যারী। টম গ্রান্ট এসে গেছে। খাদের ভেতর দৃষ্টি ফেরালো ও। আবার পালাবার চেষ্টা করছে ট্রেসী।

'খবরদার ট্রেসী!' কারবাইনের নল তাক করে ইশারা করলো হ্যারী, 'আমি দ্বিতীয়বার আর সুযোগ দেবো না। উঠে এসো ···!' জলদগম্ভীর কণ্ঠে বললো হ্যারী।

মৃত্যু ভয়ে ভীত ট্রেসীর চেহারা দেখার মতো হয়েছে। একটা হাতে গুলি লেগে কব্জিটা ভেঙ্গে গেছে ওর। ওটা আলগা ভাবে ঝুলছে দেহের সাথে। ধূলি ধূসরিত লম্বা লম্বা নখ আর এলোমেলো চুলের কিছু অংশ চোখে মুখে এসে লেপটে রয়েছে। খাদের পাড় বেয়ে উঠে আসছে ধীরে ধীরে।

ডাভ লর্ড যেখানে পড়ে আছে সে জায়গাটা উপর থেকে ভালো দেখা যায় না। একটা বড় বোলডারের কিনারা আড়াল করে রেখেছে ডাভকে। কিন্তু ট্রেসীর দিক থেকে দেখা যায়। আবছা অন্ধকারে ডাভকে খেয়াল করেনি ট্রেসী।

হঠাৎ ট্রেসীর নাম শুনে আর একবার চমকে উঠলো ডাভ লর্ড। মারা যাচ্ছে ও, এটা নিশ্চিত বুঝতে পারছে। কিন্তু ট্রেসীর কথায় আবার যেন শক্তি ফিরে পেলো। কারবাইনটা দুহাতের মধ্যেই রয়েছে ওর। চোখের দৃষ্টি খুঁজতে লাগলো কাউকে। এবং পরক্ষণেই দেখতেই পেলো ট্রেসীকে। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। ঝাপসা হয়ে আছে চোখের দৃষ্টি। কারবাইনের নলটা কোন মতে ট্রেসীর দিকে ফেরালো। মনে মনে খোদার কাছে প্রার্থনা করছে ডাভ তার জীবনের সর্বশেষ ইচ্ছেটা পূরণের লক্ষ্যে। আর শুধু একটিবার যেনো তার হাতের নিশানাটা ঠিক হয়। ট্রেসীর মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ডাভ নিশানা করছে। ট্রিগারটা কোনমতে আংগুল দিয়ে টেনে দিলো ডাভ। তারপর জ্ঞান হারালো। হাত থেকে খসে গেলো কারবাইনটা।

খাদের কিনারায় সবে হাতে ভর দিয়ে উঠতে চেষ্টা করছে। অমনি স্থির হয়ে গেলো ট্রেসী। প্রচণ্ড শব্দে চারদিক প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। ট্রেসীর বাঁ কানে বিশাল এক গর্ত দেখা গেলো। ডাভের শেষ বুলেটটা ওর মাথাটা চুরমার করে দিয়ে গেছে। ধীরে স্লো মোশান ছবির মতো বাঁকা হয়ে গেলো ট্রেসীর দেহ। হাত দুটো ছিটকে উঠে গেলো শূন্যে। তারপর একটা পাক খেয়ে পড়ে গেলো আবার খাদের মধ্যে।

গুলির শব্দে চরকির মতো এক পাক ঘুরে গেলো মার্শাল হ্যারী। তার কারবাইন অগ্নি ঝাড়লো পর পর দুবার। হঠাৎ খাদের মাঝে বোলডারটা নজরে পড়লো হ্যারীর। বোলডারের

পাশ দিয়ে বেরিয়ে আছে একটা কারবাইনের নল। কারবাইনটার পাশেই একটা মানুষের হাত ও দেখা গেলো। ব্যাপারটা বুঝতে দেরি হলো না মার্শালের।

টম ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে এসে ওর পাশে দাঁড়ালো। হাতে উদ্যত রাইফেল। ঘোড়া ছুটিয়ে বুড়ো হেনরীকে ও আসতে দেখা গেলো।

খাদে নেমে ডাভ লর্ডের অবশ দেহটা তুলে আনলো হ্যারী। নামিয়ে রাখলো মাটিতে।

'এটাইতো মনে হচ্ছে সেই বন্দী ছেলেটা?' ঘোড়া থেকে নামতে নামতে বললো হেনরী, 'মরে গেলো নাকি?'

'না,' সোজা হলো হ্যারী, 'এখনো পালস রয়েছে। খুব সম্ভবত বাঁচবে না ডাভ লর্ড।'

'ডাইনীটা কই?' হুংকার ছাড়লো টম গ্রান্ট, 'ওর পাছায় কয়েকটা বুলেট ঢুকাতে চাই।'

খাদের অন্য পাশে আংগুল নির্দেশ করলো হ্যারী, 'মারা গেছে। তোমার বুলেটের আর তার দরকার নেই।'

টম আর হেনরী দুজনেই দেখলো অত্যন্ত বীভৎসভাবে বিকৃত হয়ে আছে ট্রেসীর চেহারাটা। চেনাই যায় না। যেন একটা রক্ত মাংসের ঢেলা।

ডোরেনের লাশটার কাছে এগিয়ে গেলো হ্যারী। ওর জ্যাকেটের ভেতর থেকে মানি বেল্টটা বের করলো। ওটা অত্যন্ত ভারি। একটু ঝাঁকিয়ে বুঝতে পারলো হ্যারী স্বর্ণ মুদ্রাগুলো রয়েছে ওখানে।

বাকি অর্ধেক মোহর ও পাওয়া গেলো স্কটের হাতের সাথে বাধা স্যাডল ব্যাগটার মাঝে।

মোহরের ব্যাগ দুটো শেরিফের হাতে দিতে দিতে মুখ তুললো হ্যারী, 'বাকি দুজনের খবর কি?'

'ওদেরকে বন্দী করা হয়েছে।'

'একজন বোধ হয় বাচবে না,' বললো হেনরী, 'মারাত্মকভাবে গুলি খেয়েছে সে। আচ্ছা মার্শাল, তুমি কিভাবে টের পেলো যে স্কট ছলনা করে কেটে পড়ার তালে আছে?'

'ওর সাঙাত যখন মৃত্যু ঝুকি নিয়ে একটা ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছিলো ক্যাম্পের দিকে, তখনই ব্যাপারটা টের পেয়েছিলাম।'

টমের দিকে ইশারা করে হেনরীর দিকে চেয়ে কৌতুক করে বললো হ্যারী, 'টমতো আমার উপর তার নিশানা প্র্যাকটিশ করছিলো। আর একটু হলেই গেছিলাম আর কি। স্কট সে ক্ষেত্রে আমার একটা উপকার করেছে। টমের চোয়াল খসিয়ে দিয়ে আমাকে সাক্ষাত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে।'

'তাই নাকি?' অবাক হলো হেনরী। 'কখন? কিভাবে?'

ঘোঁত করে একটা শব্দ করে বুঝলো টম, 'আমার কি দোষ! ও ঘাসের ভেতর দিয়ে টর্পেডোর মতো যেভাবে উত্তর দিকে এগোচ্ছিলো আমি মনে করলাম স্কটই পালাচ্ছে নাকি? কিন্তু একটাও লাগাতে পারিনি। আজকাল হাতটা যে কেমন হয়েছে আমার—'

নির্মল কৌতুকে হো হো করে হেসে উঠলো তিনজন।

—: শেষ :—

উৎসর্গ

শ্রদ্ধের বড় ভাই,

ইকবাল আহমেদ (দুলাল মিয়া) কে অকৃত্রিম শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে আমার লেখা প্রথম ওয়েস্টার্ন "ডেনজার গার্ল" বইটি উৎসর্গ করলাম।

।। লেখক ।।

আলোচনা বিভাগ

[আপনাদের খোলা মনের চিঠি নিয়ে এই বিভাগ। দুর্নাম, প্রশংসা বা যাই কিছু লিখুন না কেন আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো। মনে রাখবেন, এ বিভাগ আপনাদেরই। আপনিও আমন্ত্রিত এ বিভাগে। ধন্যবাদ।

পরিচালনায়—মহসীন কবীর]

কেয়া
বি-১৪, জি/১১
এ, ডি, বি, কলোনী। মতিঝিল, ঢাকা।

ঠিক করেছিলাম কলেজে গিয়েই লিনা প্রকাশনীর বই হাতে নেব। এক এক করে শেষ করলাম—জনি, আসামী হাজির, নেকড়ে মানুষ, বদলা ইত্যাদি। অবশেষে একটু দেরীতে হলেও কিছুক্ষণ আগে শেষ করলাম 'মাই লাভ' বইটি। এক কথায় অপূর্ব। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম। মারুফের করুণ মুহূর্তে খুব খারাপ লেগেছে। সুন্দর বইটির জন্যে লেখককে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের পরবর্তী বই কবে পাব?

* আজই নিকটস্থ বুক স্টলে খোঁজ করুন, পেয়ে যাবেন।

মাসুম

গুলশান—২০১১

আর কতদিন আমাদের সাথে এভাবে লুকোচুরি খেলবে। আসছি আসছি করে তো সাতটি মাস খুব নিবিঘ্নে কাটালে তবু তো আসলে না। আমাদের ভালোবাসার কি কোন মূল্যই নেই তোমার কাছে—তুমি এতই নিষ্ঠুর……।

যাক, 'নীলি'-র প্রচ্ছদ রোমান্টিক বইয়ে যথার্থই মানানসই তাই তোমার প্রতিটি রোমান্টিক বইয়ে এই ধরনের প্রচ্ছদ আশা করছি। অবশেষে লিনার সকলের প্রতি রইল আমার ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা, আর তোমার জন্য আমার হৃদয়টাই——।

* লিনার তরফ থেকেও আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ।

হিমু

১/ ১১, মেডিকেল হোস্টেল,

বরিশাল।

বহুদিন পর 'নীলি' বাজারে আসায় ভেবেছিলাম 'লিনা' বোধ হয় বন্ধ হবে না—কিন্তু 'ফেরারী প্রিয়া' যতদিনে বেরুলো তাতে আমার সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। যা হোক বই দুটোর কথায় আসি—ভিন্নধর্মী কাহিনী 'নীলি' ভালো লাগলো। আর গতানুগতিক প্রেম কাহিনী—'ফেরারী প্রিয়া' লেখার গুণে উতরে গেছে। তবে ফিনিশিংটা ভালো হয়নি—মানে ক্লিয়ার হলো না। তবে মাণিক চৌধুরী তাঁর হাতযশ বজায় রাখলেন—আর আপনি লেখার ক্ষেত্র বদলেছেন বলে শুভেচ্ছা নিন। 'রক্তের স্রোত' এর

অধীর অপেক্ষায় আছি— ।

* নানা অসুবিধের জন্য গত মাসগুলোতে লিনার বই নিয়মিত বের হয়নি। এর জন্য দুঃখিত। আগামীতে নিয়মিতই পাবেন—আশা রাখি। 'রক্তের স্রোত' অনেক পূর্বেই বের হয়ে গেছে।

আপনার মতামতের জন্য ধন্যবাদ।

মোঃ ইসমাইল ভুইয়া

১৮/এ/১ বেগমগঞ্জ লেন, নারিন্দা,

ঢাকা।

আমি সেবা'র নিয়মিত পাঠক কিন্তু কখনই আমি সেবাতে চিঠি লিখি নাই, অতএব বুঝতেই পারছেন আমার চিঠি লেখার কোন অভ্যাস নাই। মাঝে মাঝে লিনা প্রকাশনীর ওয়েস্টার্ন ও ড্রাকুলা বিষয়ক বইগুলোর আমি মুগ্ধ ভক্ত। তবে দু'একটি বই বেশি রকমের আপ্লুত করে, কতগুলো আবার আশানুরূপ হয়না। 'পিশাচ কন্যা' ও 'নেকড়ে মানুষ' যেমন ভালো লাগেনি আমার। কিন্তু 'রক্তাক্ত ড্রাকুলা' অসম্ভব মুগ্ধ করেছে। এর লেখক মাহবুব আবেদীন খানকে আমার শুভেচ্ছা দেবেন। এ ধরণের বই আমাদের আরো কাম্য।

* ধন্যবাদ। শুভেচ্ছা যথা স্থানে পৌছে দেওয়া হল।

মাহমুদ

৬/২৩ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর,

ঢাকা।

আমি 'লিনা প্রকাশনী'র একজন নতুন পাঠক। বেশ কিছু দিন আগে অবশ্য লিনা'র পিশাচ কাহিনী 'অভিশপ্ত মমি' পড়েছিলাম। তেমন একটা ভালো লাগেনি। তবে ইদানিং লিনা যে লাভ ষ্টোরিগুলো বের করছে, যেমন—'মাই লাভ', 'ফেরারী প্রিয়া' ইত্যাদি বেশ ভালো লাগছে। তবে 'সোহেল রানা' সিরিজের বইগুলো এবং তার অধিকাংশ চরিত্রগুলো কিন্তু 'সেবা প্রকাশনী'র 'মাসুদ রানা'র মত হয়ে যাচ্ছে। আমরা চাচ্ছি, নতুন প্রকাশনী হিসেবে লিনা আমাদের নতুন কিছু উপহার দিবে।

* লিনার বই ভাল লেগেছে, জেনে আনন্দিত হলাম। আপনার মতামতের জন্য ধন্যবাদ।

বরকত আজিজ

২৩/ মধ্য পাইক পাড়া, মিরপুর,

ঢাকা

আমি সাহিত্যিক নই—ভালোবাসা জানানোর নিটোল ভাষাও আমি জানি না। শুধু পূর্ব শব্দটিকে বয়লারে উত্তপ্ত করে ঘূর্ণায়মান যন্ত্রে পেষণ করে উপরের তরল পদার্থটুকু ফেলে নিচের গাঢ় বস্তুটিই তুলে দিলাম তোমার হাতে।

কোন এক 'আতংকিত প্রহরে' 'ফাঁসি' কাষ্ঠে ঝুলার মতো 'ঝুকি' নিয়েও ফিরে এসেছি কেবলই তা 'নীলি'র রঙীন হাতছানিতে। 'জনি'-র সেই 'ফেরারী প্রিয়া'র মতোই আমাকে বলতে হয়েছে, 'মাই লাভ! কেনো এতো সুন্দর তুমি?'

মাঝে মাঝে মনে হয় 'বদলা' নিই, নীলির মতো গোলাপকে হত্যার বদলা। হ্যাঁ নেবই। আর তাই একমাত্র 'রক্তাক্ত ড্রাকুলা'র সেই রাঙ্গুসে রূপ ধরে 'রক্ত নগরী'তে প্রবেশ করে 'রক্তের নেশা' পেয়ে বসেছে আমাকে।

আর তাই এক মাত্র শেষ করলাম 'রক্তের স্রোত' আশ্চর্য 'নীলি'র মতো কোমল হৃদয়ের লেখক কিভাবে প্রবহমান ধারায় সুনিপুণ কলমের আঁচড়ে মোকাবেলা করল খুরশেদ ও শুজাউদ্দিনের মতো লোকদের।

লিনা, তোমার বুকে আশ্রিত আমি। বিশ্বাস করো আমার এই গোলমেলে লেখাতেই তোমার সন্তান (বই) দের চিনে নাও এবং আমাকে ভালোবেসে গ্রহণ করো।

* সুন্দর চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

খুরশীদ আহমেদ (এল, এন)
৩৪ নং মুসলমান পাড়া, বাঁশতলা
খুলনা।

সামনে এস, এস, সি পরীক্ষা থাকা সত্ত্বেও শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন ভোর বেলায়, কনকনে হাড় কাঁপানো শীত উপেক্ষা করে, 'রক্তের স্রোত' বইটি পড়লাম। এক কথায় খুউব ভাল লেগেছে। লেখককে ধন্যবাদ

* 'রক্তের স্রোত' ভাল লেগেছে শুনে আনন্দিত হলাম। লেখককে ধন্যবাদ পৌঁছে দেওয়া হল

মোঃ সহিদুল ইসলাম

বোড়াগাড়ী বাজার। নীলফামারী।

আমি লিনার একজন নতুন পাঠক। লিনা প্রকাশনীর বই আমার খুব ভাল লাগে। এই মাত্র লিনার নতুন বই 'রক্তের স্রোত' শেষ করলাম। বইটি আমার খুব ভাল লেগেছে। কিন্তু দুঃখও কম লাগেনি।

কি দরকার ছিল শুজা রশিদের একটি নির্মল, নিষ্পাপ মেয়ে তানিয়াকে মেরে? ওর জন্য আমার খুউব কষ্ট হচ্ছে। শুজা রশীদকে ধন্যবাদ এরকম একটি বই উপহার দেয়ার জন্য। এ ধরনের বই আরোও চাই। শুজা রশীদের পরবর্তী বই কি?

* পাবেন। আসছে নতুন ওয়েস্টার্ন 'দুর্গম যাত্রা'।

শামীম কবীর, রাফিয়া ও আন্না

গ্রাম: টাইলা পোঃ রজনী গঞ্জ

জিলা: সুনাম গঞ্জ

লিনা প্রকাশিত স্পাই থ্রিলারের সংখ্যা কত? সর্বশেষ প্রকাশিত স্পাই থ্রিলারের নাম কি এবং লেখক কে?

* ঝুঁকি ২, এবং রক্তের স্রোত।

রক্তের স্রোত/লেখক—শুজা রশীদ।

মোঃ রফিকুল ইসলাম বি, এ

শ্রীধর পুর উপজেলা: আটপাড়া,

জেলা: নেত্রকোনা।

মোঃ রোকনুজ্জামান রনি
ব্যাক্তিগত সংগ্রহশালা
বই নং-.....
বই এর ধরন-.....

'ফেরারী প্রিয়া' পড়লাম। মিষ্টি প্রেমের উপন্যাস হিসাবে খুউ-ব ভাল লাগলো।

আগামী বই

আউট-ল খ্যাত সাবিবরুল হকের নূতন ওয়েস্টার্ন।
পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মত রুচিশীল কাহিনী।

অশান্তি

সাবিবরুল হক

বেরুচ্ছে : মার্চ '৮৯

আরও দুটি বই : মে, জুন '৮৯

ওয়েস্টার্ন

দুর্গম যাত্রা

শুজা রশীদ

লিনা লাভস্টোরী-৪

দুবার বসন্তে

ঐ